Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

(Public and private initiatives to rehabilitate the rootless people In Bangladesh : A review in the light of Islam)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক :

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা-১০০০

গবেষক :

মোঃ হেলাল উদ্দিন

এম.ফিল. রেজি. নং : ১৫৫

শিক্ষাবর্ষ, ২০১৬-২০১৭ ইং

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

ঢাকা-১০০০

ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা-১০০০।

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ''বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠনে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করিনি।

মোঃ হেলাল উদ্দিন

এম.ফিল. রেজি. নং: ১৫৫

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭ ইং

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি স্মরণ করছি মহান সৃষ্টিকর্তাকে যার করুণায় আমি আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তারপর পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম স্যারকে, তাঁর মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও সুচিন্তিত পরামর্শে আমার গবেষণা কার্যক্রম সু-চারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরে। এ ব্যাপারে স্যার সার্বক্ষণিক খবর রেখেছেন। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী, বন্ধু, সুধী, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বিভিন্ন দিক থেকে সহযোগিতা করেছেন এ রকম সকলের।

মোঃ হেলাল উদ্দিন

এম.ফিল. রেজি. নং: ১৫৫

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭ ইং

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা-১০০০

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ হেলাল উদ্দিন এম.ফিল রেজি. নং ১৫৫, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭ ইং, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত ‘‘বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

উপস্থাপিত গবেষণায় সাংকেতিক শব্দ দিয়ে যা বুঝানো হয়েছে তার পূর্ণরূপ।

ক্রমিক নং	সাংকেতিক শব্দ	পূর্ণশব্দ/বাক্য
১	স.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২	র.	রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু
৩	রহ.	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৪	অনু.	অনুবাদ
৫	রচ.	রচয়িতা
৬	পৃ.	পৃষ্ঠা
৭	হা.	হাদিস শরিফ
৮	নং	নাম্বার
৯	৪:১১	কুরআনের ক্ষেত্রে, ৪ নাম্বার সূরা, ১১ নাম্বার আয়াত
১০	প্রাগুক্ত	পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এমন
১১	খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম		পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	ঃ	৭-৯
	ছিন্নমূল-এর সংজ্ঞা ও পরিসংখ্যান	ঃ	১০-১৬
	ছিন্নমূল মানুষের প্রকারভেদ	ঃ	১৬-১৯
	ছিন্নমূল হওয়ার কারণসমূহ	ঃ	১৯-৬০
	সমাজ ও রাষ্ট্রে ছিন্নমূল মানুষের প্রভাব	ঃ	৬১-৭৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	ছিন্নমূল পুনর্বাসনে সরকারের ভূমিকা	ঃ	৭৪-৮৬
	ছিন্নমূল পুনর্বাসনে বেসরকারি উদ্যোগ	ঃ	৮৭-১০২
তৃতীয় অধ্যায়	ছিন্নমূল বৃদ্ধি রোধকরণে ইসলামের ভূমিকা	ঃ	১০৩-১১৬
	ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা	ঃ	১১৬-১৭১
	ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	ঃ	১৭২-১৭৫
	উপসংহার	ঃ	১৭৬-১৭৭
	গ্রন্থপঞ্জি	ঃ	১৭৮-১৯০

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

নদী ভাঙ্গন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ, রাজনৈতিক কারণসহ নানা কারণে বহু মানুষ মূল থেকে ছিন্ন হয়ে উদ্বাস্তু, গৃহহীন, ভূমিহীন ও ভাসমান জীবনযাপন করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের সমস্যার কারণে মানুষ ছিন্নমূল ও সর্বহারা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। যে দেশ যত উন্নত সেদেশে ছিন্নমূল সমস্যা তত কম, যে দেশ অনুন্নত সেদেশে ছিন্নমূল সমস্যা অনেক বেশি। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যুদ্ধ কবলিত এলাকায় এ ধরনের সমস্যা নিয়মিত ঘটছে। বাংলাদেশে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কারণে অনেকেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয় প্রদানের জন্য সরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক এনজিও সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, ত্রাণ ও দূর্যোগ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে– ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, আহসানিয়া মিশন, প্রশিকা, মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, এডাব এবং বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ, ইউনেসকো, রেড ক্রিসেন্ট, ওআইসি ইত্যাদি দাতা সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল পুনর্বাসন করা যেকোনো রাষ্ট্রেরই কর্তব্য এবং দেশের বা সমাজের সামর্থ্যবান, শিক্ষিত ও সচেতন মহলেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামের অন্যতম কাজ হচ্ছে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা । রাসূলুল্লাহ (স.) ও তার সাথে যারা মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন তারা সবকিছু রেখেই হিজরত করেছিলেন। মদিনার সক্ষম আনসারদেরকে প্রত্যেক মুহাজিরের কর্ম, খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য রাসূলুল্লহ (স.) স্বাবলম্বী আনসার সাহাবিদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন।

স্বাবলম্বী আনসার সাহাবিগণ ছিন্নমূল মুহাজিরগণকে পুনর্বাসনের জন্য সকল দিক থেকে সহযোগিতা করেছেন। যারা ছিন্নমূল বা সর্বহারা তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. এবং চার খলিফার সময় এই নীতি পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে যে, যার জমি বা সম্পদ পর পর তিন বছর অনাবাদি থেকেছে তা ছিন্নমূল ব্যক্তিদেরকে আবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের সক্ষম ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, গবেষক, সাংবাদিকসহ অন্যান্য সচেতন মহলেরও রাষ্ট্রের অসহায় নাগরিকদের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রাষ্ট্রের নাগরিকের কিছু মৌলিক চাহিদা রয়েছে যা না হলেই নয়, যেমন- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান, যা নাগরিকের পাশাপাশি রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হয়। বিশেষ করে ছিন্নমূল মানুষের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নানা কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সকল সংস্থাগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘‘বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকরী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা ” শিরোনামে গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলাকে অনুমান করছি যে, সরকার, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিকা রাখলেও তাদের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়।

তাই এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করে এনজিও, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ ও ধনাঢ্যব্যক্তিদের সচেতন করে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণই এ গবেষণাকর্মের মূল লক্ষ্য । এ সকল মানুষের বিষয়ে বিবেচনা করে ‘‘ছিন্নমূল মানুষের পুর্নবাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা” শিরোনামে গবেষণাকর্ম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথাযথ হয়েছে বলে মনে করছি।

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল-এর সংজ্ঞা ও পরিসংখ্যান ঃ

সংজ্ঞা ঃ

ছিন্নমূল শব্দটির ইংরেজি শব্দ হলো– Uproot, rootless, বাংলা সমার্থক শব্দ হলো– বাস্তুচ্যুত, উৎখাতিত, মূলোৎপাটিত, নির্মূল, সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে এমন, বিতাড়িত, উদ্বাস্তু [১]।

উপরিউক্ত শব্দার্থ থেকে যে বিষয়টা বুঝা যায় তাহলো– ছিন্নমূল বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যাকে যেকোনো কারণে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, নির্মূলে উৎপাটন করা হয়েছে বা সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নদীভাঙ্গন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প বা রাজনৈতিক কারণসহ নানা কারণে মূল থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তুর মতো জীবন যাপন করা মানুষকে ছিন্নমূল মানুষ বলে।

Bangladesh Bureau of Statistics -এর বস্তিসুমারি ও ভাসমান লোক গণনা-২০১৪ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

“Vagrant, displaced, landless or people exposed to the risk of total economic devrivation are considered rootless people as satisfying any of the following scenarios:

i. Landless people who do not hae any land or cultivation or homestead etc.

ii. Landless people who have lost their land and homestead areas because of plotical, economic or social reasons; and

iii. Abandoned/widowed women, people affected by river erosion and the population turned out of their won homestead areas.”

---

[1] . ডা, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলা ইংরেজি-আরবী ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা , রিয়াদ প্রকাশনী, ১০ম-সংস্করণ, জানুয়ারি-২০১২ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

''গৃহহীন, স্থানান্তরিত, ভূমিহীন অথবা আর্থিক সংকটাপন্ন বাস্তুহারা জনগোষ্ঠি নিম্নের যেকোনো শর্ত পূরণসাপেক্ষে ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১. ভূমিহীন মানুষ হচ্ছেন তারা যাদের বসতভিটা বা চাষাবাদ ইত্যাদির জন্য কোনো জমি নেই,

২. ভূমিহীন মানুষ যে তার জমি ও বসতভিটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে হারিয়েছে এবং

৩. স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা মহিলা, নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বা নিজের বসতভিটা থেকে বিতাড়িত মানুষ"।[২]

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা ২০১৪ -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

''গ্রামে স্থায়ী ঠিকানা ছিল / রয়েছে অথচ বর্তমানে বস্তিতে বসবাস করছে এ ধরনের যেকোনো ব্যক্তি ছিন্নমূল হিসেবে গণ্য হবে। এ ছিন্নমূলদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) যাদের গ্রামে বসতভিটা, ভিটার ওপর বসত ঘর, স্বল্প পরিমাণ জায়গাজমি রয়েছে– তারা প্রথম শ্রেণির ছিন্নমূল।

(খ) যাদের বসতভিটা রয়েছে এবং ঐ বসতভিটার উপর ঘর রয়েছে কিন্তু কোনো আবাদযোগ্য জমি নেই অথবা যাদের গ্রামে বসতভিটা রয়েছে এবং ভিটার ওপর কোন ঘর নেই কিন্তু স্বল্প পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি রয়েছে– তারা দ্বিতীয় শ্রেণির ছিন্নমূল।

---

[২]. Bangladesh Bureau of Statistics (বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা-২০১৪)

Dhaka University Institutional Repository

(গ) যাদের শুধু ভিটা রয়েছে, ভিটার ওপর কোনো ঘর নেই, জায়গা জমি নেই– তারা তৃতীয় শ্রেণির ছিন্নমূল।

(ঘ) যাদের কোনো ভিটা, বসতঘর, জায়গা জমি কিছুই নেই (বস্তিতে আসার পূর্বে সে গ্রামে অবস্থাসম্পন্ন কোনো পরিবারে আশ্রিত কিংবা কোনো স্বজনের ওপর নির্ভর ছিল)– তারা চতুর্থ শ্রেণির ছিন্নমূল ”[৩]।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, যাদের বসবাস ও চাষাবাদ করার মতো কোনো জমি নেই আথবা অল্প পরিমাণ জমি রয়েছে কিন্তু বসবাসের ঘর নেই এবং ঘর ও জমি ক্রয় করার মতো অর্থ জমা নেই মূলত সে-ই ছিন্নমূল। তবে যার বসবাসের ঘর ও জমি রয়েছে কিন্তু সে ইচ্ছা করে বস্তিতে বা ভাসমান থাকে সে ছিন্নমূল হিসেবে গণ্য হবে না।

পরিসংখ্যান ঃ

ছিন্নমূল শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই ছিন্নমূল মানুষ রয়েছে। দেশ উন্নত ও অনুন্নত হিসেবে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা কম ও বেশি হয়ে থাকে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা তত কম। তবে বাংলাদেশে নানা সমস্যার কারণে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের সঠিক সংখ্যা নির্ধরণে সরকারি ও বেসরকারি জরিপের গড়মিল রয়েছে। ছিন্নমূলের সংজ্ঞা সরকারের বিভাগগুলো একভাবে দিয়েছে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো দিয়েছে কিছুটা অন্যভাবে, সংজ্ঞার আলোকে গণনা করার কারণে মোট সংখ্যায় গড়মিল হয়েছে।

---

[3] . ঘরে ফেরা (ছিন্নমূল বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন) কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা-২০১৪, পৃ. নং. ২

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত রাজধানী ঢাকার পরিসংখ্যান করতে গিয়ে সরকারি ও বেসরকারি হিসাবের অনেক বড় ব্যবধান দেখা যায়। সরকারি হিসাব মতে ২০১৯ সনে রাজধানী ঢাকাতে ভাসমান মানুষের সংখ্যা ১৬০০। তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার হিসাব মতে এ সংখ্যা ৫০ হাজার। জরিপে আরো দেখা গেছে প্রতিবছর গড়ে ২ হাজার করে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪]

এ কারণে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে সঠিক সংখ্যা বলা না গেলেও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান থেকে অনেকটা হিসাব পাওয়া যায়। ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা নির্ণয় করতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান ব্যুরোর ও উল্লেখযোগ্য কিছু দৈনিক জাতীয় পত্রিকার তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। যেখান থেকে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা নিরূপণ করা খুবই সহজ হবে।

২০১৬ সালে জাতীয় পত্রিকা 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ গৃহহীন বা ছিন্নমূল মানুষ রয়েছে। প্রতি বছর এদের সংখ্যা গড়ে লক্ষাধিক করে বাড়ছে। ভাসমান এসব মানুষ সাধারণত বস্তি, বাঁধ, রাস্তা, পরিত্যক্ত রেলসড়ক, খাস জমি প্রভৃতি স্থানে ভাসমান জীবনযাপন করছে।[৫]

২০১৭ সালে অন্য একটি জাতীয় পত্রিকা 'বাংলা ট্রিবিউন'-এর একটি প্রতিবেদনে Internal Displacement Monitoring Center & Norway Xihan Rifiozi Councial-এর বরাত দিয়ে প্রকাশ করেছে যে,[৬] Internal Displacement Monitoring Center & Norway Xihan Rifiozi Councial-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে

[4]. Independent 24.com , Details তারিখ, ৮/২/১৯

[5]. সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, সম্পাদকীয় কলাম, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬

[6] . বাংলা ট্রিবিউন, সাহেদ শাফিক, ২ অক্টোবর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

২০১২-২০১৭ গত ছয় বছরে বাংলাদেশে অন্তত ৫৭ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে। আগের বছরগুলো হিসাব নিলে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি দাঁড়াবে।[৭]

বেসরকারি সংস্থা Cualiation For the Arban Poor (CAP)-২০১৭ সালে ঢাকায় ৩০ হাজার পথবাসী মানুষের ওপর একটি জরিপ চালিয়েছে । ঐ জরিপে দেখা গেছে, জরিপকৃত মানুষের শতকরা ২১ ভাগ মানুষ ১ থেকে 4 বছর ধরে, ১৬ ভাগ মানুষ ৫ থেকে ৯ বছর ধরে, ১৯ ভাগ মানুষ ১০ থেকে ১৪ বছর ধরে এবং ৪৪ ভাগ মানুষ ১৫ বছরের উপর খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন এবং ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে বসবাস করছে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ।[৮]

এছাড়া ড. মাহবুবা সম্পাদিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ে উল্লেখ করেছেন, জাতিসংঘের তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। সকলের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা সরকারের জন্য অনেক কঠিন। তাই নিরাপত্তা আর কাজের খোঁজে এই সব গৃহহীন মানুষ শহরে এসে ছিন্নমূল হয়ে মানবেতর অবস্থায় বসবাস করছে। [৯] বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছেন, মায়ানমার থেকে অপরিকল্পিতভাবে আসা শরণার্থীরাও[১০] বাংলাদেশের জন্য

---

7 . Internal Displacement Monitoring Center & Norway Xihan Rifiozi Councial এর গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৮

8 . Cualiation For the Arban Poor (CAP) এর বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭

9 . ড. মাহবুবা নাসরিন, *বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়*, এন.সি.টি.বি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪০

10 . এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

واذاخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و أنتم تشهدون-
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظارون عليهم بالاثم
والعدوان وان ياتوكم اسرى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتب
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيمة يردون
الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

Dhaka University Institutional Repository

অসহনীয় বোঝা। যার পরিমাণ হলো– মোট নিবন্ধনকৃত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ১১,১৮,৫৭৬ জন, এর মধ্যে ৩৯,৮৪১ জন এতিম শিশু, ৩৪,৩৩৮ জন গর্ভবতী নারী, ৩৫৫৪ জন প্রসূতি সেবার আওতায় জন্মগ্রহণকারী শিশু। এছাড়া আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ছিল আরো ৬৯,৩০১ জন।[১১]

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ১৯৮৫ সালে ঢাকা শহরে বস্তিশুমারি করে বিবিএস। এরপর ১৯৮৬ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় এ ৪টি বিভাগে শুমারি করে। বিবিএস সর্বপ্রথম একসাথে সারা দেশে বস্তিশুমারি করে ১৯৯৭ সালে এবং সর্বশেষ একসাথে সারা দেশে বস্তিশুমারি করে ২০১৪ সালে । ১৯৯৭ সালের জরিপে দেশে বস্তি ছিল তিন হাজার। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিগত ১৭ বছরের জরিপে দেখা গেছে বস্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪ হাজার। ঐ ১৪ হাজার বস্তিতে মোট ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬৯টি পরিবারে ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন মানুষ বসবাস করে [১২]। যার মধ্যে পুরুষ ১১ লাখ ৪৩ হাজার এবং নারী ১০ লাখ ৮৬ হাজার।[১৩]

"আর স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে মজবুত অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না। এবং একে অন্যকে তার গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না। তোমরা এ অঙ্গীকার করেছিলে, তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী। কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাইদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোত্রীয় সম্পর্কযুক্ত কিছু লোককে বাস্তুভিটা ছাড়া করছো, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দি হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো। অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো। তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন"।

11. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয় (শরণার্থীবিষয়ক সেল) ২৯/১১/২০১৮ বার্ষিক প্রতিবেদন

12 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বস্তিশুমারি ২০১৪, প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

13 . প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিগত ১৭ বছরে বস্তিবাসীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৪] বিবিএস পরিচালিত এই শুমারিতে বলা হয়, এদের মধ্যে রাজধানিতে ১০ লক্ষ ৬২ হাজার, চট্টগ্রামে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ, খুলনায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার, রংপুরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার, রাজশাহীতে ১ লক্ষ, সিলেটে ৯২ হাজার ও বরিশালে ৫০ হাজার বস্তিবাসী বাস করে। বেসরকারি হিসাব মতে বস্তিবাসীর সংখ্যা হলো ৪০ লক্ষ[১৫]। যথাযথ সংখ্যা নির্ণয় করা না গেলেও উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে এতটুকু নিশ্চিত বলা যায়, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনের তথ্য মতে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ [১৬]।

ছিন্নমূল মানুষের প্রকারভেদ ঃ

বাংলাদেশে একেক অঞ্চলের সমস্যা একেক রকম হওয়ায় ছিন্নমূল মানুষের ভিন্নতা দেখা যায়। ছিন্নমূল শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই ছিন্নমূল মানুষ রয়েছে। দেশ উন্নত ও অনুন্নত হিসেবে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা কম ও বেশি হয়ে থাকে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা তত কম। তবে বাংলাদেশে সমস্যার দিক বেশি হওয়ার কারণে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা ও প্রকার তুলনামূলক বেশি। নিম্নে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো–

---

14 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-২০১৪, প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

15 . Cualiation For the Arban Poor (CAP) এর বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭

16 . Internal Displasment Monitoring Center & Norway Xihan Rifiozi Council এর গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh Bureau of Statistics-এর সংজ্ঞার আলোকে ছিন্নমূল মানুষ ৩ প্রকার ঃ

১. বসবাস ও চাষাবাদের কোনো জমি নেই এরকম ছিন্নমূল।

২. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে জমি ও বসতভিটা হারানো ছিন্নমূল।

৩. স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা , নদী ভাঙ্গা বা বসতভিটা থেকে বিতাড়িত এরকম ছিন্নমূল।[১৭]

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ নীতিমালা– ২০১৪ এর সংজ্ঞার আলোকে ছিন্নমূল মানুষ ৪ প্রকার ঃ

১. যাদের বসতভিটা, ঘর ও স্বল্প পরিমাণে জমি আছে –এরা প্রথম শ্রেণির ছিন্নমূল

২. যাদের বসতভিটা ও ঘর রয়েছে কিন্তু আবাদযোগ্য জমি নেই অথবা ভিটা আছে ঘর নেই কিন্তু স্বল্প পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি আছে –এরা দ্বিতীয় শ্রেণির ছিন্নমূল

৩. যাদের ভিটা আছে, ঘর ও জমি নেই –এরা তৃতীয় শ্রেণির ছিন্নমূল

৪. যাদের ভিটা, বসতঘর, জমি কিছুই নেই –এরা চতুর্থ শ্রেণীর ছিন্নমূল ”[১৮]

উপরে উল্লেখ্য প্রকারগুলো ছাড়াও ছিন্নমূল ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. জমা টাকা, নিজস্ব জমি ও বসতভিটা কোনোকিছুই না থাকার কারণে ছিন্নমূল।

২.শুধু জমা টাকা রয়েছে কিন্তু বসতভিটা ও চাষাবাদের জমি না থাকার কারণে ছিন্নমূল

৩. বসতভিটা ও জমা টাকা রয়েছে, শুধু চাষাবাদের জমি না থাকার কারণে ছিন্নমূল।

---

[১৭]. Bangladesh Bureau of Statistics (বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা-২০১৪) Page No: 15

[18] . ঘরে ফেরা (ছিন্নমূল ও বস্তিবাসী মানুষের স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন) কর্মসূচির ঋণ নীতিমালা-২০১৪, পৃ. নং. ২

Dhaka University Institutional Repository

(ক) জমা টাকা, নিজস্ব জমি ও বসতভিটা কোনোকিছুই না থাকার কারণে ছিন্নমূল –এর আলোচনা ঃ

বাংলাদেশে জমা টাকা, নিজস্ব জমি ও বসতভিটা কোনোকিছুই না থাকার কারণে ছিন্নমূল হয়ে অসহায় ও যাযাবরের মতো জীবনযাপন করেন এরকম লোকের সংখ্যা অনেক। যাদের নানা কারণে ভূমি হারাতে হয়েছে। অন্য দিকে তাদের পূর্ব থেকে জমানো অর্থ নেই এবং বর্তমানেও তারা প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে অক্ষম। তাই তারা অসহায় হয়ে ভাসমান জীবন যাপন করে থাকে। বাংলাদেশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা-এর হিসাব মতে বাংলাদেশে ভাসমান লোকের সংখ্যা ৫০ থেকে ৫৭ লক্ষ [১৯]। এরা নানা প্রক্রিয়ায় বসবাস করে থাকে। নিচে এদের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভেড়িবাঁধে বসবাস করে থাকে, কিছু সংখ্যক নদীতে ভাসমানরত নৌকায় বসবাস করে থাকে, কিছু সংখ্যক বস্তিতে বসবাস করে থাকে, কিছু সংখ্যক যাযাবর অর্থাৎ বাগানে বা মাঠে তাঁবু বা ক্যাম্প তৈরি করে বসবাস করে, কিছু সংখ্যক পথশিশু, কিছু সংখ্যক রেল বা বাস স্টেশনে, লঞ্চ টার্মিনালে, পরিত্যক্ত ভবনে, ছাদে বা খোলা স্থানে বসবাস করে থাকে , কিছু সংখ্যক ভিন্নদেশ থেকে আগত শরনার্থী যারা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে থাকে, কিছু সংখ্যক হিজড়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এসব মিলে এদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ।

(খ) শুধু জমা টাকা রয়েছে কিন্তু বসতভিটা ও চাষাবাদের জমি না থাকার কারণে ছিন্নমূল-এর আলোচনা ঃ

19 . বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, জরিপ প্রতিবেদন, ভাসমান লোক গণনা-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের জমা টাকা রয়েছে। নেই জমি ও থাকার মতো নিজস্ব ঘর। এদের সমস্যা হলো– এরা পছন্দমত জমি পায় না আবার জমি পেলেও টাকায় হয় না। শেষ পর্যন্ত এরা বস্তিতে, ভেড়িবাঁধে, পরিত্যক্ত স্থানে অথবা সক্ষমতার আলোকে ভাড়া বাসায় বসবাস করে। এ কারণে এরা ছিন্নমূল হিসেবে পরিগণিত হয়।

(গ) বসতভিটা ও জমা টাকা রয়েছে, শুধু চাষাবাদের জমি না থাকার কারণে ছিন্নমূল -এর আলোচনা ঃ

বাংলাদেশে এমন অনেক লোক বা পরিবার রয়েছে যাদের বসতভিটা এবং হাতে অনেক নগদ অর্থ রয়েছে। তাদের শহর বা নগর পছন্দ। কর্মের কারণে তারা গ্রামে থাকে না কিন্তু যে পরিমাণ টাকা তাদের নিকট রয়েছে তা দিয়ে শহরে জমি ক্রয় করে বাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে না। তারা ইচ্ছা করলে গ্রামে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে কিন্তু শহর তাদের পছন্দ হওয়ার কারণে গ্রামে যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তারা ভাড়া বাসায় বা বস্তিতে থাকছে। এ ধরনের লোকদের সম্পদ দৃশ্যমান নয় । তাই তাদেরকে ছিন্নমূল গণনা করা হয়।

ছিন্নমূল হওয়ার কারণসমূহ ঃ

বাংলাদেশে নানা কারণে মানুষ ছিন্নমূল হয়ে থাকে। কখনো নদীভাঙ্গন, কখনো পূর্ব পুরুষের ধারাবাহিকতা, কখনো বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে মানুষ ছিন্নমূল হয়ে থাকে। বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নদীভাঙ্গনের কারণেই বেশিরভাগ মানুষ ছিন্নমূল হয়েছে এবং হচ্ছে। কেস স্টাডির সাক্ষাৎকার ও অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এমনটাই বেশি দেখা গিয়েছে । বাংলাদেশে ছিন্নমূল হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে ছিন্নমূল হওয়ার কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

* নদীভাঙ্গন

* বস্তিতে জন্মানো

* পূর্বপুরুষ ছিন্নমূল থাকা

* ভেড়িবাঁধে বসবাসরত পরিবারে জন্মানো

* নদীতে ভাসমান নৌকায় থাকা পরিবারে জন্মানো

* সম্পদ বিক্রয় করে নিঃস্ব হওয়া

* দেশান্তরিত হয়ে শরণার্থী হওয়া

* সম্পদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হওয়া

* মানুষিক সমস্যাগ্রস্ত মায়ের সন্তান হওয়া

* যাযাবর পরিবারে জন্ম হওয়া

* পরিত্যক্ত ও পথশিশু

* দুস্থ ও অসহায় নারী

* হিজড়া সম্প্রদায়

১। নদীভাঙ্গন ঃ

ছিন্নমূল হওয়ার যতগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে নদীভাঙ্গন অন্যতম। নদীর পানি প্রবাহের সাথে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত। তার প্রমাণ হলো, ১৯৭০ সালে যমুনা নদীর ডান তীর দিয়ে ৬০ ভাগ, মাঝখানের চ্যানেল দিয়ে ৩০ ভাগ ও বাম দিকের চ্যানেল দিয়ে ১০ ভাগ স্রোত প্রবাহিত হতো। যমুনার অর্ধবৃত্তাকারের অংশ দিয়ে বেশিরভাগ স্রোত প্রবাহিত হওয়ার কারণে যমুনার ডান তীর প্রতি বছরই মারাত্মক ভাঙ্গনের সম্মুখীন হতো। এতে প্রমাণিত হয় যে, নদীর পানি প্রবাহের সাথে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত।[২০]

[20]. আখতার হামিদ খান,বিশেষ প্রতিবেদন, দৈনিক সংগ্রাম, ১০ নভেম্বর, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এ সমস্যা ব্যাপক হারে হয়ে থাকে। প্রতি বছর বর্ষামৌসুমে শতশত হেক্টর জমি, ঘর-বাড়ি, বাগান, কৃষিজমি, পুকুর, খাল-বিল সবকিছুই নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। এ কারণে অনেকেই অসহায় ও ছিন্নমূল হয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের অন্য স্থানে জমি নেই এবং জমি ক্রয় করার মতো টাকাও নেই তারা ছিন্নমূল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অসহায় হয়ে তারা ভেড়িবাঁধে, নৌকায়, বস্তিতে থাকতে শুরু করে। গবেষণা করতে গিয়ে যে বিষয়টা বেশি দেখা গিয়েছে তা হলো– নদীভাঙ্গনের কারণে ছিন্নমূল হওয়া মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ব্যাপক নদীভাঙ্গন হয় তার একটি আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো–

প্রকট নদীভাঙ্গন এলাকা ঃ

নদীভাঙ্গনে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার মধ্যে কিছু এলাকা প্রতি বছরই ভাঙ্গনের শিকার হয়ে থাকে। সাধারণত প্রধান প্রধান নদীসমূহের তীরবর্তী জনবসতি এলাকাসমূহ এই ধরনের ভাঙ্গনের শিকার বেশি হয়। নিম্নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকট নদীভাঙ্গন এলাকা নিয়ে আলোচনা করা হলো,

দিনাজপুরে আত্রাই নদীর ভাঙ্গন ঃ

২০১৪ সালে দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার জিয়া সেতু সংলগ্ন পুনর্ভবা ও আত্রাই নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়েছে ৫টি গ্রামের ২৫ শত পরিবার। ভাঙ্গনে সহায়-সম্বল হারিয়ে গৃহহারা পরিবারগুলো বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রতি বছর বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের পানিতে আত্রাই নদীর প্রবল স্রোতে বীরগঞ্জ উপজেলার মোহরপুর ইউনিয়নের কাশিপুর, ঝাউপাড়া, দাসপাড়ার ৫টি পয়েন্টে বিশাল এলাকাজুড়ে

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহতভাবে নদী ভেঙ্গে থাকে। ১৯৮৫ সাল থেকে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে নদীভাঙ্গনের ফলে প্রায় ২ হাজার একর আবাদি জমি নদীগর্ভে চলে গেছে। [২১]

সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন ঃ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নে ২০১৪ সালে ৪টি গ্রামে তিস্তা নদীর তীব্র ভাঙ্গন ছিল। ২০১৪ সালে মাত্র দু'সপ্তাহের ভাঙ্গনে ঐ ৪টি গ্রামের ৯শ ১০টি পরিবারের বসতভিটা, আবাদি জমিসহ পাগলারহাট ও উজান বুড়াইল ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।[২২]

সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন ঃ

ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকা থেকে নেমে আসা বরাক নদী জকিগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অতীতে বরাক থেকে নেমে আসা জলরাশি সমভাবে সুরমা, কুশিয়ারা দিয়ে প্রবাহিত হতো। সুরমা নদীর উৎসমুখ ভরাট ও নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বরাকের ৮০ ভাগ জলই কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ফলে বরাক থেকে নেমে আসা প্রবল স্রোতে কুশিয়ারার ভাঙ্গন তীব্র আকার ধারণ করে থাকে। ২০১৬ সালে বর্ষা মৌসুমে কুশিয়ারা নদীর করালগ্রাসে বিয়ানীবাজারের ৭৫টি গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। জমিজমা হারিয়ে প্রায় ২০ হাজার লোক ছিন্নমূল হয়ে গেছে। সুরমা, কুশিয়ারা ও সুনাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে নদীর তীরে বসবাসকারী জনসাধারণ দিশেহারা। প্রায় ২ হাজার একর ফসলি জমি, ১২টি হাট-বাজার বিলিন হয়ে গেছে।[২৩]

---

[21] .সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, বিশেষ প্রতিবেদন, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর- ২০১৬

[22] . প্রগুক্ত

[23] .সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, বিশেষ প্রতিবেদন, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর- ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

করতোয়া নদীর ভাঙ্গন ঃ

সরকারি উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে ২০০টি অসহায় ছিন্নমূল পরিবারের স্থায়ী আবাসনের লক্ষ্যে উল্লাপাড়ার করতোয়া নদীর তীর ঘেঁষে এনায়েতপুর এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল এনায়েতপুর গুচ্ছগ্রাম। এনায়েতপুর গুচ্ছগ্রামে ২০০ পরিবারের মাঝে তৈরি করা ঘর হস্তান্তরের পর ওখানকার বাসিন্দারা গ্রামটিকে নিজেদের মতো করে গড়ে তোলেন। উল্লাপাড়ার বুক চিরে বয়ে যাওয়া করতোয়ার পাড়ে সারি সারি সবুজ বৃক্ষরাজি আর সুন্দর গোছানো টিনের ঘর এনায়েতপুর গুচ্ছগ্রাম অল্প দিনে স্থানীয় মানুষের বিনোদন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। নয়নাভিরাম এনায়েতপুর গুচ্ছগ্রামে স্থায়ী আবাসন পেয়ে বসতিদের মনে ব্যাপক আনন্দ ছিল। মানুষগুলো ওখানে বসবাসের পাশাপাশি অল্প দিনেই পরিশ্রম করে গবাদি পশু পালনসহ নানা কর্মের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করে। কিছুদিনের ব্যবধানে করতোয়া ভাঙ্গনে বিলিন হয়ে যায় এনায়েতপুর আশ্রায়ণ প্রকল্প। এতে করে পুনরায় ছিন্নমূল হয়ে পড়ে ঐ ২ শত পরিবার। এছাড়াও করতোয়ার অব্যাহত ভাঙ্গনে আরো ১১০ পরিবারের ঘর-বাড়ি নদীগর্ভে চলে যায়।

কাউখালী কচা নদীর ভাঙ্গন ঃ

২০১৬ সালে কাউখালীর ফুলবুনিয়া, সাপলেজা, জোলাগাতীসহ ৩টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষের বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। লঞ্চঘাট, পাঙ্গাসিয়া বাজার, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। নদীভাঙ্গা মানুষ বিভিন্ন রাস্তায়, স্কুলে, পাশের এলাকায় বা কারও বাড়ির আঙ্গিনায় বসবাস করতে থাকে। যাদের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই তারা ভেসে বেড়াচ্ছেন এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। অত্যন্ত দরিদ্র পীড়িত এ এলাকার মানুষ নদীভাঙ্গনে বহু সম্পদ হারিয়ে তারা এখন ছিন্নমূল [২৪]।

[24]. সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, বিশেষ প্রতিবেদন দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর- ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গুনিয়া কর্ণফুলি নদীর ভাঙ্গন ঃ

২০১৬ সালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া কর্ণফুলী নদীর ভাঙ্গনে প্রায় ৫ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হারিয়েছেন শতশত একর ধানিজমি ও বসতভিটা। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের কারণে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নদীর দু'পাড়ের প্রায় ৯শত বৃক্ষ পানিতে তলিয়ে গেছে। তীব্র নদীভাঙ্গনের ফলে চন্দ্রঘোনা, দোভাষীবাজার, কদতমতলী গ্রাম, নবগ্রাম, চৌমহনী, সৈয়দবাড়ী, পৌর এলাকার ইছামতি গ্রাম, জেলেপাড়া, বেতাগী, সরফভাটা, কোদালা, শিলক, রাখালীসহ প্রায় ২০টি গ্রামের অধিকাংশ এলাকা বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া মসজিদ, মন্দির, বাজার, স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ১২টি ইউনিয়নের কয়েক শত একর জমি নদীগর্ভে চলে গেছে। এছাড়াও প্রায় ৩০ হাজার পরিবার হুমকির মুখে রয়েছে [২৫]।

দোহারে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন ঃ

২০১৬ সালে দোহার উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের কাটাখালের দক্ষিণ পারের অর্ধশত বাড়ি পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে। পদ্মার স্রোত ও পানি বৃদ্ধি পেয়ে নদীগর্ভে চলে গেছে প্রায় অর্ধশত বাড়ি। বন্যায় মাহমুদপুর ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে বর্ষা মৌসুমে। ২০১৬ সালে পদ্মার ভাঙ্গনে ঘর-বাড়ি হারিয়ে মাহমুদপুর হরিচন্ডি রাস্তার ওপরে ঠাঁই নিয়েছিল ৫০টি গ্রামের পানিবন্দি মানুষ, আশ্রয় নিয়েছে মাচার ওপর। এভাবেই কাটে ওখানকার নদীভাঙ্গা মানুষের জীবন।

[25] .সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভোলায় নদীভাঙ্গন ঃ

সাগরদ্বীপ ভোলা ভয়াবহ ভাঙ্গনে ভোলার বোরহানউদ্দিন, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, মনপুরা, চরফ্যাশন সহ সবকটি উপজেলাই মেঘনার ভাঙ্গনে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি, বাগান, ফসলি জমি, মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজারসহ অনেক কিছু হারিয়েছেন। ১৯৮০ দশকে গড়ে ওঠা দক্ষিণ আইচা থানাধীন ঢালচর। সরকারিভাবে বন্দোবস্ত পেয়ে বসবাস শুরু করে হাজার হাজার পরিবার। কিন্তু মেঘনা নদীর ভাঙ্গনে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিলীন হয়েগেছে ঐ হাজার মানুষের বসতি এলাকা ঢালচর। ছিন্নমূল হয়ে গেছেন ঐসমস্ত মানুষগুলো। মেঘনা এখন ভোলা শহরের ২কিলো মিটারের মধ্যে এসে গেছে। সব কয়টি উপজেলার উপকূলীয় এলাকা প্রতি বর্ষা মৌসুমেই ব্যপক ভেঙ্গে থাকে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ ছিন্নমূল হয়[২৬]।

ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন ঃ

২০১৬ সালে ময়মনসিংহে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গনে ঘরবাড়ি, গাছপালা, বিস্তীর্ণ ফসলি জমি, সদর উপজলার খাগডহর, কুষ্টিয়া, বোরের চর ও অষ্টধার ইউনিয়নের ২ শতাধিক পরিবার গৃহহারা হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ছিন্নমূল হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ড্রেজিংয়ের অভাবে পলি জমে নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদীর গতিপথ পাল্টে প্লাবিত হয় নতুন নতুন এলাকা। প্রতিবছর ভাঙ্গনের কবলে পরে সদর উপজেলার চরাঞ্চল কুষ্টিয়া, বোরের চর ও অষ্টধার ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা ।

---

[26] . প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধরলা নদীর ভাঙ্গন ঃ

ধরলা নদীর ভাঙ্গনে কুড়িগ্রাম সদরের পাঁচগাছি ইউনিয়নের হাজর হাজার মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলি জমি, রাস্তা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে।

যমুনার ভাঙ্গন ঃ

২০১৬ সালে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নে যমুনার তীব্র ভাঙ্গনে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই একদিনে ৬টি বাড়ি এবং কদমতলী বাজার এলাকা রক্ষা বাঁধের প্রায় ৩০০ মিটার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভাঙ্গনের তীব্রতায় চিনাডুলী উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিনাডুলী ফাজিল মাদরাসা, হাজার হাজার একর ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি গাছপালা, সবকিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভাঙ্গনের তীব্রতায় তাদের ঘর-বাড়ি অন্যত্র নেওয়া সম্ভব হয়নি। [২৭]

পদ্মার ভাঙ্গন ঃ

২০১৬ সালে নদীর ভাঙ্গনে ভেড়ামারা ও মিরপুরের ১০ গ্রামের আড়াই হাজার ঘর-বাড়ি বিলীন হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশের ৮৫টি শহর-বন্দরসহ মোট ২৮৩টি স্থানে প্রায় ১২শ কি. মি. এলাকা প্রতি বছর মারাত্মকভাবে নদী ভাঙ্গনের কবলে পরে থাকে[২৮]। উক্ত পর্যালোচনায় দেখা গেলো যে, মানুষ ছিন্নমূল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো নদীভাঙ্গন। বাংলাদেশের দীর্ঘ এলাকা জুড়ে নদী এবং বর্ষা মৌসুমে নদীগুলোর ভাঙ্গন বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে প্রতি বছর ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাও বেড়ে যায়। তাই বলা যায় যে, ভিটে মাটি হারানো বা ছিন্নমূল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো নদীভাঙ্গন।

27. সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, বিশেষ প্রতিবেদন, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ সেপ্টেম্বর- ২০১৬

28 .প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২. বস্তিতে জন্মানো ঃ

নদীভাঙ্গন বিষয়ে আলোচনা করার পর বস্তিবাসীর আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে যে সকল কারণে মানুষ ছিন্নমূল হয়, বস্তিতে জন্মানো তার মধ্যে অন্যতম। যে মানুষটি পূর্ব থেকেই ছিন্নমুল, যখন তাদের সন্তান জন্ম হয়, তখন সে সন্তান তো জন্মগতভাবই ছিন্নমূল হয়ে জন্মে, কারণ জন্মদাতাগণ পূর্ব থেকেই ভূমিহীন। একদিকে তারা ভূমিহীন অন্যদিকে তাদের সন্তানও বেশি। তাই তাদের সন্তানগণ শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্যসহ অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অল্প বয়সেই পথহারা ও অসহায় হয়ে যায় এবং তারা আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তারাও ছিন্নমূল হিসেবে পরিগণিত হয়। বস্তিবাসী বা ছিন্নমূল মানুষ নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৪ সালে একটি জরিপ প্রকাশ করে। যেখানে দেখা যায় ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বস্তিবাসির মধ্যে অনেক বেশি। বস্তিবাসীর বিষয়টি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ১৯৮৫ সালে ঢাকা শহরে বস্তিশুমারি করে বিবিএস। এরপর ১৯৮৬ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় এ ৪টি বিভাগে শুমারি করে। বিবিএস সর্বপ্রথম একসাথে সারা দেশে বস্তিশুমারি করে ১৯৯৭ সালে এবং সর্বশেষ একসাথে সারা দেশে বস্তিশুমারি করে ২০১৪ সালে । ১৯৯৭ সালের জরিপে দেশে বস্তি ছিল তিন হাজার। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিগত ১৭ বছরের জরিপে দেখা গেছে বস্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪ হাজার। ঐ ১৪ হাজার বস্তিতে মোট ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬৯টি পরিবারে ২২ লাখ ৩২ হাজার ১১৪ জন মানুষ বসবাস করে [২৯]। যার মধ্যে পুরুষ ১১ লাখ ৪৩ হাজার এবং নারী ১০ লাখ

[29] . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বস্তিশুমারি ২০১৪, প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

Dhaka University Institutional Repository

৮৬ হাজার।[৩০] বিগত ১৭ বছরে বস্তিবাসীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩১] বিবিএস পরিচালিত এই শুমারিতে বলা হয়, এদের মধ্যে রাজধানীতে ১০ লক্ষ ৬২ হাজার, চট্টগ্রামে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ, খুলনায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার, রংপুরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার, রাজশাহীতে ১ লক্ষ, সিলেটে ৯২ হাজার ও বরিশালে ৫০ হাজার বস্তিবাসী বাস করে। বেসরকারি হিসাব মতে বস্তিবাসীর সংখ্যা হলো ৪০ লক্ষ[৩২] এবং ভাসমান মানুষের সংখ্যা ১৬ হাজার ৬২১ জন, তবে ১৯৯৭ সালের শুমারিতে ভাসমান মানুষ ছিল ৬২ হাজার ৮১ জন। ২০১৪ সালে এসে ভাসমান মানুষের সংখ্যা কমেছে ৩ গুণ কিন্তু বেড়েছে বস্তির সংখ্যা। এ শুমারিতে ভাসমান বলা হয়েছে যাদের থাকার কোনোই ব্যবস্থা নেই। এখানে ছিন্নমূলের সকল প্রকার সংখ্যা যোগ হয়নি, সকল প্রকার ছিন্নমূলের সংখ্যা হলো প্রায় ৬০ লক্ষ[৩৩]।

১৯৯৭ সালের দিকে বস্তিগুলো ছিল মূলত ঝুপড়ি, টং, চই, টিনের ঘর, আধা-পাকা ভবন এবং জরাজীর্ণ দালান[৩৪]। ১৯৯৭ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে এসে বস্তিতে ঝুপড়িবাসী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৭৫ শতংশ কমেছে। পূর্বে যারা ঝুপরিঘরে থাকত, তারা তাদের ঘরগুলোকে ঝুপড়ির পরিবর্তে কিছুটা সংস্কার করে থাকতেছে। শুমারি বলছে বস্তির সাড়ে ৬২ শতাংশ (অর্থাৎ ৩ লাখ ৭১ হাজার ৪৮৫টি পরিবার) কাঁচা বা টিনের ঘরে বাস করে। আর আধা পাকা ঘরে বাস করে ১ লাখ ৫৭ হাজার ২৪৩টি পরিবার। ঝুপড়িঘরে বাস করে মাত্র ৩৬ হাজার ৮৭৫টি পরিবার। তবে ১৯৯৭ সালের বস্তিশুমারি অনুযায়ী তখন ঝুপড়িতে বসবাস করত ১ লাখ ৪২ হাজার পরিবার।

---

30 . প্রাগুক্ত

31 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-২০১৪, প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

32 . Cualiation For the Arban Poor (CAP) এর বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭

33 . বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, জরিপ প্রতিবেদন, ভাসমান লোক গণনা-২০১৪

34 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বস্তিশুমারি ২০১৪, প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

Dhaka University Institutional Repository

আর এসমস্ত বস্তিগুলো গড়ে উঠেছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, যেমন– পরিত্যক্ত ভবনে, পাহাড়ের ঢালে, সড়ক বা রেললাইনের ধারে, সরকারি ও আধা সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খালি জমিতে[৩৫]। বস্তিবাসীর মধ্যে রিক্সাচালকই বেশি। তাদের মধ্যে ১৬ দশমিক ৮০ শতাংশই পেশা হিসেবে রিক্সাচালনাকে বেছে নেয়। আর ১৪ দশমিক ৩৬ শতাংশ তৈরি পোশাককর্মী। তবে ছোট ব্যবসায় জড়িত ১৫ দশমিক ৭১ শতাংশ বস্তিবাসী। আর বস্তিবাসীর খাওয়ার পানির প্রধান উৎস হলো নলকূপ। ৫২ শতাংশ পরিবার নলকূপের পানি পান করে। আর ৪৫ শতাংশ পরিবার ট্যাপ বা সরবরাহ করা পানি পান করে।

তবে পৌরসভা এলাকায় প্রায় ৮৭ শতাংশ পরিবার খাওয়ার পনি নলকূপ থেকে ওঠায়। বস্তির মাত্র এক-চতুর্থাংশ পায়খানা স্যানেটারি সুবিধাসম্পন্ন। ৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ পায়খানা ঝুলন্ত বা কাঁচা। তবে বিদ্যুৎ-সুবিধায় বেশ উন্নতি হয়েছে।[৩৬] গ্যাসে রান্নার সুযোগ পায় ৩৪ শতাংশ। সম্পদ হিসেবে ৪৮ শতাংশের টেলিভিশন, ৪৮ শতাংশের মোবাইল এবং ফ্রিজ রয়েছে ৭ শতাংশ মানুষের। এসব মানুষের ৫১ শতাংশ গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে এসে বস্তিতে বাস করছে। দারিদ্র্যের কারণে বস্তিতে এসেছে ২৯ শতাংশ মানুষ। তবে বস্তিবাসীর শিক্ষার হার কিছুটা বেড়েছে। সাত বছরের উর্ধ্বে ৩৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত[৩৭]। এসব মানুষের একসময় ঘর-বাড়ি সবই ছিল। নদীভাঙ্গন সহ নানা কারণে এরা ছিন্নমূল হয়ে গেছে[৩৮]।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ বৃদ্ধির মূল কারণ হলো, বস্তিতে জন্মানো জনগোষ্ঠীর সন্তানগণ জন্ম থেকেই ছিন্নমূল।

---

35 . প্রাগুক্ত

36 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বস্তিশুমারি ২০১৪, প্রথম আলো ৩০ জুন ২০১৫, মঙ্গলবার

37 . প্রাগুক্ত

38. সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, যুগান্তর, দি ডেইলি স্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০১৫,

Dhaka University Institutional Repository

এরা পর্যায়ক্রমে বংশবিস্তার করতে থাকে। কিন্তু নিজস্ব জমি ও সম্পদ না থাকার কারণে এরা ছিন্নমূল থেকে যায়। আর এ কারণেই বস্তিতে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বস্তিবাসীর একটি কেস স্ট্যাডি তুলে ধরা হলো–

কেস স্ট্যাডি-১

চিত্র গ্রহণ: বরিশাল সদরঘাট সংলগ্ন, ১০নং ওয়ার্ড, বরিশাল কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উত্তর পার্শে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-০৫/১২/২০১৯

নাম, শাহনারা, স্বামী, মৃত মো: নেছার উদ্দিন, ২ ছেলে ১ মেয়ে, মেয়ে বিবাহিত, ১ ছেলে বিবাহিত, অন্য ছেলে অবিবাহিত, মেয়ের স্বামী দিনমজুর, বড় ছেলে রাজমিস্ত্রি, ছোট ছেলে বেকার, স্বামী মরে যাওয়ার পর ৩ সন্তানকে নিয়ে শাহনুর অন্যের বাসায় কাজ করে বরিশাল মহানগরীর ১০ নং ওয়ার্ডের নদীরপার সংলগ্ন বস্তিতে অসহায় হয়ে দিনাতিপাত করছেন। শাহনুরের বক্তব্য মতে ঐ বস্তিতে বসবাস করেন প্রায় ৪ শত পরিবার, প্রতি পরিবারে গড়ে ৫ জন করে সদস্য ধরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২ হাজার, যাদের সকলেই ছিন্নমূল।

Dhaka University Institutional Repository

৩। পূর্বপুরুষ ছিন্নমূল থাকা ঃ

নদীভাঙ্গন ও বস্তিবাসীর আলোচনা করার পর, পূর্বপুরুষগণ ছিন্নমূল থাকার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বাংলাদেশে ছিন্নমূল বৃদ্ধি পওয়ার যতগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে এটিও একটি। বাংলাদেশে ছিন্নমূল লোকজন তাদের নিজেদের চেষ্টায় খুব সহজে সম্পদশালী হতে পারে না। পাশাপাশি ছিন্নমূল সংখ্যা বেশি হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করা সত্ত্বেও সংখ্যাটি দ্রুত কমছে না। ছিন্নমূলের সংখ্যা কমছে ধীর গতিতে অথচ ছিন্নমূল মানুষের সন্তান বৃদ্ধি পাচ্ছে তুলনামূলক হারে বেশি। সেই জন্য ছিন্নমূলের সংখ্যা গড়ে বেড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে একটি কেস স্ট্যাডি তুলে ধরা হলো−

কেস স্ট্যাডি -১

ভোলা, বোরহান উদ্দিনের উদয়পুর গ্রামের ফকির বাড়ির রাস্তার পুকুর পাড়ের ঝুপরিতে বসবাসরত পরিবারের চিত্র এটা। তারিখ-০২-০৫-২০১৯

নাম ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

পিতার নাম ঃ মোঃ নুরুজ্জামান

Dhaka University Institutional Repository

মাতার নাম	ঃ	আনোয়ারা বেগম
পূর্ব ঠিকানা	ঃ	দক্ষিণ আইচা, চরফ্যাশন, ভোলা।
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	উদয়পুর, পক্ষিয়া, বোরহানউদ্দিন, ভোলা।
বৈবাহিক অবস্থা	ঃ	বিবাহিত
সন্তান	ঃ	১ মেয়ে ২ ছেলে
কর্ম	ঃ	রডমিস্ত্রি
সম্পদ	ঃ	কোনো সম্পদ নেই।

ছোট বেলায় বাবা ১ বড় বোন, মা এবং তাকে রেখে চলে যাওয়ায় তার মা অসহায় হয়ে অন্যের ঘরে বসবাস করতে শুরু করেন। বাবা খবর না রাখায় মা সন্তানদেরকে লেখা-পড়া করাতে পারেননি। অন্যের সহযোগিতায় বোনের বিবাহ হয়েছে। জাহাঙ্গীর ছোট বেলায় কর্মে নিয়োজিত হন। তার শ্বশুরও অন্যের জমিতে বসবাস করে। ছোট বেলায় বাবা ফেলে চলে যাওয়ায় এবং মায়ের কে নো সম্পদ না থাকায় অন্যের ঘরে বসবাস করতেছে।

নিজের এবং শ্বশুরের কোন জমি বা সম্পদ না থাকায় জাহাঙ্গীর আলমকেও অন্যের জমিতেই বসবাসের ঘর নির্মাণ করতে হয়েছে। জাহাঙ্গীর আলমের যে ঘরটি দেখা যাচ্ছে তা মানুষ চলাচলের রাস্তা এবং পুকুরের পাড়ে ৬ হাত বাই ১০ হাত জায়গার মধ্যে ছোট একটি ঝুপরিঘর করে তার ৩ সন্তানসহ মোট ৫ জন বসবাস করে। যেকোনো সময় জমির মালিক সেখান থেকে উঠে যেতে বললে কোথায় যাবেন তা জাহাঙ্গীর আলমের জানা নেই। তার বাবা-মা ছিন্নমূল হওয়ার কারণে সে আজ পর্যন্ত ছিন্নমূলই থেকে গেছে। তাই বলা যায়, পূর্বপুরুষগণ ছিন্নমূল থাকলে তাদের অধিকাংশ সন্তানগণও ছিন্নমূলই থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। ভেড়িবাঁধে বসবাসরত পরিবারে জন্মানো ঃ

নদীভাঙ্গন, বস্তিবাসী ও পূর্বপুরুষগণ ছিন্নমূল থাকার বিষয়টি আলোচনা করার পর, ভেড়িবাঁধে বসবাসরত পরিবারে জন্মানোর বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চল নদীমাতৃক সেখানে বন্যা ও জোয়ারের পানি ঠেকাতে ভেড়িবাঁধ তৈরি করা হয়। নদীভাঙ্গনের ফলে অনেক পরিবার সর্বহারা হয়ে ভেড়িবাঁধের ঢালে বসতি স্থাপন করে। যেহেতু নদীভাঙ্গার কারণে ঐ পরিবারের কোনো জমি নেই, সেহেতু তাদের ঘরে যে সন্তান জন্ম নেয় তারাও জন্মসূত্রে ছিন্নমূল। যদিও কিছু সংখ্যক সন্তান সময়ের ব্যবধানে জমির মালিক হয়। তথাপিও অধিক সংখ্যক ছিন্নমূলই থেকে যায়।

এভাবেই পর্যায়ক্রমে ছিন্নমূলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখা যায় যে, ভেড়িবাঁধে বসবাসরত প্রতিটা পরিবারের অনেক সংখ্যক সন্তান। যারা অনেক মৌলিক সুবিধা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জানা গেল, অনেক পরিবার ১-১১ বার পর্যন্ত নদীভাঙ্গনের কবলে পড়েছেন। তাই তারা কোনোভাবেই পুনরায় জমি ক্রয় করতে পারেননি।

ছিন্নমূলের তথ্য সংগ্রহ করতে ভোলা, বোরহান উদ্দিনের হাকিমুদ্দিন এলাকায় মেঘনা নদীর তীরে গিয়ে দেখা গেল, বন্যার পানি ঠেকাতে তৈরি করা হয়েছে ভেড়িবাঁধ, যে বাঁধ তৈরি করা হলো পানি ঠেকাতে, সে বাঁধের ঢালে ঝুপরিঘর তৈরি করে বসবাস করে হাজার হাজার মানুষ। এ চিত্র বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে তুলনামূলক বেশি। তার মধ্যে ভোলা জেলা অন্যতম। কারণ ভোলা জেলার চতুর্দিক নদীবেষ্টিত। যার কারণেই ভোলা জেলা বাংলাদেশের দ্বীপ এবং বড়দ্বীপ। নদীর পানি ঠেকাতে যে ভেড়িবাঁধ তৈরি করা হয় আর সে বাঁধকেই ছিন্নমূল মানুষরা তাদের বসবাসের স্থান

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে গড়ে তুলে। যেহেতু ভোলার চারদিক নদী এবং উল্লেখযোগ্য অংশ মেঘনা নদীতে বেষ্টিত, যে নদী অধিক স্রোত এবং বর্ষায় ব্যাপক পানি বৃদ্ধি হয়, তাই এর চারদিকে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বাঁধে ছিন্নমূল লোকজন ছোট ছোট ঘর তৈরি করে বসবাস করে। নিম্নে এ বিষয়ে দুটি কেস স্ট্যাডি তুলে ধরা হলো–

কেস স্ট্যাডি-১

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার হাকিম উদ্দিন বাজারের মেঘনা নদীর তীরে নির্মিত ভেড়িবাঁধের উপরে অবস্থিত বসতি।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সাক্ষাৎ মিলে অনেকের সাথে, তার মধ্যে মোঃ আলী আকবর নামের ব্যক্তি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

নাম	ঃ	মোঃ আলি আকবর
পিতা	ঃ	সেরাজল হক
মাতা	ঃ	ছালমা
বয়স	ঃ	৭৫ বছর
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	গ্রামঃ দালালপুর, পোঃ হাকিম উদ্দিন বাজার উপজেলাঃ বোরহান উদ্দিন, জেলাঃ ভোলা।
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	ঃ	১১ জন (৩ ছেলে, ৬ মেয়ে, পিতা-মাতা-২)

Dhaka University Institutional Repository

৩ ছেলের ১ জন বিবাহ্ করেছেন। বাকি ২ জন এখনো অবিবাহিত। মেয়ে ৬ জনকে বিবাহ দিয়েছেন। তারপরও বর্তমান সদস্য সংখ্যা পিতা-মাতা-২, ছেলে ৩, ১ ছেলে-বৌ সহ ৬ জন। তার পূর্ব ঠিকানা ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার মলমচড়া ইউনিয়ন। ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোঃ আলি আকবরকে মেঘনা নদী ৭ বার ভেঙ্গেছে। মেঘনা নদী সাত বার ভাঙ্গার কারণে সে আর জমি ক্রয় করতে পারেনি। অসহায় হয়ে সে এখন ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার টবগী ইউনিয়নের মেঘনা সংলগ্ন ভেড়িবাঁধে ছোট একটি ঘর তৈরি করে ৬ জনের বৃহৎ একটি পরিবার বসবাস করছে। তার সাথে সাক্ষাতে যখন কথা বলা হচ্ছিল তখন অনেকেই এসে উপস্থিত হন। যারা তার তোই ভেড়িবাঁধে থাকেন।

আলী আকবরের সাথে আলাপকালে জানতে পারি তার সকল জমি নদীতে নিয়ে গেছে। অন্য স্থানে ক্রয় করার মতো টাকা না থাকায় ভেড়িবাঁধে থাকতে হচ্ছে। তাও আবার বিনামূল্যে নয়, ভেড়িবাঁধ দেওয়া হয়েছে যার জমির উপর দিয়ে তার অনুমতি এবং টাকা বিনিময়ের মাধ্যমে। নদী ভাঙ্গার কারনে আলী আকবরের মতো যাদের কোনো জমি নেই এরকম হাজার হাজার পরিবার বেড়িবাঁধে ঘর তৈরি করে জীবন যাপন করছে।

ভেড়িবাঁধের দৃশ্যটিও অনেক করুণ। যেখানে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের সচ্ছলতা তৈরি হওয়ার কথা সেখানে ছোট্ট একটি ঘরে ৪ থেকে ৮ জন সদস্য বসবাস করে এবং রাতে ঘুমায় মাটিতে বিছানা বিছিয়ে। নেই ঘড়ে উল্লেখযোগ্য আসবাবপত্র, নেই বাড়তি স্থান, ঘুমাবার সময় বিছানা বিছিয়ে ঘুমানোর পর ঘুম থেকে জেগে বিছানা উঠিয়ে ফেলতে হয়। কত কষ্টে ওরা বসবাস করে তা বুঝা যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তাদের কাছে যাওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় দেখা গেল, ভেড়িবাঁধে থাকা পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাদের সন্তানগণও ছিন্নমূলই থেকে গেল।

কেস স্ট্যাডি-২

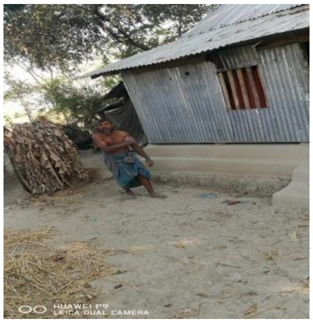

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার শৈলা নগরীর পাশে অবস্থিত ভেড়ির ঢালে বসবাসরত পরিবার। সাক্ষাৎকারের তারিখ, ১৪/০২/২০১৯

নাম ঃ মোঃ খোকন মিয়া

পিতা ঃ মৃত মোঃ আলি আহমদ

মাতা ঃ মরিয়ম বেগম

বয়স ঃ ৪৭ বছর,পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন (২ ছেলে, ৪ মেয়ে, স্বামী ও স্ত্রী, ২ মেয়ে বিবাহিত, ২ জন অবিবাহিত।)

বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম : শৌলা, ইউনিয়ন : কালাইয়া, উপজেলা : বাউপল, জেলা : পটুয়াখালী

মোবাইল ঃ ০১৭৯০২৭০৪৮৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব ঠিকানা ঃ গ্রাম : কেশবপুর, ইউনিয়ন : মমিনপুর, উপজেলা : বাউফল, জেলা : পটুয়াখালী।

নিজস্ব জমির পরিমাণ ঃ কোনো জমি নেই (ছিন্নমূল)।

অন্যান্য সম্পদ ঃ অন্যকোনো সম্পদ নেই।

আয় ঃ দৈনিক বা মাসিক নির্দিষ্ট কোনো আয় নেই। যখন যা করতে পারে।

বসবাসের স্থান ঃ নদীর পানি বেঁধে রাখার জন্য উঁচু বাঁধের ঢালে (ভেড়িবাঁধে)।

বসবাসের স্থানের মালিকানা ঃ ভেড়ির ঢালে বসবাসের স্থানটি অন্যের, তবে মূল্য ব্যতীত তাকে থাকতে দিয়েছেন।

বসবাসের অসুবিধা ঃ বর্ষার ভরা মৌসুমে পানি যখন বেড়ে যায় তখন তাদের ঘরের চতুর্পার্শ্ব পানিতে ভরে যায়। তারপরেও থাকতে হচ্ছে। কারণ থাকার অন্য কোন স্থান নেই।

চিত্রে দেখানো ছোট একটি ঘরে বহু সংখ্যক লোক কীভাবে থাকেন এ বিষয়ে ঘরের মালিকের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, এভাবেই কষ্ট করে থাকি। পূর্ব ঠিকানার ঐ বাড়িতে কোনো সম্পদ ভাগে পাইনি। এখানেও নেই। তাই কোনোমতে জীবন বাঁচাই। উপরের আলোচনায় দেখা গেল, ভেড়িবাঁধে থাকা পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাদের সন্তানগণও ছিন্নমূলই থেকে গেল। এভাবেই ছিন্নমূলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এবং হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নদীতে ভাসমান নৌকায় থাকা পরিবারে জন্মানো ঃ

নদীভাঙ্গন, বস্তিবাসী, পূর্বপুরুষ ছিন্নমূল থাকা ও ভেড়িবাঁধে বসবাসরত পরিবারে জন্মানোর বিষয়টি আলোচনা করার পর, নদীতে ভাসমান নৌকায় থাকা পরিবারে জন্মানোর বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

নদীতে, খালে, ঝিলে, বিলে নৌকায় ভাসমান হয়ে অনেক লোক বসবাস করে থাকে। নৌকায় তাদের সন্তান জন্ম নেয়, নৌকায় বড় হয়। যেহেতু নৌকাই তার সব তাই সে সন্তান জন্ম থেকেই ছিন্নমূল। যারা নৌকায় করে মাছ ধরে এবং নৌকায় ঘুমায়। তাদের ঘর-বাড়ি সবই নৌকায়, তাহলে তাদের সন্তানগণ জমির মালিক হবেন কী করে। তা থেকে কিছু সংখ্যক জমির মালি হতে পারলেও অনেক সংখ্যক ছিন্নমূলই থেকে যায়। নদীতে ভাসমান নৌকায় থাকা পরিবারের একটি কেস স্ট্যাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

কেস স্ট্যাডি-১

চিত্র-১

চিত্র-২

ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার হাকিম উদ্দিন বাজারের মেঘনা নদীসংলগ্ন খালে ভাসমান নৌকায় বসবাসরত ছিন্নমূল।

চিত্রে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তারা বাড়ি থেকে গিয়ে নৌকায় মাছ ধরছে এমনটা নয়। তারা সবসময় নৌকায়ই থাকে। সেখানে খায়, ঘুমায়, গোসল করে, আনন্দ-উৎসব করে এমনকি সেখানেই তাদের বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছু হয়ে থাকে। নদীতে নৌকায় বাসমান ছিন্নমূল খুঁজতে গিয়ে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার টবগী-হাসান নগর ইউনিয়নদ্বয়ের সীমানায় হাকিমুদ্দিন বাজার সংলগ্ন মেঘনা নদীর তীরে নৌকায় ভাসমানরত মোঃ জয়নালের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তার থেকে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

নাম	ঃ	মোঃ জয়নাল
পিতা	ঃ	আঃ কুদ্দস
মাতা	ঃ	কদরজান বিবি
বয়স	ঃ	২২ বছর
গ্রাম	ঃ	হাসান নগর ৫নং ওয়ার্ড
উপজেলা	ঃ	বারহান উদ্দিন
জেলা	ঃ	ভোলা। (এ ঠিকানা নদী ভাঙ্গার পূর্বে ছিল। বর্তমানে তাদের ঠিকানা হলো নদী)
কর্ম	ঃ	নৌকায় বর্শি দিয়ে মাছ ধরা
নৌকার সদস্য	ঃ	৭ জন (ভাই-১, বোন-৪, পিতা-মাতা-২),

৪ বোন বিবাহিত, তাদের স্বামীগণও নৌকায় করে মাছ ধরেন।

জয়নালের সাথে কথা বলে জানা যায় এখন থেকে ১০ বছর পূর্বে মেঘনা নদী তাদের জমি, ঘর-বাড়ি সব ভেঙ্গে নিয়ে যায়। তাদের জমা টাকা এবং অন্য স্থানে জমি না থাকায় তারা নৌকা তৈরি করে নদীতে মাছ ধরে এবং রাতের বেলাও তারা সে নৌকায় ঘুমায়। দিন-রাত সবসময় তাদের ঠিকানা হলো নৌকা। এ গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারে এটি আরো একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতা যে, দিন-রাত, শীত-গরম, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস সবসময় তারা নৌকায় জীবনযাপন করে। তাদের বিবাহ-শাদি, ঈদ-চাঁদ, আদর-আপ্যায়ন সকল উৎসব উদ্‌যাপন করতে হয় ঐ নৌকায়। এটা ধনী এবং সম্পদশালীরা কখনো চিন্তাও করেতে পারে না। জয়নালের সাথে কথা বলে জানা গেল তাদের সাথে একই স্থানে প্রায় ১৭৫টি নৌকা রয়েছে। প্রত্যেকটি নৌকার সদস্য সংখ্যা গড়ে ৪ জন করে (৪×১৭৫ = ৭০০) মোট ৭০০ জন ওখানেই রয়েছে।

এভাবে দেশের অন্য এলাকায়ও নৌকায় ভাসমান অনেক সংখ্যক লোক রয়েছে। জয়নালের সাথে সাক্ষাতের সময় আরো জানা যায় যে, তারা এ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি কোনো সহায়তা পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়, কারণ তারা থাকে নদীতে, সেখানে তো কেহ যায় না এবং তাদের সাথে মিশেও না। তাই তারা সকল ধরনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত। এভাবেই ছিন্নমূলরা ছিন্নমূল থেকে যায়, সেই সাথে তাদের সন্তানগণও তাদের সাথে যোগ হয়। আর এভাবেই ছিন্নমূল সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৬। সম্পদ বিক্রয় করে নিঃস্ব হওয়া ঃ

এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের পূর্বে অনেক সম্পদ ছিল। কিন্তু বিক্রয় করতে করতে একটা সময় তাদের বসবাসের জমিটুকুও থাকে না। অনেক কারণেই মানুষ জমি বিক্রয় করে থাকে। কখনো ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বিক্রয় করা হয়। কখনো সন্তান প্রবাসে পাঠানোর জন্য জমি বিক্রয় করা হয়। কখনো জুয়া খেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বিক্রয় করে থাকে। আবার কখনো ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলধন সংগ্রহের জন্য জমি বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও অনেক কারণেই জমি বিক্রয়

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে। বিক্রয় করার ফলে একটা সময় দেখা যায় তার বসবাসের জমি থাকে না। তখন সে হয়ে যায় ছিন্নমূল।

৭। দেশান্তরিত হয়ে শরণার্থী হওয়া ঃ

যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম সংক্রান্ত কারণে ব্যক্তিগত, পরিবারিক বা অঞ্চলসহ বিশাল সংখ্যক লোক যেকোনো দেশ থেকে বিতাড়িত বা উচ্ছেদ হয়ে অন্য অঞ্চল বা দেশে গিয়ে শরণার্থী হয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশেও এরকম বহু শরণার্থী রয়েছে। বিশেষ করে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গাগণ বাংলাদেশে সাময়িক সময়ের জন্য বড় সংখ্যক শরণার্থী।

মিয়ানমার দেশের আরাকান রাজ্যের মানুষরা রাজনৈতি ও ধর্মীয় কারণে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর উগ্রবাদীদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ৯ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশ, লাগোয়া সীমানা এবং ধর্মীয় মিল থাকার কারণে তারা অন্য দেশে না গিয়ে বাংলাদেশেই প্রবেশ করে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মানবিক বিবেচনায় প্রথমে উখিয়ায়, টেকনাফে তাদের থাকার জন্য অনেক সংখ্যক অস্থায়ী রোহিঙ্গা ক্যাম্প তৈরি করে দেন।

পরবর্তীতে ২০২০-২০২১ সালে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ভাসানচরে স্থানান্তরিত করে পুনর্বাসন করেন।[৩৯]রোহিঙ্গাদেরকে ঐতিহাসিকভাবে আরাকানী ভারতীয় বলা হয়ে থাকে। রোহিঙ্গা হলো পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি রাষ্ট্রহীন ইন্দো-আরিয়ান জনগোষ্ঠী। ২০১৬-১৭ সালে মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের পূর্বে আনুমানিক ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা মায়ানমারে বসবাস করত। অধিকাংশ রোহিঙ্গা

---

[39] .সমাজসেবা অধিদপ্তরের রোহিঙ্গা জরিপ প্রতিবেদন, ১০ নভেম্বর ২০১৭

ইসলাম ধর্মের অনুসারী যদিও কিছু সংখ্যক হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীও রয়েছে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের বিশ্বের অন্যতম নিগৃহীত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪০] ১৯৮২ সালের বার্মিজ নাগরিকত্ব আইন অনুসারে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্য মতে, ১৯৮২ সালের আইনে রোহিঙ্গাদের জাতীয়তা অর্জনের সম্ভাবনা কার্যকরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ৪২ শতাব্দী পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও বার্মার আইন এই সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে তাদের জাতীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করছে। এছাড়াও তাদের আন্দোলনের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গারা ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২, ২০১২, ২০১৫ ও ১২০১৬-২০১৭ সালে সামরিক নির্যাতন এবং দমনের সম্মুখীন হয়েছে।[৪১] জাতিসংঘ ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো দমন ও নির্যাতনকে জাতিগত নির্মূলতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। যেখানে গণহত্যার মতো অপরাধের তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত মায়ানমারের বিশেষ তদন্তকারী ইয়ংহি লি. বিশ্বাস বলেন, মায়ানমার পুরোপুরি তাদের দেশ থেকে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করতে চায়। ২০০৮ সালের সংবিধান অনুসারে, মায়ানমারের সেনাবাহিনী এখনো সরকারের অধিকাংশ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সেনাবাহিনীর জন্য সংসদে ২৫% আসন বরাদ্দ রয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রোহিঙ্গারা বলে আসছেন তারা পশ্চিম মায়ানমারে

40 . উইকিপিডিয়া, সর্বশেষ হালনাগাদ-২০ নভেম্বর ২০১৮

41 .উইকিপিডিয়া, সর্বশেষ হালনাগাদ-২০ নভেম্বর ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

অনেক আগে থেকে বসবাস করে আসছেন। তাদের বংশধারা প্রাক-উপনিবেশিক ও উপনিবেশিক আমল থেকে আরাকানের বাসিন্দা ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্যাতন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোহিঙ্গারা আইনপ্রণেতা ও সংসদ সদস্য হিসেবে মায়ানমারের সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পূর্বে যদিও ময়ানমার রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করত কিন্তু হঠাৎই মায়ানমারের সরকারি মনোভাব বদলে যায় এবং রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ময়ানমার সরকারের অফিসিয়াল মন্তব্য হলো তারা জাতীয় জনগোষ্ঠী নয় বরং তারা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী [৪২]।

মায়ানমারের সরকার তখন থেকে ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করে তাদের বাঙালি বলে সম্বোধন করে। রোহিঙ্গাদের অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে আরাকান রোহিঙ্গা জাতীয় সংস্থা তাদেরকে মায়ানমারের মধ্যে জাতিসত্তার পরিচয় দেওয়ার দাবি করে আসছে। জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে রোহিঙ্গারা মায়ানমারের ভিতরে অতি জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধদের দ্বারা ঘৃণা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছে। একই সাথে মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যা, অবৈধ গ্রেফতার, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং অপব্যবহারের শিকার হওয়ার পাশাপাশি তাদের জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করেছেন।

২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলায় ১২ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হওয়ার পর মায়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্লিয়ারেন্স অপারেশন শুরু করে। এই অপারেশনে প্রায় ৩০০০ রোহিঙ্গা নিহত হন। অনেক রোহিঙ্গা আহত, নির্যাতন ও ধর্ষনের শিকার হন। তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়

---

[42] . উইকিপিডিয়া, সর্বশেষ হালনাগাদ-২০ নভেম্বর ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

এবং ৯ লক্ষ (মায়ানমারের রোহিঙ্গার ৯০%) এর বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।”[৪৩]

৮। সম্পদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হওয়া ঃ

বাংলাদেশে এরকম অনেক পরিবার রয়েছে যাদের পূর্বে অনেক জমি ছিল। কখনো প্রভাবশালীদের দ্বারা উচ্ছেদ হয়েছে, কখনো রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ হয়েছে, কখনো মামলা মেকদ্দমার মাধ্যমে উচ্ছেদ হয়েছে। মূলত উচ্ছেদ হওয়ার কারণ যাই হোক উচ্ছেদ হলেই সে মানুষগুলো ছিন্নমূল হয়ে যায়। এভাবে সম্পদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার একটি কেস স্ট্যাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

কেস স্ট্যাডি ঃ ১

চিত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে ভোলার বোরহান উদ্দিনের পক্ষিয়া ইউনিয়ন থেকে। চিত্রে থাকা ব্যক্তি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

---

43 . উইকিপিডিয়া, সর্বশেষ সম্পাদিত-২০ নভেম্বর ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

জমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ হয়ে অসহায় হওয়া ব্যক্তিদের খোঁজখবর নিতে গিয়ে সাক্ষাৎ হয় জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে। তার সাথে আলোচনাকালে জানা যায় পূর্বেকার হাওলাদার পরিবারের ছেলে এখন পথের ভিখারি। সেই সাথে জানা যায় তাদের পূর্বের অর্থনৈতি ও সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমনের অবস্থা। তার সাক্ষাৎকারটি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

নাম	ঃ	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
পিতার নাম	ঃ	বলু হোসেন
মাতার নাম	ঃ	জরিনা
সন্তান সংখ্যা	ঃ	২ মেয়ে ১ ছেলে।
ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: উদয়পুর, পো: দক্ষিণ জয়পুর উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের দাদা ছিলেন একজন হাওলাদার। যিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভোলার বোরহান উদ্দিনের পক্ষিয়া ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য একটি এলাকা হাওলা নেন। যার পরিমাণ কয়েক শত একর। এ কারণে তাকে হাওলাদার বলা হতো। কিন্তু জাহাঙ্গীর আলমের বাবা কিছু সম্পদ বিক্রয় করে বাকি সম্পদ রেখে মারা যান। জাহাঙ্গীর আলমের বাবা সম্পদকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে না পারায় পর্যায়ক্রমে তা অন্যদের দখলে চলে যায়। জাহাঙ্গীর আলম বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে নতুন করে সম্পদ ক্রয় করা অথবা আইনি সহায়তা নিয়ে পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পদ উদ্ধার করা কোনোটিই সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় সেই হাওলাদার পরিবার এখন বসবাসের জমিটুকু কোনোমতে রাখতে পারলেও দিনাতিপাত করেন ছিন্নমূল হয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। মানুষিক সমস্যাগ্রস্ত মায়ের সন্তান হওয়া ঃ

ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি কি, তা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, পাগল বা মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মায়ের সন্তান জন্ম হওয়াও একটি কারণ। অবশ্য এটি সুস্থ মানুষের বিবেকহীন হওয়ার একটি প্রমাণও বটে। মানসিক সমস্যাগ্রস্ত নারীগণও সুস্থ মানুষের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। মানসিক সমস্যা থাকার কারণে যে নারী তার নিজের খোঁজখবর রাখতে ও সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে না, সে নারী যদি ধর্ষিত হয় তখন তার অবস্থা কী আর হবে। সতর্ক না থাকার কারণে তখন সে গর্ভধারণ করে থাকে। কিন্তু যে মা নিজেই থাকে রাস্তায় বা পথে-ঘাটে, সে যখন সন্তান জন্ম দেন তখন সন্তান তো অবশ্যই ছিন্নমূল হবে। আর সেটাই হচ্ছে। এভাবেও কিছু সংখ্যক মানুষ ছিন্নমূল হয়ে মোট সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি কেস স্ট্যাডি তুলে ধরা হলো−

কেস স্ট্যাডি-১

ফেনিতে পাগলির কোলজুড়ে ফুটফুটে সন্তান (চিত্রটি নেট থেকে নেওয়া, ১৭ মার্চ ২০১৯ তারিখের হাজারিকা পত্রিকার রিপোর্ট)

Dhaka University Institutional Repository

২০১৯ সনের ৯ মার্চ তারিখে ফেনির দাগনভূঞায় ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী। মহিলাটি সন্তান প্রসব করলে স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের ১০৯ নম্বরে কল করে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল। সংবাদের আলোকে পুলিশ দাগনভূঞা পৌরসভার গণিপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় মানসিক ভারসাম্যহীন ঐ নারী ও নবজাতককে উদ্ধার করে।

তখনকার ফেনির সিভিল সার্জন ডাঃ হাসান শাহরিয়ার কবির ও হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ আবু তাহের দুজনেই মা ও নবজাতককে দেখতে গিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসকদেরকে মা ও ছেলের সর্বাত্মক চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দেন। পুলিশ মা ও ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করে স্বেচ্ছাসেবী সংগনের সহায়তায় চিকিৎসা দিয়েছিলেন।[৪৪] মানসিক ভারসাম্যহীন ঐ নারী যে সন্তানটি প্রসব করলেন সে সন্তানটি জন্ম থেকেই ছিন্নমূল। তার ইচ্ছা ছাড়াই সে ছিন্নমূলের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল। এভাবেই ছিন্নমূলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে।

১০। যাযাবর পরিবারে জন্ম হওয়া ঃ

যাযাবর হলো তরা– যারা দেশের বিভিন্ন পরিত্যক্ত স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে বসবাস করে এবং বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়, সিঙ্গা লাগানো, সাপের খেলা দেখানো ও পানিতে হারানো গহনা খুঁজে দেওয়ার মাধ্যমে আয়-রোজগার করে জীবন চালিয়ে থাকেন। যে সমাজে সচ্ছল ও সভ্য মানুষরা বসবাসের জন্য ভবন তৈরি করে সংযুক্ত বাথরুম সহকারে প্রত্যেকের জন্য একটি করে রুম নির্ধারণ করে থাকে। সেখানে যাযাবর পরিবাররা ঘরতো দূরের কথা যেখানে সেখানে ছোট্ট ক্যাম্প তৈরি করে সে ছোট্ট ক্যাম্পের মধ্যে ৬-৮ জনের একটি বড় পরিবার বসবাস করে।

[44]. হাজারিকা প্রতিদিন, ১৭ মার্চ ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, শীত-গরম যাই হোক না কেন, তারা তাদের সে ছোট্ট ক্যাম্পের মধ্যেই থাকতে হয়। এটা কত যে কষ্টকর তা ওখানে না থাকা কেউই বুঝবে না। এধরনের মানুষদেরকে নিয়ে একটি কেস স্ট্যাডি তৈরি করা হলো–

কেস স্ট্যাডি-১

চিত্র-১

চিত্র-২

চত্র-৩

বাগান বা মাঠে তাঁবু করে অবস্থানরত ছিন্নমূল, ভোলার বোরহান উদ্দিন থেকে চিত্রটি নেওয়া, কিন্তু তারা মুন্সিগঞ্জ জেলার অধিবাসী ।

উপরে ১, ২ ও ৩ নং চিত্রে যে ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে তা নেওয়া হয়েছে ভোলা জেলার, বোরহানউদ্দিন থানার, টবগী ইউনিয়নের, উদয়পুর রাস্তার মাথায় অবস্থানরত যাযাবরদের ক্যাম্প থেকে, ছবি নেওয়া হয়েছে ৯/৫/২০১৮ ইং তারিখে। তখন ১ নং ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

নাম ঃ মোঃ জহির হোসেন

পিতার নাম ঃ ছমির হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

মাতার নাম ঃ হাজেরা খাতুন

বয়স ঃ ৫০ বছর

গ্রাম ঃ হলুদিয়া

পো ঃ কাজির পাগলা

উপজেলা ঃ লৌহজং

জেলা ঃ মুন্সিগঞ্জ

আইডি নং ঃ ৫৯১৪৪৩৯৫৫৫৯২৮

মোবাইল নং ঃ ০১৭৩১০৯৪৭৫১

পেশা ঃ বাউদ্দা (ওদের ভাষায়) যারা মূলত হারানো অলংকার খুঁজে বের করে অর্থ উপার্জন এবং মহিলাগণ সিংগা লাগানো ও বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এটাকে ওদের ভাষায় বাউদ্দা বলা হয়।

পরিবারের সদস্য ঃ ৮ জন (পিতা-মাতা ২ জন, ছেলে ৪ জন, মেয়ে ২ জন) তার ঘর-বাড়ি জমি জমা কিছুই নেই। কখনো এখানে কখনো ওখানে ক্যাম্পে বসবাস করে বাউদ্দামি (বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়, সিঙ্গা লাগানো, সাপের খেলা দেখানো ও পানিতে হারানো গহনা খুঁজে দেওয়া)-এর মাধ্যমে আয়রোজগার করে থাকেন। উপরের চিত্রে যে ক্যাম্প দেখানো হয়েছে তা ৮ সদস্যের একটি ঘর।

এখানে বাবা-মা, বয়স্ক ছেলে-মেয়ে ও ছেলেবউ সবাই একত্রে বসবাস করেন। গবেষণার সাক্ষাৎকারে এ চিত্রটি অনেক বেদনার ও মর্মান্তিক মনে হলো। যেখানে সভ্য মানুষরা প্রত্যেকের জন্য একটি রুম ব্যবহার করে থাকে যা সংযুক্ত বাথরুম সহকারে, সেখানে অন্য একটি পরিবার ঘর তো দূরের কথা যেখানে সেখানে ক্যাম্প করে থাকা, তাও আবার ছোট্ট একটি ক্যাম্পে ৬-৮ জনের একটি পরিবার। এ চিত্র

বিবেকবান যেকোনো ব্যক্তিকে মানসিকভাবে আহত করবেই। মোঃ জহির হোসেন কাজ শুরু করেন বুঝ হওয়ার পর থেকেই। প্রতিদিন সক্ষম ব্যক্তিরা ৫ থেকে ৭ মাইল পথ পায়ে হেঁটে বিভিন্ন বাড়ি ঘুড়ে থাকেন কর্মের সন্ধানে। জহির হোসেনের সাথে আলাপকালে জানা গেল তিনি এযাবৎ সরকারি ও বেসরকারি কোনো সহযোগিতা পাননি।

নোয়াখালি থাকাকালে ২০১৭ সালে একবার সেনাবাহিনী কম্বল প্রদানকালে তাকেও ১ টি কম্বল প্রদান করেণ। এছাড়া অন্য কোনো সহযোগিতা তারা পাননি। জহির হোসেনের সাথে আলাপকালে আরো জানা গেল তাদের একজন গ্রুপ লিডার রয়েছে যাকে তাদের ভাষায় মাতাব্বর বলা হয়। তাদের ভালোমন্দ, বিচার সমাধান সকল বিষয় মাতাব্বরের নিকট চাওয়া হয়। জহির হোসেনের যে গ্রুপ ভোলায় এসেছেন সে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৫০০ জন। তাদের সকলের মাতাব্বরের নাম হলো মাছুম।

জহির হোসেনের মতো অন্যরাও বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করে থাকেন। ভোলা জেলার জেলা সদরে, দৌলতখানে, বাংলাবাজারে, লালমোহনে, চরফ্যাশনে এছাড়াও সুবিধামতো স্থানে ক্যাম্প করে থাকেন অনেক যাযাবর, জহির হোসেনের সাথে আলাপকালে জানা যায় তারা যে ক্যাম্প করে থাকেন, সেখানেও অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেও এ পর্যন্ত অনেক স্থানে বাধার মুখোমুখি হয়েছেন ।

তার সাথে কথা বলে আরও জানা যায় যে, তার সন্তানদের নিয়ে সে খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছে। কারণ তার কোনো সন্তানকেই সে পড়ালেখা করাতে পারেন নি। মোঃ জহির হোসেনের সাথে আলাপকালে আরো জানতে পারি তাদের মুন্সিগঞ্জে প্রায় ৭ হাজার যাযাবর রয়েছে, যারা এভাবেই সারাদেশে ঘুরে বেড়ায়। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, শীত-গরম যাই হোক না কেন তারা তাদের সে ছোট্ট ক্যাম্পের মধ্যেই থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এটা কত যে কষ্টকর তা ওখানে না থাকা কেউই বুঝবে না। তাদের বিষয়টা সরকারি ও বেসরকারি ভাবে বিবেচনায় এনে কোনো পথ খুজে বের করা খুবই প্রয়োজন বলে মোঃ জহির হোসেন দাবি করেন।

১১। পরিত্যক্ত ও পথশিশু ঃ

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি অন্যতম দেশ। আর এই উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুরা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত। এদেশের শিশুরা মৌলিক সামাজিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে সামাজিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বেড়ে উঠেছে। যা একটি দেশের ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। ইউনিসেফ (UNICEF) পরিচালিত তথ্য মতে, বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১০.৯৬ মিলিয়ন যার মধ্যে ৫.১৬ মিলিয়নই শিশু প্রতিবন্ধী।

UNICEF এর মতে, এদেশের উল্লেখযোগ্য পতিতা ও ছিন্নমূল শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ ৩০১ ধরনের কাজে নিয়োজিত। সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব মতে দেশের মোট শ্রমশক্তির ১২% ই শিশুশ্রমিক। শ্রমক্ষেত্রে শিশুরা শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দক্ষ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে পারছে না। যা একটি দেশ ও সামাজের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এছাড়া এসব ছিন্নমূল ও পরিত্যক্ত শিশুরা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ, যেমন– মাদকাসক্ত এবং পতিতাবৃত্তির মতো কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। সেই সাথে আরো কিছু চাহিদাও রয়েছে। যেমন– শিশুর জন্মের পূর্ব ও পরে চিকিৎসা ও সেবাযত্ন, সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান ও পরিধান, স্নেহ ও ভালোবাসা, লালন-পালন, যথাযথ চিত্তবিনোদন, চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষা, সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য পরিবেশ তৈরি ইত্যাদি [৪৫] বিষয়াদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি উক্ত চাহিদাগুলো পেলে তারা পথহারা হবে না। অন্যথায় তারা সমাজ ও দেশের জন্য বড়ধরনের হুমকি এবং ছিন্নমূলের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাবে। নিম্নে পথশিশুদের নিয়ে একটি কেস স্ট্যাডি দেওয়া হলো–

<u>কেস স্ট্যাডিঃ-১</u>

চিত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম সমাধিসৌধের মূল ফটক থেকে তোলা

ছবিতে উল্লিখিত কোলাকোলি করে ভিক্ষা করা শিশু ২টি ভাই ও বোন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম সমাধিসৌধের সামনে আসলে নজরে পরে তাদেরকে। তাদের এ অবস্থা দেখে কিছুসময় তাকিয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করি তাদের পরিচয়।

---

45 . মোঃ শহিদুল্যাহ, *শিশু,যুব ও প্রবীণ কল্যাণ*, (প্রকাশনী, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৯) পৃ. ৫

নাম	ঃ আকাশ
পিতার নাম	ঃ রফিকুল ইসলাম
মাতার নাম	ঃ জাহানারা
ঠিকানা	ঃ কামরাঙ্গির চর, লালবাগ, ঢাকা।

আকাশকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার কোলে থাকা এটা তোমার কী হয়? সে জবাব দেয়, এটা আমার বোন। তার নাম চাঁদনি। আকাশ লেখা-পড়া করেছে কিনা জানতে চাইলে সে বলে, লেখা-পড়া করেনি। যানতে চাইলাম, তোমার বোন লেখা-পড়া করে কিনা? বলে, সেও করে না। প্রতিদিন কত টাকা পাও? দুই থেকে তিনশত টাকা। দুপুরে কোথায় খাও? বাসা থেকে নিয়ে আসি। বাড়িতে কে কে আছে? মা এবং আমরা দুইজন। বাবা আমাদেরকে রেখে চলে গেছে, মা অন্যের বাসায় কাজ করে।

তাই পড়ালেখা করাতে পারিনি। মা কাজ করে যা পান তা এবং আমাদের ভিক্ষার টাকা একত্র করে কোনোমতে জীবনযাপন করি। থাকি কামরাঙ্গির চর বস্তিতে। গ্রামের বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে বলতে পারে না বলে জবাব দেয় আকাশ। তাকে জিজ্ঞসা করা হলো, বৃষ্টি পড়ছে, কেন এখানে বসে আছো? সে বলে, এখান থেকে উঠে গেলে কেউ টাকা দিবে না। তাই বৃষ্টিতে বসে আছি। আকাশ ও চাঁদনির মতো অনেক শিশুরাই এভাবে লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে ওলিতে-গলিতে, শহরে-গঞ্জে টোকাই, ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যের কাজ করার মধ্য দিয়ে অল্প বয়সেই সংসার পরিচালনার দায়ভার হাতে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক ও মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত ও অসহায় হয়ে জীবনযাপন করার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ পথশিশুরাই পূর্ণ বয়সে পৌঁছার আগে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আর পুনর্বাসন করা কিংবা সঠিক পথে আনা সম্ভব হয় না। সেজন্য সরকারি ও বেসকারি উদ্যোগের মাধ্যমে এ ধরনের পথশিশুদেরকে বিপথগামী হওয়ার পূর্বে সঠিক পথে নিয়ে আসার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তা না হলে ছিন্নমূল সংখ্যা কমার পরিবর্তে বেড়েই যাবে। নিম্নে পথশিশুদের নিয়ে আরো একটি কেস স্ট্যাডি দেওয়া হলো–

কেস স্ট্যাডি-২

চিত্র-১

চিত্র-২

১ ও ২ চিত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে ভোলা জেলার তেতুলিয়া নদীর তীরে নির্মিত পর্যটন কেন্দ্র থেকে, যেখানে অসহায় শিশুরা পরিত্যক্ত খাবার সংগ্রহ করে খাচ্ছে।

চিত্রের মধ্যে থেকে একটি শিশুর সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের বাস্তব অবস্থা।

নাম ঃ বাছেদ

পিতার নাম ঃ রাশেদ

মাতার নাম ঃ হাজেরা

Dhaka University Institutional Repository

ঠিকানা ঃ বাংলা বাজার, ভোলা সদর, ভোলা

জাতীয়তা ঃ বাংলাদেশি।

ধর্ম ঃ ইসলাম।

শিশুটির সাথে কথা বলে জানা যায়, পড়া-লেখা করানোর মতো সামর্থ্য নেই তার বাবা-মায়ের। বাবা অসুস্থ, মা কোনমতে বিভিন্ন কর্ম করে যা পান তা দিয়ে স্বামীর চিকিৎসা ও সংসার পরিচালনা করতেই সক্ষম হচ্ছেন না। এমতাবস্থায় সন্তানদের পড়া-লেখা করানো তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই ছেলেটিও এদিক সেদিক ঘুড়ে বেড়ায়। একটি শিক্ষা সফরে ঐ পর্যটন স্পটে ঘুড়তে গেলে দুপুরের খাবারের সময় হঠাৎ জড়ো হয় অনেকগুলো শিশু। যাদের প্রত্যেকের পরিচয় একই রকম।

নানাবিধ সমস্যার কারণে ওরা লেখা-পড়া, সুচিকিৎসা অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে খেলাধুলা এবং বিভিন্ন অসামাজিক অপরাধ করে বেড়ায়। যখনই কোনো পর্যটক এখানে ঘুড়তে আসেন তখন খাবারের সময় এই শিশুগুলো তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। খাবারের অবশিষ্ট অংশ বা খেতে না পারা অংশ তারা খুঁজে বা সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে।

তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রতি বছরের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যতগুলো বনভোজন পার্টি এখানে আসে তাদের সকলের কাছ থেকে অবশিষ্ট খাবার খুঁজে খাওয়াই হলো এদের বড় কাজ। তারা বলে যে, এই সময় খুব ভালো খেতে পারে। কিন্তু অন্য সময় তারা ভালো খাবার পায় না। অসহায়ত্বের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

কেউ চায়ের দোকানে, কেউ নদীতে, কেউ রাস্তার কাজে, কেউ পরিবহনে হেলপারি করে। এভাবেই তাদের জীবন চলে থাকে।

১২। দুঃস্থ ও অসহায় নারী ঃ

বাংলাদেশে তালাকপ্রাপ্তা, দুঃস্থ ও ছিন্নমূল মহিলাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অনির্ভরশীল ও দুঃস্থ মহিলার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বৃদ্ধ বয়সে পুরুষ বৃদ্ধের তুলনায় মহিলা বৃদ্ধা অধিক অসহায়। তারা পুষ্টিহীনতা, চিকিৎসাহীনতা এবং সামাজিক মর্যদাহীনতায় ভোগে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়ে অসহনীয় করে তোলে, যার সবচেয়ে করুণ শিকার হলো নারীরা। তাছাড়া নারীরা নির্যাতিত ও পাচারের শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। এসব নারীরাই মূলত সামাজিক প্রতিবন্ধী, কেননা তারা এসব প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার শিকার হয়ে স্বাভাবিক ও সুস্থ সুন্দর জীবন-যাপনে অক্ষম।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সামাজিক প্রতিবন্ধীরাও সমাজে স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে পারে না এবং সমাজের অপরাপর অংশ তাদেরকে খুবই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। ফলে নিজেদের এবং সমাজের উন্নয়নে তারা ভূমিকা পালন করতে পারে না। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের অনেকগুল কারন রয়েছে, যেমন– দৈহিক কারণ, মানসিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ, সামাজিক কারণ, সাংস্কৃতিক কারণসহ নানা কারণে নারীগণ তালাকপ্রাপ্তা হন। তালাক পাওয়ার কারণ যাই থাকুক তালাক হওয়ার পর একজন নারী অনেক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, যেমন– নিরাপত্তার অভাব, নির্যাতন ও নিপীড়ন, মর্যাদা হ্রাস, হতাশা ও একাকিত্ব, দরিদ্রতা ও পরনির্ভরশীলতা, পতিতাবৃত্তি, কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, ভিক্ষাবৃত্তি, সন্তান লালনপালনে সমস্যা,

Dhaka University Institutional Repository

পুনঃবিবাহ সমস্যা [৪৬] ইত্যাদি । অসহায় নারীদের অবস্থা জানতে গিয়ে সাক্ষাৎ হয় নিচের চিত্রে থাকা শাহিদা বেগমের সাথে। নিম্নে তার সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো–

কেস স্ট্যাডি-১

নাম	ঃ শাহিদা বেগম
পিতার নাম	ঃ মোঃ নুরুজ্জামান
মাতা	ঃ আনোয়ারা
স্বামী	ঃ মোঃ বিল্লাল হোসাইন
ঠিকানা (পূর্ব ঠিকানা)	ঃ গ্রামঃ দক্ষিণ আইচা, চরফ্যাশন, ভোলা।
বর্তমান ঠিকানা	ঃ গ্রামঃ উদয়পুর, পক্ষিয়া, বোরহান উদ্দিন, ভোলা।
সন্তান	ঃ ৪ মেয়ে, ২ মেয়ে বিবাহিতা, ২ মেয়ে অবিবাহিতা।
বৈবাহিক অবস্থা	ঃ স্বামী পরিত্যক্তা।

46 . মোঃ শহিদুল্যাহ, নারী ও পরিবার কল্যাণ (প্র. গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৯), পৃ. ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ হয়ার পর ধারাবাহিকভাবে ৪টি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। প্রথম স্ত্রী সাহিদাকে না জানিয়ে স্বামী বিল্লাল ২য় বিবাহ করে। বর্তমানে স্বামী ২য় স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। প্রথম স্ত্রী শাহিদার কোন্ খবরই রাখেন না। শাহিদার বাবাও তার মাকে রেখে চলে যান। শাহিদার নানা বাড়ি নদীতে ভেঙ্গে যাওয়ায় তার মামারাও অসহায় হয়ে অন্যত্র অসহায় জীবন কাটান। এমতাবস্থায় শাহিদা ও তার ছোট ভাইকে নিয়ে শাহিদার মা ভোলার বোরহান উদ্দিনের উদয়পুরে একটি বাড়িতে ঘর পাহাড়াদার হিসেবে বসবাস করছে। ঘরের আসল মালিক ঢাকায় বসবাস করায় ঐ ঘরটিতেই শাহিদার মা তাদেরকে নিয়ে বছরের পর বছর বসবাস করছেন। শাহিদার স্বামীরও নিজস্ব কোনো জমি নেই। তাই অসহায় হয়ে সে বর্তমানে অবস্থানরত অন্যের ঘরে পাহাড়াদার হিসেবে বসবাস করছেন।

শাহিদার স্বামী খবর না রাখায় শাহিদা রাস্তায় এবং অন্যের ঘরে কাজ করে যা উপার্জন করেন তা দিয়েই ৪ সন্তানের লালনপালন এবং ২ মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করেন। ১ম মেয়ের স্বামীর নিজেস্ব কোনো জমি নেই। সে ভাড়া বাসায় বসবাস করে। ২য় মেয়ের স্বামীর সামান্য কিছু জমি রয়েছে। বর্তমানে শাহিদা ২ মেয়ে নিয়ে অসহায় জীবনযাপন করছে। এখানে একটি পরিবারে কত সংখ্যক ছিন্নমূল পাওয়া গেল। তাদের পরবর্তী বংশধররাও ছিন্নমূল হিসেবেই বেড়ে উঠছে।

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় নারীদের নিয়ে আরো একটি কেস স্ট্যাডি দেওয়া হলো–

কেস স্ট্যাডি-২

চিত্র-১

চিত্র-২

ঢাকা শহরের সদরঘাট এলাকায় টার্মিনালের ভিতরে, বাইরে ও সিঁড়িতে শুয়ে থাকা অসহায় নারী।

ছবিতে শুয়ে থাকা নারীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। কারণ তারা সারারাত ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে খাবার সংগ্রহ করে রাতের শেষভাগে এসে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থান এমনকি স্থায়ী বাসস্থানও বটে সদরঘাটের টার্মিনালে মন খুলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কথা বলতে পারলেও হয়তো এটাই জানা যেতে যে, সে অথবা তাদের পূর্বপুরুষ বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসেছেন। হয়তো এখানেই জন্ম, এখানেই বেড়ে ওঠা। একজন মানুষের সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রাস্তা ও টার্মিনালটি বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এখানে বিবাহ-শাদি, সন্তান জন্মগ্রহণ, সন্তান লালন-পালন আবার এখানেই সন্তানদের বিবাহ-শাদি হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায়ই তাদের বংশবিস্তার এবং জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। আর এভাবেই বেড়ে চলেছে বাংলাদেশের ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. হিজরা সম্প্রদায় ঃ

হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা থেকে এরা বঞ্চিত।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপমতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার[৪৭]। অধিকাংশ হিজড়াগণ তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিজড়া সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে বসবাস করে। তাদের আয়ের প্রধান উৎস হলো, বাজার, দোকান, লোকালয় ইত্যাদি স্থানে মানুষের নিকট থেকে দান গ্রহণ করা। কখনো কখনো স্বেচ্ছায় কেউ দান না করলে নানা কৌশল ও জোর করে অদায় করা।

তবে কিছু সংখক হিজড়া অন্য মানুষের মতোই জীবনযাপন করেন, তারা ব্যবসা করেন, রাজনীতি করেন, হজ্জ করেন, চাকরি করেন এবং পরিবারের সাথে পম্পর্ক বজায় রাখেন। হিজড়াদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যায় তাহলে একদিকে ছিন্নমূল সমস্যা দূর হবে অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বাড়বে।

---

47 . বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ এপ্রিল ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও রাষ্ট্রে ছিন্নমূল মানুষের প্রভাব ঃ

প্রতিটা বিষয়ের একটা প্রভাব থাকে। প্রভাবের ধরন ভালো কি মন্দ তা নির্ভর করে বিষয়টির ওপর। অর্থাৎ বিষয়টি ভালো হলে সমাজে তার ভালো প্রভাব পরে এবং বিষয়টি মন্দ হলে সমাজে তার মন্দ প্রভাব পরে। যেহেতু ছিন্নমূল বিষয়টি কোনো সমাজের জন্যই ভালো নয়, সেহেতু ছিন্নমূল মানুষ যেকোনো সমাজেই অধিক মন্দ প্রভাব ফেলে। নদীভাঙ্গনসহ নানা কারণে মানুষ ছিন্নমূল হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে শহর ও নগরে ছুটে যায়, যেহেতু তাদের আশ্রয়ের কোনো স্থান নেই সেহেতু শেষ পর্যন্ত তাদের ঠাঁই মিলে ফুটপাতে।

সেখানে অসহায় হয়ে ছোট্ট ঝুপরিতে বাস করেন তারা। রিক্সা, ভেন চালানো, বিভিন্ন কারখানায় কাজ করা, মাটিকাটা, ইটভাঙ্গার মতো কায়িক শ্রম করে কোনোমতে চলে তাদের সংসার। কিছু সংখ্যক বস্তিতেও আশ্রয় না পেয়ে তারা ফুটপাতে অবস্থান করে। এভাবে ঢাকা শহরের ফুটপাতে অন্তত ৫০ হাজার এবং বস্তিতে প্রায় ৪০ লক্ষ [৪৮] মানুষ বসবাস করছেন। সারাদেশে তাদের সংখ্যা আরও বেশি। তাদের একটাই পরিচয় তারা ছিন্নমূল ও গৃহহীন মানুষ। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন সাজিদা ফাউন্ডেশনের 'আমরাও মানুষ' প্রকল্পের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঢাকায় বসবাসকারী দেড় কোটি মানুষের মধ্যে ৩০ হাজারের মতো ফুটপাতে বাস করেন। অনেকে ৩০-৩৫ বছর ধরে ফুটপাতে আছেন। অনেকের ফুটপাতেই বিয়ে ও সন্তানাদি হয়েছে।[৪৯]

---

[48] . সাজিদা ফাউন্ডেশন, আমরাও মানুষ কর্মসূচির প্রতিবেদন, ৩ অক্টোবর ২০১৬।

[49] . সাজিদা ফাউন্ডেশন, আমরাও মানুষ কর্মসূচির জরিপ প্রতিবেদন, ৩ অক্টোবর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

দিন দিন মানুষ বাড়ছে ঢাকা শহরে। কিন্তু তাদের আবাসন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। নগরীর ৩০ শতাংশ মানুষ অনুপযোগী পরিবেশে বাস করে । তাদের সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বা গোসলের কোনো ব্যবস্থা নেই[৫০]। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, বর্তমানে ঢাকা মহানগর এলাকায় প্রতিদিন ১ হাজার ৪১৮ জন মানুষ বাড়ছে। বছরে বাড়ছে পাঁচ লক্ষের বেশি। এর একটি বড় অংশের আশ্রয় হচ্ছে রাজধানীর বস্তিতে।[৫১]

সুযোগ-সুবিধা ঢাকায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় মানুষ রাজধানীতে ছুটে আসে। আবার অনেকে নদীভাঙ্গনের মতো ঘটনায় সব হারিয়ে বাধ্য হয় ঢাকায় আসতে। এ রকম প্রাকৃতিক কারণে মানুষ ঢাকায় এসে বস্তি ও ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে। ঢাকায় এমন কোনো রাস্তা নেই, যে রাস্তার ফুটপাতে ভাসমান মানুষ রাত যাপন করে না। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চ টার্মিনাল, ফুটওভারব্রিজ, ফ্লাইওভারেও মানুষ রাত কাটায়। স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে বর্তমানে ঢাকা শহরে বস্তির সংখ্যা চার হাজার ৭২০টি। আর বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।[৫২]

সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজের জরিপ মতে দিন দিন বস্তিবাসী ও ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আগে ছোট ছোট শহরগুলোতে বস্তি ছিল কম। এখন ছোট-বড় সব শহরেই ৩০ শতাংশ মানুষ বস্তি ও ফুটপাতে বাস করে। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, শহরের বস্তিবাসীরা উচ্চবিত্তদের সেবা দিচ্ছে। তাদের আয় হয়তো বেড়েছে কিন্তু আবাসন ব্যবস্থা তৈরির মতো সামর্থ্য হয়নি। অন্য দেশগুলোতে সরকারি উদ্যোগে ছিন্নমূল মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশে সেটা

---

50 . সাজিদা ফাউন্ডেশন, আমরাও মানুষ কর্মসূচির জরিপ প্রতিবেদন, ৩ অক্টোবর ২০১৬

51 .বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বার্ষিক প্রতিবেদন, অক্টোবর ২০১৬

52 . পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জরিপ প্রতিবেদন, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণরূপে এখনও করা যাচ্ছেনা। এজন্যই যিনি একবার ছিন্নমূল হয়ে পড়েছেন, তার আর আবাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে না [৫৩]। বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে, এরা রিক্সা, ভ্যান চালানো বা দিনমজুরি করে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে ঢাকায় আসে। বাসাবাড়ি বা উন্নত স্থাপনায় থাকার সাধ্য না থাকায় অধিকাংশই ওঠে বস্তিতে। রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ও অলিগলিতে চোখ যেতেই দেখা যায় পলিথিনের ঝুপড়ি। কমলাপুর রেলস্টেশন, রেললাইন, মহাখালী, সায়েদাবাদ ও কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা, গুলিস্তান, মতিঝিল, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ভেড়িবাঁধসহ নগরীর প্রায় সর্বত্রই এরকম ঝুপড়ি চোখে পড়ে। এগুলো মূলত আশ্রয়হীন মানুষের ডেরা[৫৪]।

যদিও ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সুপরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় চেষ্টা চলছে এবং সে লক্ষ্যেই গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তবে ছিন্নমূল মানুষ নিশ্চিহ্ন করা অনেক বড় কঠিন কাজ। ছিন্নমূল মানুষের কারণে সমাজ ও রাষ্ট যে প্রভাব পরে তার কিছু প্রভাব নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. প্রতিদিন ছিন্নমূল সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ঃ

ছিন্নমূল যত দিন নিশ্চিহ্ন করা না যাবে ততদিন ছিন্নমূল বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। কারণ যার পূর্বপুরুষ ছিন্নমূল তার জন্মসূত্রেই ছিন্নমূল হওয়ার কথা এবং হচ্ছেও তাই, ছিন্নমূল পরিবারের সন্তান অধিকাংশই ছিন্নমূল হয়। বাংলাদেশে নতুনভাবে ছিন্নমূল হওয়া মানুষগুলো পূর্বের ছিন্নমূল পরিবারের সন্তান। ধনীদের থেকে ছিন্নমূল হওয়ার সংখ্যা নগণ্য। নদীভাঙ্গন ব্যতীত ধনীদের থেকে নতুন করে ছিন্নমূল খুব কম হয়। কিন্তু পূর্ব থেকে ছিন্নমূল পরিবার বেশি হওয়ায় তাদের সন্তানরাই আনুপাতিক হারে

53 . সালমা আউয়াল শফি, পরিচালক, সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ সেমিনারের আলোচনা, ২০১৬

54. অমিতোষ পাল, দৈনিক সমকাল, ৩ অক্টোবর, ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ছিন্নমূল মানুষরা খুব দ্রুত সম্পদের মালিক হতে পারে না। যেহেতু তারা অশিক্ষিত, অসচেতন এবং বিভিন্ন অন্যায় ও অসামাজিক কাজে জড়িত তাই তারা ছিন্নমূলই থেকে যায় এবং বংশধারায় ছিন্নমূল বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা যত দ্রুত কমানো যাবে তত দ্রুত ছিন্নমূল মানুষ বৃদ্ধির সংখ্যা কমে আসবে।[৫৫]

২. অশিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ঃ

দেশের ছিন্নমূল লোকদের অধিকাংশ সন্তানরাই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তারা ছোট বেলাতেই পূর্বপুরুষের কর্মে নিয়জিত হয়। তাদের অভিভাবকরা অসচেতন থাকার কারণে তাদের সন্তানদেরকে পড়া-লেখা করাতে পারে না। অন্য দিকে তাদের অভাব তাদেরকে অনুৎসাহিত করে থাকে। সবমিলিয়ে তাদের সন্তানগণও তাদের মতোই অশিক্ষিত থেকে যায়। এভাবেই দেশে অশিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫৬]

৩. দরিদ্র জনশক্তি বৃদ্ধি পায় ঃ

ছিন্নমূল হওয়ার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে যতগুলো সমস্যা বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে এটা অন্যতম। কারণ ছিন্নমূল পরিবারের সন্তানগণ অশিক্ষিত এবং অসচেতন হওয়ার কারণে তাদের ভাগ্যকে তারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। তারা দরিদ্রই থেকে যায়। যার ফলে দিন দিন সমাজ ও রাষ্ট্রে দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[৫৭]

---

[55] . মোঃ শহিদুল্লাহ, অপরাধ ও সমাজ, প্র. গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬।

[56] . মোঃ শহিদুল্লাহ , অপরাধ ও সমাজ, প্র. গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬।

[57] . মোঃ শহিদুল্লাহ, অপরাধ ও সমাজ, প্র. গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পরিবেশ দূষণ হয় ঃ

ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা ঐ বৃদ্ধি পাবে পরিবেশ তত দূষিত হবে এবং হচ্ছে। কারণ ছিন্নমূল মানুষরা বসবাস করে বস্তিতে, ভেড়িবাঁধে, মাঠে-ঘাটে, নৌকায়, বিভিন্ন স্টেশনে। এছাড়া তারা যেখানে বসবাস করে সেখানে খাবার, ঘুম, গোসল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ সকল ব্যবস্থাই দুর্বল। তারা খোলা বা আধা পাকা স্থানে মল ত্যাগ করে এতে পরিবেশ মরাত্মক দূষিত হয়।

৫. রোগ-জীবাণু বৃদ্ধি পায় ঃ

বস্তিবাসী ও ছিন্নমূল লোকদের বসবাস একেবারেই অনিরাপদ ও নোংরা পরিবেশে হয়ে থাকে। তাই তাদের থাকা, খাওয়াসহ সকল কার্যক্রমই অনিরাপদ। তাদের রোগ-জীবাণু হওয়াটাই স্বাভাবিক। একারণে দেশে রোগাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় ঃ

ছিন্নমূল পরিবারের অনেক সদস্যই দিনমজুর। তাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অসচেতন, তাই তাদের সন্তানগণ দিনমজুর হিসেবে গড়ে ওঠে। আর এ প্রকৃতির লোকরা একদিন কর্ম করে অন্য দিন ঘুরে বেড়ায়। আবার কখনো কখনো মৌসুমি কাজ হিসেবে অমৌসুমে কাজ থাকে না। তাই তারা বেকার হয়ে যায়। এর কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে দিন দিন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যদি ছিন্নমূল পরিবারের সন্তানদেরকে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষিণ দিয়ে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা না হয় তাহলে বেকারত্বের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকবে [৫৮]

---

[58] . মোঃ শহিদুল্লাহ, অপরাধ ও সমাজ, প্র. গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬।

৭. সন্ত্রাস বৃদ্ধি ঃ

বাংলাদেশে যত সন্ত্রাস রয়েছে বা ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ছিন্নমূল মানুষদের মধ্য থেকে। কারণ এরা অসচেতন এবং অসহায় হওয়ার কারণে যেকোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পরে।

৮. পাচারকারী বৃদ্ধি ঃ

যারা পাচার কাজের সাথে জড়িত তাদের অধিকাংশই সমাজের এ ধরনের মানুষ। বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের যথাযথ পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা না থাকায় দিন দিন অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে । ছিন্নমূল মানুষ থেকে সংগঠিত অপরাধের অন্যতম অপরাধ হলো চোরা কারবারি বা পাচার করা। বর্তমানে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিনিয়ত নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। আর যারা পাচার করছে তাদের অধিকাংশ অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষ [৫৯] ।

৯. মাদকসেবী বৃদ্ধি পায় ঃ

সারাদেশে মাদকদ্রব্যের বাজার রয়েছে। সাধারণত শহর এলাকা থেকে এটি সারাদেশে বাজারজাত করা হয়। যুবসমাজের যারা মাদকাসক্ত হচ্ছে তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সচরাচর বেকারত্বের অভিশাপ, নৈতিক অবক্ষয় ও ছিন্নমূল মানুষ হওয়ার কারণে হতাশ হয়ে যুব সমাজ মাদক গ্রহণ করে । মাদক সেবন এখন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মহান উদ্যোগে এ অবস্থার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে ছাত্র সমাজ নষ্টের অন্যতম কারণ হলো মাদকাসক্ত হওয়া । সমাজের উচ্চশ্রেণির অধিকাংশ লোক মাদক ব্যবসায় জড়িত। আর এ সকল উচ্চশ্রেণির লোকেরা পার্টনার বা সঙ্গী-সাথী হিসেবে ছিন্নমূল মানুষগুলো বেছে নেয়। এতে মাদকদ্রব্য সেবন ও

---

[59] . মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

পাচার সহ অন্যান্য অপরাধ সংগঠিত হয় । এবং মাদকাসক্তির পরিণতি হলো মৃত্যু[৬০] ।

১০. ইভটিজার ও বখাটে বৃদ্ধি পায় ঃ

বখাটে লোকদের অধিকাংশই অসহায়, ছিন্নমূল বা বস্তিবাসী। ছিন্নমূল মানুষের যথাযথ কর্মসংস্থান না থাকায় তারা বেকার থাকে। তারা বেকার হওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় আড্ডার আসর মিলায়। সেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করা পথিক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদেরকে উত্যক্ত করে। এতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন অপরাধ সৃষ্টি হয় ।

১১. জলদস্যু বৃদ্ধি পায় ঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অধিকাংশ লোক নদীর সাথে সম্পৃক্ত। এদের প্রধান আয়ের উৎস হলো নদী। বিশেষ করে পেশাদার জেলেরা নদীতে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো জেলেরা মৎস্য শিকার করার জন্য নদীতে গেলে জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। জলদস্যুদের হাতে খুন হয় অনেক জেলে, ফলে জেলেদের পরিবার অভিভাবকহীন হয়ে পরে। রোজগার করার মতো পরিবারে আর কেউ থাকে না। ধ্বংস হয়ে যায় একটি পরিবার বা একটি সমাজ । জলদস্যুতার মতো ভয়ংকর অপরাধে যারা জড়িত তাদের অধিকাংশ ছিন্নমূল। বাংলাদেশে যত জলদস্যু ধরা পরেছে তাদের অধিকাংশ এ প্রকৃতির লোক। ছোটবেলা থেকে পারিবারিকভাবে ভালো শিক্ষা ও সঙ্গ না পাওয়ার কারণে তারা এসকল অপরাধের সাথে জড়িয়ে পরে[৬১] ।

---

60 .মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

61 . মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১২. ডাকাত বৃদ্ধি পায় ঃ

গ্রামীণ এলাকায় রাতের বেলা ডাকাতি সংগঠিত হয় । ডাকাতরা পেশাদার অপরাধী এবং তারা নিজ এলাকার বাইরে গিয়ে ডাকাতি করে থাকে । ডাকাতরা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র এবং তাদের একজন ডাকাত সর্দার থাকে । তারা বাড়ি ও দোকানপাটে ডাকাতি করে। তারা সম্পদ ছাড়া জোড়পূর্বক ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটিয়ে থাকে । বাধা পেলে খুন করে। ডাকাতরা সাধারণত গ্রামের অসচ্ছল, অসহায় কৃষক, বস্তিবাসী ও ছিন্নমূল পরিবারের সদস্য। তাদের ডাকাতির একমাত্র কারণ অসৎসঙ্গ, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা [৬২]।

১৩. চোর বৃদ্ধি পায় ঃ

বাংলাদেশে শহর ও গ্রামে প্রচুর পরিমাণে চোর রয়েছে । শহরে ছিঁচকে চোরের সংখ্যা বেশি। তারা গুদামঘর, দোকানপাট, অফিস প্রভৃতি জায়গায় চুরি করে থাকে। ছিঁচকে চোররা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই চুরি করে । প্রায়ই চোররা গণপিটুনির শিকার হয়। এমনকি গণপিটুনিতে মারাও যায়। শহরে সিঁধেল চোরের সংখ্যা কম। বহুতল ভবনের পানির পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে, দরজা-জানালা ভেঙ্গে চোররা চুরি করে। অন্যদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গ্রামে সিঁধেল চুরি সচরাচর ঘটে।

সিঁধেল চোররা কৃষকের মাটির ঘরের ভিটা কেটে বা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে। সিঁধেল চোরের একজন সহযোগী থাকে। এরা গ্রামের অত্যন্ত নিম্নআয়ের পরিবারের লোক । অন্যদিকে, গ্রামে ছিঁচকে চোরের পরিমাণ কম দেখা যায় । চোররা কৃষকের ঘরে প্রবেশ করে হাতের কাছে যা পায় তা নিয়ে কেটে পড়ে। এ শ্রেণির অপরাধীরা ফসল কাটার মৌসুমে দলবদ্ধভাবে চুরি করে থাকে । তারা দূরের

---

[62]. মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের ফসল চুরি করে নিজ গ্রামে নিয়ে যায় । গ্রামে আরেক ধরনের চোর আছে, তাদের বলা হয়ে থাকে গরু চোর । তারা পেশাদার অপরাধী । রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের গরু চুরি করে তারা দূরের হাটে বিক্রি করে দেয়। এসব চোর সাধারণত ছিন্নমূল মানুষের পরিবার থেকে উৎপত্তি হয় ৬৩ ।

১৪. টোকাই বৃদ্ধি পায় ঃ

টোকাই পথে-ঘাটে, আবর্জনা ফেলার স্থানে পড়ে থাকা দ্রব্য সংগ্রহকারী দরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশু-কিশোর। খ্যাতনামা কার্টুনিস্ট রফিকুন্নবী এ টোকাই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। টোকাই চরিত্রের মাধ্যমে তিনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। ঢাকা মহানগরীতে বহু সংখ্যক বস্তিবাসী মানবেতর পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করে থাকে। দারিদ্র্যপীড়িত এ সকল পরিবার তাদের শিশুদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে কখনোই সক্ষম হয় না। এর পরিণতিতে বস্তির শিশুরা বাধ্য হয়ে অপরিণত বয়সে রোজগারে নামতে বাধ্য হয়।

ঢাকা শহরের সাধারণ চিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে এ টোকাইরা। অধিকাংশ টোকাইর বয়স ৮ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, তবে এর অধিক বয়স্ক টোকাইও দেখতে পাওয়া যায়। সচরাচর ছেলে টোকাইদের তুলনায় মেয়ে টোকাই-এর সংখ্যা কম। অধিকাংশ টোকাই নিরক্ষর এবং শহরে নতুন আগত। সাধারণত এরা বড় পরিবারের সদস্য হওয়ায় পরিবারের নিয়ন্ত্রণ বা খোঁজখবর এদের ওপর থাকে না। অধিকাংশ টোকাইর বাবা অথবা মা নেই। কেউ কেউ তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্তও বটে। জনসমাগমপূর্ণ স্থানে, প্রধানত বাস, ট্রেন, লঞ্চ টার্মিনাল,

---

[63] . মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিপণিকেন্দ্র, রাজপথ, আবাসিক এলাকা, ডাস্টবিনের কাছাকাছি টোকাইরা তাদের রোজগারের সন্ধানে বেশি ব্যস্ত থাকে। বেঁচে থাকার জন্য এরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে থাকে। দিনরাত খেটে এরা দৈনিক গড়ে ৫০ টাকার মতো আয় করে। সাধারণ টোকাইদের কোনো দক্ষতা থাকে না [৬৪] ।

১৫. অপহরণ বৃদ্ধি পায় ঃ

শহর এলাকায় প্রায়ই অপহরণের ঘটনা ঘটে । নারী ও শিশুরা অপরাধীদের প্রধান টার্গেট । মূলত মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ করে থাকে । বিদেশে পাচার করার জন্যও অপহৃত হয় । এছাড়া শিশু ও মেয়েদেরকে বেশ্যালয়ে বিক্রি, কিডনি অপসারণ, উটের জকি হিসেবে ব্যবহার প্রভৃতির জন্য অপহরণ করা হয় । অপহরণকৃত নারী ও শিশুদের পাচারের জন্য রয়েছে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র। সারা দেশে তাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে। এছাড়া বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া অসংখ্য নারী ও শিশু জেলখানায় মানবেতর জীবনযাপন করছে । এসকল অপরাধ সৃষ্টিকারীরা অধিকাংশই হয় অসহায় ও ছিন্নমূল লোকদের থেকে [৬৫] ।

১৬. ধর্ষণ বৃদ্ধি পায় ঃ

ধর্ষণ শহর এলাকার একটি ভয়ংকর অপরাধ। শহর এলাকার মেয়েরা অবাধে চলাফেরা করে। অনেক মেয়ে ফিটফাট পোশাক পরে এবং তাদের ছেলে বন্ধু থাকে। স্যাটেলাইটের কারণে যুব সমাজ যৌন উত্তেজক দৃশ্য দেখে থাকে। ফলে কাজের মেয়েকে, পথচারী ও বাসযাত্রী নারীকে ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে । এছাড়াও রাস্তার বখাটে ছেলেরা, ছিন্নমূল ও বস্তিবাসী যুবক ছেলেরা এ ধরনের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

---

64 . বাংলাপিডিয়া, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ মে ২০১৪

65 . মোঃ শহিদুল্লাহ, অপরাধ ও সমাজ, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৭.খুন বা নরহত্যা বৃদ্ধি পায় ঃ

শহর এলাকায় ভাড়াটে বা পেশাদার খুনির সংখ্যা বেশি । টাকার বিনিময়ে পেশাদার খুনিরা খুন করে থাকে । নরহত্যার পরিমাণ দিনদিন বেড়েই চলেছে । প্রেম, পারিবারিক উদ্বেগ, যৌতুক, মাদকাসক্তি, কুসঙ্গী, চাঁদাবাজি প্রভৃতি কারণে শহরে প্রতিনিয়ত খুন হচ্ছে । শহরে এমনও দেখা যায়, ১ টাকা বা ১টি সিগারেটের জন্যও মানুষ খুন হচ্ছে । এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে খুনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। আর ভাড়াটে খুনি হিসেবে বলিরপাঠা হচ্ছে সমাজের ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষ।

১৮. প্রতারণা বৃদ্ধি পায় ঃ

প্রতারকরা কূটকৌশল অবলম্বন করে শহর এলাকায় অপরাধ করে থাকে। এর ফলে নিরীহ লোকেরা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। প্রতারক কর্তৃক প্রতারণার কাজগুলো হচ্ছে, আদম ব্যবসা, বিদেশে ছাত্র ভর্তি, অলৌকিক উপায়ে চিকিৎসা, চাকরি প্রদান, শিল্পী বানানো প্রভৃতি । এগুলো নিম্নবিত্ত ও ছিন্নমূল মানুষ দ্বারা বেশি ঘটে থাকে ।

১৯. সোনা চোরাচালান বৃদ্ধি পায় ঃ

সোনা চোরাচালান চক্র শহরে বাস করে । বিমান বন্দরে প্রায়ই তাদের ধরতে দেখা যায় । রাঘব বোয়ালরা এর নেপথ্যে জড়িত থাকে, কিন্তু তারা ধরা পরে না । এসকল রাঘব বোয়ালরা ছিন্নমূল ও অসহায় বস্তিবাসীদেরকে ব্যবহার করে। চোরাচালানীদের ধরতে পুলিশ হিমশিম খায় । এ অপরাধের খলনায়করা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২০. এসিডনিক্ষেপকারী বৃদ্ধি পায় ঃ

এসিড নিক্ষেপের মতো জঘন্য অপরাধ শহরেই বেশি দেখা যায় । গ্রামেও বর্তমানে এ অপরাধ লক্ষ্য করা যায় । ব্যর্থ প্রেমিক বা কাপুরুষরা এ ধরনের গর্হিত অপরাধ করে থাকে। অপরাধের পরিমাণ দিনদিন বেড়েই চলেছে । আইন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তারপরও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে না । এ ধরনের অপরাধের সাথে পথহারা ও ছিন্নমূল লোকেরা জড়িত ।

২১. আত্মহত্যা বৃদ্ধি পায় ঃ

সঠিক পরিসংখ্যান নেই বলে বাংলাদেশে আত্মহত্যার ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ অসুবিধাজনক । বাংলাদেশে আত্মহত্যার ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি। আত্মহত্যার সব ঘটনা, বিশেষ করে গ্রামঞ্চলে, প্রধানত আইনগত ঝামেলা এবং পুলিশ ও আইন ব্যবসায়ীদের অত্যাচার এড়াতে, পুলিশের কাছে কিংবা সংবাদপত্রে পাঠানো হয় না। দরিদ্র, বস্তিবাসী ও অসচ্ছল গ্রামীণ মানুষেরা পরিস্থিতি সামাল দিতে খুব একটা সক্ষম নয়। ক্ষতিগ্রস্ত দলকে টাকা দিয়ে এরকম অনেক অপ্রকাশিত ঘটনা স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা হয় [৬৬]

---

66 . মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২২. পতিতালয় বৃদ্ধি পায় ঃ

দেশে অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ বিরাজ করলে তার প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এর ফলে সমাজে নানা সমস্যা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পরে। এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে অসহায় পরিবারের লোক। যৌন অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশে পতিতালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে । নারীদের চাকরির প্রলোভন, ফুসলিয়ে বা প্রেমের অভিনয় করে অপরাধীরা পতিতালয়ে এনে বিক্রি করে দেয়। এছাড়াও যৌন অপরাধ থেকে যেসব অপরাধ সৃষ্টি হয়, যেমন– অস্বাভাবিক মৃত্যু, সামাজিক পঙ্গুত্ব, নৈতিক অবক্ষয়, বিবাহের প্রতিবন্ধতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, বিবাহবিচ্ছেদ, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি[৬৭]। এসব অপরাধ ছিন্নমূল মানুষের মাধ্যমে বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো সবই সমাজ ও রাষ্ট্রে মন্দ প্রভাব ফেলে।

---

67 . মোঃ শহিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছিন্নমূল পুনর্বাসনে সরকারের ভূমিকা ঃ

ছিন্নমূল পুনর্বাসনে এপর্যন্ত বাংলাদেশের সকল সরকারই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে পড়লে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আক্রান্ত এলাকাগুলো পরিদর্শনে গিয়ে সকল গৃহহীন পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭-২০০২, ২০০২-২০১০, ২০১০-২০২২ সাল পর্যন্ত ৩টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩১৯১৪০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রায় ৯ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের তালিকা করে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ইতোমধ্যে ২০১০-২০২২ সালের প্রকল্পকে সংশোধন করে ২০২০ সালে ৭০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন এবং ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরো ১ লক্ষ ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন [৬৮]। ছিন্নমূল পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ার তো। বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে এবং করে যাচ্ছে। যেমন– মুজিববর্ষে ছিন্নমূল মানুষের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প, নদীভাঙ্গনরোধ ও ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য স্থায়ী কর্মসূচি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ভাতা প্রদান কর্মসূচি, রাজধানীতে ছিন্নমূল মানুষের

[68] .wwwashrayanpmo.gov.bd-15-02-2021 .

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ফ্লাট নির্মাণ, ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বহুতল ভবন নির্মাণ, অনাবাদি জমিকে স্থায়ী বন্দোবস্ত, বস্তি বা গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ, নগদ আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি, এসকল কর্মসূচি পূর্ব থেকেই চলমান এবং এখনো চলছে। ইতোমধ্যে বহু সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ এসব কর্মসূচির আওতায় এসেছেন । নিম্নে ছিন্নমূল পুনর্বাসনে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরা হলো–

১।

মুজিববর্ষ ও তার পূর্বে অন্যান্য সময়ে ছিন্নমূল মানুষের জন্য নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্প ঃ বাংলাদেশে বিগত সময়ের সরকার এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মুজিববর্ষের বিশেষ স্লোগান ছিল– দেশের একটি লোকও গৃহহীণ থাকবে না। এই স্লোগানকে সফল করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সরকারি ঘর। যার কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো–

(ক)

প্রকল্পের নাম : স্বপ্ননীড় (আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ সংশোধিত)

সময়কাল : ২০০২-২০২২ সাল

পরিধি : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ

উপকারভোগী : প্রায় ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবার

জমির পরিমাণ: প্রত্যেক পরিবারকে ২ শতাংশ করে

দানের ধরন : স্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রতিঘরে খরচ: ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা

মোট খরচ : ১ হাজার ১ শত ৬৮ কোটি টাকা।[৬৯]

---

69 .wwwashrayanpmo.gov.bd-15-022021

(খ)

প্রকল্পের নাম : আশ্রয়ণ প্রকল্প-২

সময়কাল : ২০০২-২০১০ সাল

পরিধি : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ

উপকারভোগী : প্রায় ১ লক্ষ ৬০০০ হাজার পরিবার

(গ)

প্রকল্পের নাম : আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ (সংশোধিত)

সময়কাল : ২০০২-২০২২ সাল

পরিধি : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ

উপকারভোগী : প্রায় ২ লক্ষ ১৩ হাজার ২২৭টি পরিবার

(ঘ)

প্রকল্পের নাম : আশ্রয়ণ প্রকল্প-১

সময়কাল : ১৯৯৭-২০০২ সাল

পরিধি : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ

উপকারভোগী : প্রায় ৫০ হাজার পরিবার

(ঙ)

চাঁদপুর জেলার অসহায়, দুস্থ, ভূমিহীন ও নদীভাঙ্গনে ছিন্নমূল ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য ২০১৯ সালের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ (সংশোধিত)-এর মাধ্যমে ২৯৭২টি, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬০৫টি, আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫টি, জমি আছে ঘর নেই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩১৭টি মোট ৬,৯৪৯টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।[৭০] এছাড়াও ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পর্যায়ক্রমে ঘর তৈরি করে দেওয়ার কাজ চলছে।

---

70 . কুয়াকাটা নিউজ, ২ ডিসেম্বর ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

২। নদীভাঙ্গনরোধ ও ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য স্থায়ী কর্মসূচি ঃ

বাংলাদেশে নদীভাঙ্গনে বসতবাড়ি, জনপদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাজার প্রভৃতি বিলীন হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুনর্বাসনের জন্য প্রতি বাজেটে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।[৭১] ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেটে নদীভাঙ্গন কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুনর্বাসনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রনালয়।

ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহান উদ্দিনের মেঘনা নদী ভাঙ্গনরোধে ২০১৮-২০১৯ সালের বাজেটে বোলক তৈরি ও স্থাপন প্রকল্পে সরকারিভাবে ৫ শত ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার ফলে মেঘনার তীরে বসবাসরত হাজার হাজার পরিবার ও কৃষকের হাজার হাজার একর ফসলি জমি ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে। সেই সাথে ছিন্নমূল হওয়া থেকেও তারা রক্ষা পেয়েছে। ২০২০-২০২১ সালে পুনরায় ৫ শত ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকার পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নদীভাঙ্গন এলাকাগুলোতে ভেড়িবাঁধ, বোলক স্থাপন, পাইলিং, ড্রেজিং ও বস্তাভর্তি বালু ফেলা সহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। একদিকে ভূমিহীনদেরকে পুনর্বাসন করছে অন্যদিকে যাতে নতুন করে কেউ ছিন্নমূল না হয় সেজন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

---

71 . জাতীয় বাজেট, ২০১৯-২০, দৈনিক শীর্ষনিউজ, ১৪/৬/২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

৩। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ভাতা প্রদান কর্মসূচি ঃ

বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চরম দরিদ্র কবতিল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এক সময় অন্যতম ছিল। কিন্তু এখন তা নেই। কমছে দরিদ্র ও হতদরিদ্রের সংখ্যা। বিশ্ব ব্যাংকের জরিপ মতে ২০১০ সালে বাংলাদেশে হতদরিদ্রের সংখ্যা ছিল ১৮.১০ শতাংশ যা ২০১৯ সালে ১২.০৯ শতাংশে নেমে এসেছে । সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে অতি দ্রুত দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা।

সরকার এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হতদরিদ্র ও গৃহহীন মানুষের ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এযাবৎ অনেক অংশ বাস্তবায়ন করে ফেলেছেন। প্রতি ঘর তৈরিতে ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গৃহহীন পরিবার, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, প্রতিবন্ধী, পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার, হিজড়া, বেদে, বাউল, অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই সুযোগ পায়েছে [৭২]।

এছাড়াও ৬৬ লক্ষের বেশি মানুষ ভাতা পাচ্ছেন সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে। সামাজিক নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শুধু সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকেই ৬৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮শত ৫০ জন অসহায় মানুষ ভাতা পান । অসহায় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৪০ লক্ষ লোক প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা পান । ১৪ লক্ষ নারী প্রতি মাসে ৭০০ টাকা বিধবা ভাতা পান । ১০ লক্ষ, ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিশু প্রতি মাসে ৭০০-১২০০ টাকা প্রতিবন্ধী ভাতা পান। বেসরকারি এতিমখানায় প্রতিপালিত ৮৬ হাজার ৪০০ শত শিশু মাসিক ১০০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি পান।

---

[72] . দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, হতদরিদ্রের ঘর নির্মাণ কর্মসূচি, সর্বশেষ হালনাগাদ ০৩/০২/২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রবীন ব্যক্তিগণ মাসিক ভাতা পান ৫০০ টাকা করে। ২ হাজার ৫০০ শত হিজড়া প্রতি মাসে ভাতা পান ৫০০ টাকা । ১৯ হাজার বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও ১৩৫ জন হিজড়া শিশু পান বিশেষ উপবৃত্তি। [৭৩]

৪। রাজধানীতে ছিন্নমূল মানুষের জন্য ফ্লাট নির্মাণ ঃ

ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীতে ছিন্নমূল মানুষের জন্য ফ্লাট নির্মাণ করে বাসস্থানের ব্যবস্থা কয়েছেন সরকার। ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য মীরপুরে ৪৫০ বর্গফুটের দুই বেডরুমের ২ হাজার ফ্লাট নির্মাণ এবং প্রতিটি ফ্লাটের মূল্য ৬৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করে ২৭৫ টাকা মাসিক কিস্তিতে ২০ বছরে পরিশোধের সময় বেঁধে দিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে মালিকানা বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আরো ৪০-৫০ হাজার ফ্লাট নির্মাণের কাজ চলছে। [৭৪]

৫। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান ঃ

দেশের দরিদ্রতা নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো অমর্যাদাকর পেশা থেকে নিবৃত করার লক্ষ্যে, ২০১০ সালের আগস্ট থেকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আবাসন, ভরণ-পোষণ এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা। পরোক্ষভাবে

---

[73]. সমাজসেবা অধিদপ্তর, **বয়স্ক ও বিভিন্ন ভাতা প্রদান কর্মসূচি,** সর্বশেষ হালনাগাদ ০২/০২/২০১৯

[74] . গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২৯ অক্টোবর ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুকদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান এবং সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন। ঢাকা মহানগরের ১০টি জোনে ১০টি এনজিও-র মাধ্যমে ২০১১ সালে একদিনে দশ হাজার ভিক্ষুকের ওপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপকৃত ভিক্ষুকদের তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়।

জরিপে প্রাপ্ত দশ হাজার ভিক্ষুক হতে দুই হাজার ভিক্ষুককে নিজ নিজ জেলায় পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করেন। দেশব্যাপী প্রসারের পূর্বে পদ্ধতিগত কার্যকারিতা নির্ভুল করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় ৬৬ ভিক্ষুককে রিক্সা, ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য পুঁজি প্রদান করা হয়েছে।

বর্ণিত জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় ময়মনসিংহ জেলায় পুনর্বাসনকৃত ভিক্ষুকদের বেশিরভাগই রিক্সা, ভ্যান বিক্রি করে পুনরায় ঢাকায় চলে এসেছে। তবে জামালপুর জেলার পুনর্বাসনকৃত স্থানীয় ভিক্ষুকগণ রিক্সা, ভ্যান ও সরবরাহকৃত পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। এ কার্যক্রমে বরাদ্দ, ব্যয় ও উপকারভোগীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত লক্ষ টাকা	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-১১	৩১৬.০০	১৮.২৪	০০	জরিপ পরিচালনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়।
২০১১-১২	৬৭০.৫০	৪৮.৯৬	ময়মনসিংহ ৩৭ জন, জামালপুর ২৯ জন	
২০১২-১৩	১০০০.০০	০৩.৬২	০০	আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়।
২০১৩-১৪	১০০.০	০০.০০	০০	কোনো অর্থ ছাড় করা হয় নাই।
২০১৪-১৫	৫০.০০	০৭.০৯	০০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা শহরের রাস্তায় বসবাসকারি শীতার্ত ব্যক্তিদের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করা হয়।
২০১৫-১৬	৫০.০০	৪৯.৯৭	১। গোপালগঞ্জ ৯২ জন, ২০.০০ লক্ষ ২। সুনামগঞ্জ ৫০ জন, ৯.৪০ লক্ষ ৩। নড়াইল ৯৪ জন, ৬.৬৬ লক্ষ ৪। জামালপুর ১৫ জন, ৩ লক্ষ টাকা।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপ-পরিচালক সমাজসেবার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
২০১৬-১৭	৫০.০০	২৫.০০	খুলনা ১২০ জন, বরিশাল ১৪০ জন।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ হতে খুলনা জেলায় ১২০ জন ভিক্ষকুকে বিভিন্ন স্কীমের বিপরীতে পুনর্বাসন খাতে ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ হতে বরিশাল জেলায় ১৪০ জনকে ভিক্ষুক পুনর্বাসন খাতে ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। [৭৫]

[75] .বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সর্বশেষ হালনাগাদ ২১ আগস্ট ২০১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬। পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম ঃ

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা (RSS) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম দেশের পল্লি অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূত্রপাত। ফলে এ কার্যক্রমটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কার্যক্রমের সুতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ কর্মসূচি বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগান্তকারী ইতিহাস সূচনা করে ।

সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরও ২১টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্বে ১৯৮০-৮৭, ১০৩টি উপজেলায় তৃতীয় পর্বে ১৯৮৭-৯২, ১২০টি উপজেলায়, চতুর্থ পর্যায় ১৯৯২-৯৫, ৮১টি উপজেলায় ৫ম পর্বে ১৯৯৫-২০০২, ১১৯টি উপজেলায়, ৬ষ্ঠ পর্বে ২০০৪-২০০৭, ৪৭০টি উপজেলায় এবং বর্তমানে এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে[৭৬]।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লি অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, ছিন্নমূল ও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, বিভিন্ন কর্মদলে সুসংগঠিত করা এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্র পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক ও আয়কর কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে দেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে নিম্নে একটি সামারি পেশ করা হলো−

[76] . বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা কার্যক্রম, সর্বশেষ হালনাগাদ ১৭ অক্টোবর ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম,

- কার্যক্রম প্রথম শুরু হয় ১৯৭৪ খ্রি.
- আওতাভুক্ত উপজেলার সংখ্যা ৪৮৯টি
- উপকৃত পরিবার সংখ্যা ২৪.১৫ লক্ষ
- মোট প্রাপ্ত তহবিল ২৩৯.৩৩ কোটি টাকা
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ১৮৬.৮৭ কোটি টাকা
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৪৪৫.২১ কোটি টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের হার ৯৪%
- আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ ৪৬.৭১ কোটি টাকা
- দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৪.০২ কোটি টাকা

সেবাসমূহ,

- দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা
- দরিদ্রতা বিবেচনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন
- প্রতি পরিবারে সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ
- আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের অর্থ দিয়ে লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তিদের টেকসই সংগঠন সৃষ্টি ও গ্রাম সমিতির নিজস্ব পুঁজি গঠন [৭৭]

---

[77] . বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা কার্যক্রম, সর্বশেষ হালনাগাদ ১৭ অক্টোবর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

সেবা গ্রহীতা,

- নির্বাচিত গ্রামের বাসিন্দা
- পল্লি সমাজসেবা কর্মদলের দলীয় সদস্যগণ। সদস্যদের আবার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যেমন- যে সদস্যের পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত তারা হলো দরিদ্রতম 'ক' শ্রেণি, যে পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫১,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ পর্যন্ত তারা হল দরিদ্রতম 'খ' শ্রেণি[৭৮]। এইভাবে আরো অন্যান্য দল তৈরি করে তাদেরকে সেবা প্রদান করা হয়।

৭। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ছিন্নমূল ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার[৭৯]। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় তথা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা, বগুরা, পটুয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলে এ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৭২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। ২০১৩-

---

78 . বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা কার্যক্রম, সর্বশেষ হালনাগাদ ১৭ অক্টোবর ২০১৬

79 . প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২০১৪ অর্থ বছরে নতুন ১৪টি জেলাসহ মোট ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। নতুন এই জেলাগুলো হচ্ছে– গাজীপুর, নেত্রকোনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, বগুরা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও সিলেট। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি ৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৬ শত টাকা।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মসূচীর বরাদ্দ ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। আরো ১৪ জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে– নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, কক্সবাজার, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নিলফামারী, গাইবান্ধা, বরিশাল, বাঘেরহাট, যশোর, হবিগঞ্জ এবং মৌলভী বাজার।[৮০]

এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে (জন প্রতি মাসিক প্রাথমিক ৩০০, মাধ্যমিক ৪৫০, উচ্চ মাধ্যমিক ৬০০ এবং উচ্চতর ১০০০ টাকা হারে) উপবৃত্তি প্রদান।
- ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বিশেষ ভাতা জন প্রতি মাসিক ৪০০ টাকা প্রদান।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনয়ন।

---

[৪০] . বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমজাকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ এপ্রিল ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

- প্রশিক্ষণ উত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

অর্থ বছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			
	শিক্ষা উপবৃত্তি	ভাতা	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ উত্তর সহায়তা
২০১২-২০১৩	১৩৫	--	৩৫০	
২০১৩-২০১৪	৭৬২	১০৭১	৯৫০	১২০
২০১৪-২০১৫	৭৮৯	১৩০০	৯০০	৩৬০

সেবা প্রদান পদ্ধতি ঃ

বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। অতঃপর নির্ধারিত ফরমে আগ্রহী ব্যক্তিদের সমাজসেবা অফিসার বরাবর আবেদন করতে হয়। প্রাপ্ত আবেদন ইউনিয়ন কমিটি সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে প্রস্তাব আকারে উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করে। অতঃপর উপজেলা কমিটি যাচাই-বাছাই করে বরাদ্দ অনুসারে উপভোগী নির্বাচন করেন। নির্বাচিত ব্যক্তির নামে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং কেন্দ্রীয় হিসাব হতে ভাতা বা উপবৃত্তির টাকা হস্থান্তর করে নির্বাচিত করে নির্বাচিত ব্যক্তি অবহিতকরণপূর্বক ভাতা বা উপবৃত্তি বিতরণ সম্পন্ন করা হয়। ১৮ বছর বয়সের ঊর্ধ্বকর্মক্ষম ব্যক্তিদেরকে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণোত্তর অফেরৎযোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় [৮১]। এছাড়াও সরকার নানাভাবে ছিন্নমূল পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

[81]. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সমাজাকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ এপ্রিল ২০১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল পুনর্বাসনে বেসরকারি উদ্যোগ ঃ

সাধারণভাবে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয় এমন যেকোনো সংস্থাই বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও। তবে ১৯৮০ থেকে ২০১০ বিগত তিন দশকের এনজিও কার্যক্রমের ধারা থেকে বর্তমানে এনজিও-এর যে রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে বলা যায় এনজিও হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অমুনাফাভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন[৮২]। এনজিও-র আওতায় পড়ে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সমিতি, সীমিত দায়ের আনুষ্ঠানিক সমবায় সমিতি এবং নিবন্ধিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা।

এসমস্ত এনজিওগুলো গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অনেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা বা শুধু স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা নামে অভিহিত করে থাকে। এদের কার্য তালিকায় থাকে পরামর্শ সেবা, আইনি সহায়তা, ত্রাণ তৎপরতা, বাল্য বিবাহরোধ,পথশিশুদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নানা কার্যক্রম।

বিংশ শতকের শেষভাগে অনেক উন্নয়নশীল দেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ও এদের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটেছে। সমাজকল্যাণে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি তৎপরতার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক ভূমিকা আছে তার উপলব্ধি থেকেই এ নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫০ এর দশকে বাংলাদেশে এনজিওগুলোর প্রাথমিক ও প্রধান কাজ ছিল ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা।

---

[82]. বাংলা পিডিয়া, ৭ জুলাই, ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এ এনজিওগুলো কমিউনিটি উন্নয়নের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণের নতুন ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করে। বিশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকে এসে এনজিওগুলো ঋণ সমিতি, সমবায় সমিতি ও কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে তুলতে শুরু করে এবং উন্নয়নের জন্য সমষ্টিগত উদ্যোগের চেয়ে ব্যষ্টিক উদ্যোগের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।বর্তমান এনজিওসমূহের অধিকাংশই এখন কৃষি সংস্কার ও পল্লি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

এদের অধিকাংশই সৃষ্টি হয়েছে ১৯৮০-র দশকে এবং এরা নানা ব্যষ্টিক কার্যক্রমের সঙ্গে পরিবেশ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ, অবকাঠামোগত সংস্কার ইত্যাদি সমষ্টিগত বিষয় সমন্বয় করে কৃষি, পল্লি উন্নয়ন, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিন পর্যায়ের এনজিও আন্দোলন থেকে বোঝা যায়, তারা বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিজস্ব কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির অনুসরণকারী।

এনজিওসমূহের অনেকগুলোই প্রাথমিক, আবার কিছু কিছু মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এসব সংস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করে পেশাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী, তবে কোনো কোনোটিতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেও অনেক লোক কাজ করে থাকে। বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন অনেক এনজিও-র জন্ম বা উৎস উন্নত দেশগুলোতে এবং তাদের অর্থসম্পদও অনেক বেশি। তবে দেশের বেশিরভাগ এনজিও-ই স্থানীয় এবং এরা সীমিত সম্পদ নিয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন-কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে তিনটি– দারিদ্র্য বিমোচন, সুবিধার সুষম বণ্টন এবং উন্নয়নে জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস, জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াস ও কর্মকাণ্ডসমূহে গ্রামীণ সকল এলাকার পূর্ণতার ঐকান্ত্যকরণ, গ্রামীণ এলাকায় অধিকতর কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষক সমিতি, সমবায় সমিত, প্রাথমিক উৎপাদনকারী ও গ্রামীণ শ্রমিকদের স্বায়ত্তশাসিত স্বেচ্ছাসেবী গণতান্ত্রিক নানা সংগঠনের বিকাশ।

গ্রামীণ এলাকার সব সমস্যা এত ব্যাপক ও জটিল যে জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া সরকার বা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পক্ষে সেগুলোর সমাধান প্রায় অসম্ভব। এর অর্থ, সরকারি উন্নয়ন-উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবার জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত সংস্থা-সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সাধারণভাবে এনজিও নামে পরিচিত এসব সংস্থার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, মহিলা সমিতি ও অন্যান্য বেসরকারি সমিতি-সংগঠন।

বাংলাদেশে যেসব এনজিও বিদেশি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে আগ্রহী তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো-তে নিবন্ধিত হওয়া আইনগত বাধ্যতামূলক। এ ব্যুরো ১৯৯০ সালে গঠিত এবং এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ২০১৮-এর নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২,৬৪৩টি এনজিও-কে নিবন্ধন দিয়েছেন। এ পর্যন্ত ব্যুরো এসব এনজিওসমূহকে ৮০ বিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করার অনুমতি দিয়েছে[৮৩]। বাংলাদেশে এনজিওসমূহ সমন্বকারী বেশ কয়েকটি সংস্থা রয়েছে। প্রথমদিকে এগুলোর মধ্যে বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে অ্যাডাব কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল তবে সাম্প্রতিককালে অ্যাডাবের কর্মতৎপরতা হ্রাস

---

43 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে এবং আরো কিছু সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ[৮৪]। এনজিও-র পরিচয়, ভিত্তি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের আলোচনার পর, বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে কোন ধরনের এনজিও কাজ করে এবং কী কী কাজ করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হল−

ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে বাংলাদেশে সাধারণত তিন ধরনের এনজিও উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে−

১। আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ

২। জাতীয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)-এর উদ্যোগ

৩। সামাজিক সেবাদান সংগঠনের উদ্যোগ

নিচে তিন ধরনের এনজিও-র কার্যক্রম আলোচনা করা হলো−

ক। আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ

বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থা কাজ করেন ২৬৪৩টি [৮৫]। এর মধ্যে ১৯৯০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বাংলাদেশের দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে ৮০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুমোদন পেয়েছে[৮৬]। বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এরকম কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো−

---

84 . বাংলা পিডিয়া, ৭ জুলাই, ২০১৪।

85 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, ২০১৯

86 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, At a glance, 2019

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থার তালিকা ঃ

Sl. no	**Name of NGOs**	**Address**	**Reg. No.**	**Reg. Date**	**Renewed on**	**Valid upto**	**District**	**Country**	**Remarks**
1	3F-United Federation of Danish Workers	Road-54, Houase-11/A, Apartment-B/4, Gulshan, Dhaka. Phone: 01764-405244	2843	10-Dec-13	10-Dec-18	10-Dec-28	Dhaka	Denmark	
2	ABFA-USA-INC\	House-27, Road-04, Section-04, Uttara, Dhaka.	2176	24-Dec-06		24-Dec-11	Dhaka	USA	
3	Academy for Educational Development (AED)	South Breeze, House-08, Gulshan Avenue, Gulshan-01, Dhaka.Phone: 01714-174370	2514		08-Nov-09	08-Nov-14	Dhaka	USA	
4	ACDI/VOCA	House-30, Road-19/A, Banani, Dhaka-1213Phone: 8836801	2580	03-Jun-10	03-Jun-15	03-Jun-20	Dhaka	USA	
5	Action Aid-Bangladesh	House- 8, Road-136, Gulshan-1, Dhaka.Phone :9888006, 55044851-7www.actionaid.org	0210	27-Apr-86	27-Apr-16	27-Apr-21	Dhaka	UK	
6	Action Contre La Faim	House-23, Road-113/A, Gulshan-2, Dhaka.Phone: 8810132, 8810347www.actioncentrelafaim.org	2330	03-Apr-08	03-Apr-18	03-Apr-28	Dhaka	France	
7	Action for Enterprise	House-03, Apt. 3A4, Nam Villa, Road-06, Gulshan-01, Dhaka-1212.Phone: 8817277E-mail: info@actionforenterprise.orgWebsite:	2427	28-Apr-09	28-Apr-14	28-Apr-19	Dhaka	USA	
8	Action on Disability & Development	House-56, Road-11, Block-C, Banani, Dhaka. Phone : 8832037, Fax: 8831228www.add.org.bd, mosharraf.doc@gmail.com	0804	13-Feb-94	13-Feb-19	13-Feb-29	Dhaka	UK	
9	Adventist Development & Relief Agency International (ADRA)	149, Shah Ali Bagh, Mirpur-1, Dhaka.Phone : 8014096www.adrabd.org	0073	22-Apr-81	15-May-15	15-May-20	Dhaka	USA	

10	AIDA, Ayuda, Intercambio Y Desarrollo	Flat-5A, House-487, Road-08, DOHS Baridhara, DhakaPhone: 01745-777219Www.ong-aida.org	2441	26-May-09	26-May-14	26-May-19	Dhaka	Spain	
11	Al Basher International Foundation	1/9, Block-E, Satmasjid Road, Lalmatia, Dhaka, Phone :9135451-2, Fax: 8114142	0654	22-Sep-92	22-Sep-17	22-Sep-27	Dhaka	UK	
12	Al Haramain Islamic Foundation	House-1, Road-1, Sector-6, Uttara, DhakaPhone : 8912120	0648	17-Sep-92	17-Sep-02	17-Sep-07	Dhaka	Saudi Arabia	Office & Operation closed in Bangladesh from 2004.
13	Alacrity for Poverty Alleviation in Bangladesh (APAB)	22, Amirabad, Mahedibag R/A, Chittagong-4000Phone: 031-613028, Fax: 031-610785	0641	30-Jul-92	30-Jul-17	30-Jul-27	Chitta gong	South Korea	
14	Al-Forqan Foundation	137 Auspara, Tongi, Gazipur.Phone: 9802014, 9802015Fax: 9803005	1791	22-Jan-03	22-Jan-18	22-Jan-28	Dhaka	Saudi Arabia	
15	Al-Khair Foundation Bangladesh Field Office	House-1/A, Block-SW(F), Road-4, Gulshan-1, Dhaka-1212, Tel: 02-48810334, Mob: 01711965422	3161	02-Aug-18		02-Aug-28	Dhaka	UK	
16	American Center for International Labour Solidarity	House-09, Road-127, Gulshan-01, Dhaka-1212Phone: 8828403, Fax: 8820208www.solidaritycenter.org	0018	22-Apr-81	15-May-15	15-May-20	Dhaka	USA	
17	Amrock Academy Society	19, Akbarbad Estate, Shirishnagar, Khulna-9100Phone: 041-721589www.amaroksociety.org	2657	22-Sep-11	22-Sep-16	22-Sep-21	Khulna	USA	
18	Andheri Hilfe Bangladesh	House-380, Road-28, New DOHS, Mohakhali, Dhaka.Phone: 01754-445505	2635	06-Apr-11	06-Apr-16	06-Apr-21	Dhaka	Germany	
19	Apasenth International	House-82, Road-16, Sector-11, Uttara, DhakaPhone: 0171221857	3096	30-Oct-17		30-Oct-27	Dhaka	UK	
20	Arsenic Mitigation and Research Foundation	Shologhar Bus Stand, Vill: Shologhar, UZ: Sreenagor, Dist: Munshiganj.Phone: 01711-391521	1844	19-Jun-03	19-Jun-18	19-Jun-28	Munshiganj	Netherlands [87]	

[87] . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, At a glance, 2019

Dhaka University Institutional Repository

International Islamic Relief Organization of Saudi Arabia (IIROSA) হলো বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একটি। নিম্নে সংস্থাটির কার্যক্রম তুলে ধরা হলো–

প্রতিষ্ঠাতা ঃ Muslim World League

প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৯৭৮ খ্রি.

সদর দপ্তর ঃ জেদ্দা, সৌদি আরব

সভাপতি ঃ মুহাম্মদ আল ঈসা

কার্যক্রম ঃ ১৯৭৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১৩ মিলিয়ন, সমাজ উন্নয়ন তথা মৌসুমি প্রকল্প খাতে ৬ মিলিয়ন, জরুরি ত্রাণ তহবিলে ৪ মিলিয়ন, স্বাস্থ্য খাতে ২ মিলিয়ন ও শিক্ষা খাতে ২ মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করেন [৮৮]। ঐ সংস্থার অর্থায়নে ছিন্নমূল পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নির্মিত বাংলাদেশে ২টি গুচ্ছগ্রাম রয়েছে। গুচ্ছগ্রাম ২টির একটি হলো– ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নে এবং দ্বিতীয়টি হলো– ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিনের কাচিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত।

১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা International Islamic Relief Organization (IIRO) এর আর্থিক সহায়তায় ভোলা জেলার জেলা সভাপতি অধ্যাপক জিয়াউল হক স্যারের তত্ত্বাবধানে দুটি উপজেলায় ছিন্নমূল পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করেন। এর মধ্যে দৌলতখান গুচ্ছগ্রামে ঘরসংখ্যা ১৮টি এবং বোরহান উদ্দিনের গুচ্ছগ্রামে ঘর সংখ্যা ১৬টি।[89]

একটি পরিবারের জন্য তৈরি করা ঘর ও তার চারপাশ মিলে জমি ২.৫-৩ শতাংশ। এছারাও গুচ্ছগ্রামগুলোতে রয়েছে রাস্তা, মসজিদ, পুকুর ও মাঠ। গুচ্ছগ্রামের প্রতিটি

---

88 . www.egatha.org.10/08/2019

89 . www.egatha.org.10/08/2019

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারকে তাদের ভোগ করা ঘর ও জমির মালিকানা পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এরকম অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন বা সংস্থা রয়েছে, যে সংস্থাগুলো ছিন্নমূল পুনর্বাসনে জমি ক্রয় বা বসবাসের ঘর তৈরি করে স্থায়ীভাবে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ১৯৯০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত, বাংলাদেশের দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে ৮০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুমোদন পেয়েছে[৯০]। যা ব্যয় করার মাধ্যমে এনজিওগুলো ছিন্নমূলের কিছু সংখ্যক পুনর্বাসন করেছেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-র যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের প্রায় ১৯ শতাংশ ছিন্নমূল পুনর্বাসন করা হয়েছে।[৯১]

খ। জাতীয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)-এর উদ্যোগ ঃ

বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে কাজ করে এরকম জাতীয় এনজিও-র সংখ্যা অনেক। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গৃহহীন, ভূমিহীন, ছিন্নমূল ও হতদরিদ্র মানুষকে ঘর তৈরি করে, জমি ক্রয় করে, পশু ক্রয় করে, বাহন ক্রয় করে, লাভহীন ও স্বল্প লাভে ঋণ প্রদান করে সচ্ছল করে গড়ে তুলেছেন। বেসরকারি সংস্থার সেবাদানে ছিন্নমূল মানুষের প্রায় ১৯ শতাংশ[৯২] মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে। যা সরকারের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। নিম্নে এনজিও-র কার্যক্রম আলোচনা করা হলো–

90 . বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, At a glance, 2019

91 . বাংলা ট্রিবিউন, সাহেদ শাফিক, ২ অক্টোবর ২০১৭

92 . বাংলা ট্রিবিউন, সাহেদ শাফিক, ২ অক্টোবর ২০১৭

জাতীয় এনজিওসমূহের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু এনজিও-র তালিকা প্রদান করা হলো

Sl. no	Name of NGOs	Address	Reg. No.	Reg. Date	Renewed on	Valid upto	District	Country	Remarks
1	A Shelter for Helpless Ill Children (ASHIC)	House-52, Road-3/A, Dhanmondi, R/A, DhakaPhone :9673982www.ashic.org	1067	26-Aug-96	26-Aug-16	26-Aug-21	Dhaka	Bangladesh	
2	A.B. Foundation	Vill., Post + Upazilla: Chirirbandar, Dist: DinajpurPhone: 01711-530611	2024	05-Apr-05	05-Apr-15	05-Apr-20	Dinajpur	Bangladesh	
3	A.M. Foster Care	House-38, Road-04, Sector--05, Uttara Model Town, Dhaka-1230.Phone: 01715-475282	2397	22-Dec-08	22-Dec-13	22-Dec-18	Dhaka	Bangladesh	
4	Abalamban	Pachimpara, Post: Gaibandha, Upazilla: Gaibandha Sadar, Dist.: Gaibandha.Phone: 0541-62388	2326	27-Mar-08	27-Mar-13	27-Mar-18	Gaibandha	Bangladesh	
5	Abdul Halim Khan Foundation	1257, Khorompatty, Post+Upazila: Sadar, Kishoreganj, Tel: 01711681660	3123	19-Dec-17		19-Dec-27	Kishorganj	Bangladesh	
6	Abdul Momen Khan Memorial Foundation (Khan Foundation)	5 Momenbagh, Dhaka-1217Phone : 9330323	0780	04-Dec-93	04-Dec-18	04-Dec-28	Dhaka	Bangladesh	
7	Abdur Rashid Khan Thakur Foundation	Chapailghat Road, UZ+Zila: gopalganj-8100Phone: 8034489, 01911-352919www.arktf.org	2229	05-Aug-07	08-May-17	08-May-27	Gopalganj	Bangladesh	
8	Abed Satter Pathen Foundation	118 Isdair, Fatullah, NarayanganjPhone: 0190-251515	2842	03-Dec-13	03-Dec-18	03-Dec-28	Narayanganj	Bangladesh	
9	Abeda Mannan Foundation (AMF)	Vill: Chulash, Post Office: Maricha, Upazilla: Debidwar, Dist: Comilla.Phone: 01552409539, 02-8832921www.abedamannafoundation.org	2582	15-Jun-10	15-Jun-15	15-Jun-20	Dhaka	Bangladesh	
10	Abohalito Nari O Shishu Kallan Songsta (ANAMIKA)	House-B-165, Block-B, Eastern Housing Pallabi, Phase-2, Dhaka.Phone: 8024220, 01711-007821	1951	17-Aug-04	17-Aug-14	17-Aug-19	Dhaka	Bangladesh	

Dhaka University Institutional Repository

Sl. no	Name of NGOs	Address	Reg. No	Reg. Date	Renewed on	Valid upto	District	Country	Remarks
11	Abu Sobhan Welfare Trust	House-29/A, Old DOHS Road, Banani, Dhaka.	2805	30-Jul-13	30-Jul-18	30-Jul-28	Dhaka	Bangladesh	
12	Access Bangladesh Foundation	10 Tarapur, Savar, Dhaka.Phone: 7743145, Fax: 7743480www.accessbangladesh.org	2461	18-Jun-09	18-Jun-14	18-Jun-19	Dhaka	Bangladesh	
13	Access Toward Livelihood and Welfare Organisation (ALWO)	81/80, Hazra Natore, Post: Natore-4600, PS: Natore, Dist: Natore.Phone: 0771-61255	2102	06-Jun-06	06-Jun-16	06-Jun-21	Natore	Bangladesh	
14	Acid Survivours Foundation	Plot-A/5, Level-6, CRP Bhaban, Block-A, Sec-14, Mirpur, Dhaka-1200Phone: 09678777148www.acidsurvisors.org	1501	09-Apr-00	09-Apr-15	09-Apr-20	Dhaka	Bangladesh	
15	Action Five	Gaokura, Kacharipara, Islampur, JamalpurPhone: 01728-782643	2830	04-Nov-13	04-Nov-18	04-Nov-28	Jamalpur	Bangladesh	
16	Action for Rural Poor (ARP)	Upazila Road, Bakshigonj, JamalpurPhone: 01716-763785	2796	27-Jun-13	27-Jun-18	27-Jun-28	Jamalpur	Bangladesh	
17	Action for Social Development (ASD)	6/2A, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka.Phone : 9118475, Fax: 9118475www.asd.org.bd	0488	08-Jun-91	08-Jun-16	08-Jun-26	Dhaka	Bangladesh	
18	Action in Bangladesh	Sadar Road, Kalai, P.O Box No. 5390, Kalai, Joypurhat.Phone: 215-222-442	2601	05-Oct-10	05-Oct-15	Joypurhat	Bangladesh	25	
19	Activities for the Landless Organised with Consciousness (ALOC)	Patkelgata Bazar, Thana: Tala, Satkhira	0439	05-Feb-91	05-Feb-15	05-Feb-20	Sathkhira	Bangladesh	Cancelled on 25/10/2010, Revived on 12/5/2016
20	Activity for Reformation of Basic Needs-ARBAN	Vill Rajapara, PO: Purbadhala, Netrakona	3077	03-Jan-17		03-Jan-22	Netrakona	Bangladesh	
21	ADAMS (Association for Development Activity of Manifold Social Work)	Kedarnath Road, Moheswarpasha, Post. B.I.T. KhulnaPhone : 041-774426, Fax: 041-774048	0855	13-Sep-94	13-Sep-14	13-Sep-19	Khulna	Bangladesh	
22	Adarsha Kajer Sandhanay (AKAS)	House-28, Masjidbari Road (Takdari Patti), P.O.+P.S.+Dist.: Jhalokathi.Phone: 01711-286349, 01717-655622	2434	05-Jun-09	05-Jun-14	Jhalokathi	Bangladesh	30	

বাংলাদেশে ছিন্নমূম মানুষের কল্যাণে এনজিওর ভূমিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো– বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের কল্যাণে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওসমূহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে । এনজিওসমূহের ভূমিকার ফলে এদেশের ছিন্নমূল মানুষের অনেক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের কল্যাণে এনজিওসমূহের পদক্ষেপ বা ভূমিকা আলোচনা করা হলো– ,

ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করা ঃ

দেশের উন্নয়নে ছিন্নমূল মানুষরা বড় বাধা। বেশিরভাগ এনজিও মানবসম্পদের বিকাশে কাজ করে থাকে। মানবসম্পদের বিকাশের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অনেক এনজিও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে তৎপর রয়েছে। এজন্য ছিন্নমূল মানুষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে । ছিন্নমূল মানুষেরা সম্পদে পরিণত হলে দেশের দারিদ্র্য অনেকাংশ হ্রাস পাবে। এছাড়া তাদের নেতৃত্বের বিকাশ হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। তাই এনজিওগুলোর সেবাক্ষেত্র হিসেবে এটি বেছে নিয়েছেন।

দারিদ্র দূরীকরণ ঃ

দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ করে ছিন্নমূল মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে এনজিওগুলো অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে । এদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করা সরকারের একার পক্ষে অসম্ভব বিধায় এনজিওসমূহ এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশে দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো তুলনামূলক বেশি কাজ করছে[৯৩]।

---

93 . মোঃ শহীদুল্লাহ, নারী ও পরিবার কল্যাণ, (প্র. গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৯), পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

আইনগত সহায়তা প্রদান ঃ

দেশে বহু মানবাধিকার বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অসহায়, দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষকে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার এরকম দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও নির্যাতিত মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদান একটি মানবিক কাজ। বিশেষ করে অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের সহায়তা দানে এনজিওগুলোর ভূমিকা অধিক।

ছিন্নমূল মানুষের উন্নয়নে ব্র্যাক এনজিও-র কর্মসূচি ঃ

ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট) একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন। ১৯৭২ সালে ফজলে হাসান আবেদ সিলেট জেলার শাল্লা এলাকায় প্রথমে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভারত থেকে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও ছিন্নমূল দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদি পরকিল্পনা হাতে নেন [৯৪]। এখন বাংলাদেশের সবচাইতে বড় এন.জি.ও হলো ব্র্যাক। এর নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী। বিদেশেও এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। ব্রাক বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা। ব্র্যাক উচ্চ শিক্ষা ও ব্যাংকিং কার্যক্রমও পরিচালনা করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেছে খ্যাতনামা প্রাইভেট “ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়”। সেসাথে ছিন্নমূল ও অসহায় নারী উন্নয়নেও ব্র্যাক অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উন্নয়নের কিছু আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো–

১. অসহায় নারীদের আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য ব্র্যাকে হাজার হাজার নারী কর্মী নিয়োগ দিয়ে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও গৃহহীন কর্মীদেরকে লাভহীন ঘর নির্মাণ ঋণ প্রদান করেছে।

---

[৯৪] .বাংলাপিডিয়া, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

২. ব্র্যাক হাজার হাজার গ্রামীণ নারীকে সামাজিক বৈষম্য দূর করে কর্মময় পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য গুণগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ব্যবসার উপকরণ প্রদান করেছেন

৩. গ্রামীণ পর্যায়ের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার অসহায় মহিলাদের অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

৪. ব্রাক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছেন।

৫. ব্র্যাক তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পরিকল্পিত কাজ করে যাচ্ছে।

৬. ব্রাক প্রায় ২ লক্ষ অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষকে বিনাপয়সায় টিবি ও যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা দিয়েছে।

৭. ব্র্যাক নারী ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এযাবৎ বহুবার লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার ও বুলেটিন প্রকাশ করেছে।

৮. ব্র্যাক জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাবলি সংগ্রহ করে তা সকল কর্মীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেন্ডার রিসোর্স সেন্টার এবং উইমেন্স এডভাইজারি কমিটি গঠন করেছে।

ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল ও অসহায় নারীদের ঋণ দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলেছে। এছাড়াও ব্র্যাক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ছিন্নমূল, নারী ও শিশুকে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে । ব্র্যাক মনে করে নারীর অধস্তনতার কারণ পুরুষতন্ত্র। এজন্য প্রয়োজন অসহায় নারীর আর্থিক সচ্ছলতা। নারীর সচ্ছলতা আসলে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

হবে। বস্তুত বাংলাদেশের ছিন্নমূল মানুষের ও অসহায় নারীদের কল্যাণে ব্র্যাকের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ [৯৫]।

ছিন্নমূল মানুষের উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচি ঃ

গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের একটি বৃহৎ এন.জি.ও। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ড. মোহাম্মদ ইউনূস। তিনি একজন নোবেল বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যতিমান ব্যক্তি। গ্রামীণ ব্যাংক অর্থলগ্নী বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এটি সহজ শর্তে ঋণপ্রদান করে । এর প্রধানতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ। গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ড. ইউনূস বলেন, ঋণ প্রদান, অসহায় নারীদের ব্যাংকিং কাঠামোর সাথে সম্পৃক্তকরণ ও আতত্মকর্মসংস্থানে সাহায্য করার ব্যাপ্তি নিয়ে "গ্রামীণ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ ব্যাংক তাদের আর্থিক ঋণ কার্যক্রমে নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করলেও অসহায় নারীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অসহায় নারীদের উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হলো– হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ ছিন্নমূল মানুষ ও নারীদেরকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণ ও জামানতবিহীন ঋণ প্রদান এবং তা তদারকির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে ছিন্নমূল মানুষ ও নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। পরিত্যক্তা ও অসহায় নারী ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অপব্যবহৃত মানব সম্পদের স্বনিয়োজিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছিন্নমূল মানুষ ও নারীদের আত্মনির্ভরতার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।[৯৬]

---

[95] . মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত , ২২২

[96] . মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল মানুষ ও অসহায় নারীর উন্নয়নে 'আশা'-এর কর্মসূচি ঃ

'আশা' মূলত অসহায় নারীদেরই একটি এন.জি.ও। 'আশা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। অসহায় নারীদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি অসহায় নারীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড অসহায় নারীদের কল্যাণেই পরিচালিত হয়। নিচে 'আশা'-এর উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি আলোচনা করা হলো–

বাংলাদেশে 'আশা'র ৩ হাজার ৩ শত শাখার প্রায় ১ হাজার শাখায় স্কুল রয়েছে যেখানে ছিন্নমূল, পরিত্যক্ত ও অসহায় শিশুদের প্রায় ২০ হাজার শিশুকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়ে আসছে। ঐ প্রতিষ্ঠান শিক্ষকের বেতন প্রদান করেন আশার নিজস্ব অর্থায়নে। এছাড়াও আশা বয়স্ক শিক্ষাসহ নানা ধরনের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অসহায় নারীদের সচেতন করে তোলে।

হাজার হাজার ছিন্নমূল, পরিত্যক্ত ও অসহায় নারীর আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করেছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ছিন্নমূল, পরিত্যক্ত ও অসহায় দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসাধন করেছে। হাজার হাজার ছিন্নমূল, পরিত্যক্ত ও অসহায় নারীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ছিন্নমূল, পরিত্যক্ত ও অসহায় দরিদ্র নারীদের অর্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছে [৯৭]।

---

97 . মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল পুনর্বাসনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের আলোচনা উপরে করা হয়েছে, আলোচনায় দেখাগেল যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩.৩৪ অংশ মানুষ ছিন্নমূল হিসেবে জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে প্রায় ৬০ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের মধ্য থেকে ১৭ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লক্ষ ২০ হাজার এবং বেসরকারি উদ্যোগে ১৯ শতাংশ অর্থাৎ ১১ লক্ষ ৪০ হাজার সর্বমোট ৩৬ শতাংশ অর্থাৎ ২১ লক্ষ ৬০ হাজার ছিন্নমূল মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ৩৬ শতাংশ ছিন্নমূল মানুষ পুনর্বাসনের সুযোগ পাওয়ার পরেও ৬৪ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার ছিন্নমূল মানুষ এখনো খোলা আকাশের নিচে এবং বস্তিতে বসবাস করছে।[৯৮] এতো সংখ্যক মানুষ ছিন্নমূল রেখে কোনো দেশই উন্নত দেশ হতে পারে না।

98. বাংলা ট্রিবিউন, সাহেদ শাফিক, ২ অক্টোবর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ছিন্নমূল বৃদ্ধি রোধকরণে ইসলামের ভূমিকা ঃ

ছিন্নমূল পুনর্বাসন করা যেভাবে আবশ্যক তেমনি ছিন্নমূল বাড়তে না দেওয়াও অত্যাবশ্যক। কারণ পুনর্বাসন করেই ছিন্নমূল কমানো যাবে না। যদি ছিন্নমূল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তাহলে ছিন্নমূল সমস্যা থেকেই যাবে। সে জন্য ছিন্নমূল পুনর্বাসনের পাশাপাশি সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে। ছিন্নমূল বৃদ্ধি প্রতিরোধে অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। নিচে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো–

ভূমির মালিকানা থেকে কোনো ব্যক্তিকে উচ্ছেদ না করা ঃ

রাজনৈতিক কারণে, প্রতিপক্ষের হিংসার কারণে, যুদ্ধসংক্রান্ত কারণে, জমির কাগজপত্রে ত্রুটি থাকার কারণে, এছাড়া নানা কারণে মানুষ অনেক সময় তার নিজ বসতভিটা অথবা চাষাবাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়। ইসলাম এর কোনোটাই সমর্থন করে না। জমির মালিককে যদি দখল থেকে উচ্ছেদ করা হয় এবং তার অন্য ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সে ছিন্নমূল হয়ে বসবাস করে। এব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

واذاخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وأنتم تشهدون- ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظارون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيمة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

Dhaka University Institutional Repository

“আর স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে মজবুত অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না। এবং একে অন্যকে তার গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না। তোমরা এ অঙ্গীকার করেছিলে, তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী। কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাইদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোত্রীয় সম্পর্কযুক্ত কিছু লোককে বাস্তুভিটা ছাড়া করছো, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দি হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো।

অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো অন্য অংশের সাথে কুফরি করছো। তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন” [৯৯] কুরআনের এ আয়াত থেকে জানা গেলো, কোনো ব্যক্তিকে তার গৃহ বা ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার অনুমতি নেই। ইসলাম এ কাজটিকে বড় অন্যায় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গাদেরকে তাদের গৃহ, ভূমি ও দেশ থেকে উচ্ছেদ করার কারণে তারা অসহায় হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদের সকল কিছু থাকার পরেও তারা আজ উদ্বাস্তু। বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশে প্রায় **১১** লক্ষ শরনার্থী আশ্রয় দেয়া অনেক কঠিন। মানবিক বিবেচনায় আশ্রয় দিলেও তারা এখন ছিন্নমূল। ইসলাম সেজন্যই কাউকে তার গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলামের এ বিধান মান্য করার মাধ্যমে ছিন্নমূল বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব।

---

[99]. আল কুরআন, ২ : ৮৪-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের নিকট জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা করা ঃ

ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ এবং রাষ্ট্রের নাগরিকের পক্ষ থেকে আমানত। আল্লাহভীরু, ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত করা উচিত। কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো বা স্বার্থপ্রোণোদিত হয়ে এ আমানতকে খেয়ানত করার অধিকার রাখে না। এ আমানত যাদের হাতে সোপর্দ করা হবে তারা এর জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বলেছেন,

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

'আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে, ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করবে। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো উপদেশ দিচ্ছেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।' [১০০]

এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স) বলেন,

কএ. الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الاعظم الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته

[100] . আল কুরআন, ৪: ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

'সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা, যিনি সকলের ওপর শাসক হন, তিনিও দায়িত্বশীল তাঁকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[১০১]

দুই.- ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة

''যিনি মুসলিম প্রজাদের কাজ-কারবারের প্রধান দায়িত্বশীল, কোনো শাসক যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খেয়ানতকারী অবস্থায় মারা যান তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবে।" [১০২]

তিন.

ما من امير يلقى امر المسلمين ثم لايجهد لهم ولا ينصح الا لم يدخل معهم فى الجنة

'মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো পদাধিকারী শাসক যিনি নিজের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেন না, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন না, তিনি কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না।' [১০৩]

---

101 .আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২), কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-১, হদিস নং, ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫৬০০, ৭১৩৮

102. মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৪), কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-৬১, কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৫, হাদিস নং, ২৬০

103. মুসলিম বিন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চার.

يا ابا ذر انك ضعيف- وانها امانة، وانها يوم القيمة خزى وندامة الامن اخذ بحقها وادى الذى عليه فيها

'নবি সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু যারকে বলেন, আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ, আর সরকারের পদমর্যাদা একটা আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং অপমানের কারণ হবে। অবশ্য তার জন্য নয়, যে পুরোপুরি তার হুকুম আদায় করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।' [১০৪]

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'শাসকের জন্য নিজের প্রজাদের মধ্যে ব্যবসা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খেয়ানত।' [১০৫]

ছয়.

من ولى لنا عملا ولم تكن له زوجة فليتخذ زوجة ، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما- اوليس له مسكن فليتخد مسكنا، اوليس له دابة فليتخذ داية- فمن اصاب سوى ذلك فهر غال او سا رق

'যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রের কোনো পদ গ্রহণ করে, তার স্ত্রী না থাকলে বিবাহ করবে, খাদেম না থাকলে একজন খাদেম গ্রহণ করবে, ঘর না থাকলে একখানা ঘর

---

104 . আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী, *কানুযূল উম্মাল*, ষষ্ঠ খণ্ড, (ভারত, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ৯৭৫ হি.) হা. ইং ৬৮, ১২২

105 . আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী , প্রাগুক্ত হা. ৭৮,

Dhaka University Institutional Repository

করে নেবে, (যাতায়াতের) বাহন না থাকলে একটা বাহন গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়, সে খেয়ানতকারী অথবা চোর।' [১০৬]

সাত.

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেন,

من يكن اميرا فانه من اطول الناس حسابا واغلظه عذابا، ومن لايكن اميرا، فانه من ايسر الناس حسابا واهونه عذابا، لان الامراء اقرب الناس من ظلم المؤمنين- ومن يظلم المؤمنين فانما يخفر الله

''যে ব্যক্তি শাসক হবে, তাকে সবচেয়ে কঠিন হিসাব দিতে হবে, আর সবচেয়ে কঠিন আযাবের আশঙ্কায় পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসক হবে না, তাকে হালকা হিসাব দিতে হবে, তার জন্য হালকা আযাবের আশঙ্কা আছে। কারণ শাসকের মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর যুলুমের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর যুলুম করে, সে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।' [১০৭]

আট. হযরত উমর (রা) বলেন,

لو هلك حمل من ولد الضان ضياعا بشاطئى الفرات خشيت ان يسئلنى الله

'ফোরাত নদী তীরে যদি একটি বকরির বাচ্চাও হারিয়ে যায় (বা ধ্বংস হয়) তবে আমার ভয় হয়, আল্লাহ আমাকে সে জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।' [১০৮]

106 . আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী, প্রাগুক্ত , হা. ৩৪৬,
107 . আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, হা. ২৫০৫
108. আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, হা. ২৫১২

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো তা হলো– জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা করলে সরকার ছিন্নমূল মানুষের বিষয়ে জবাব দেওয়ার ভয়ে ছিন্নমূল বৃদ্ধি যেন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। তখন ছিন্নমূল বৃদ্ধি না হয়ে কমে যাবে।

ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী মীরাস বণ্টন করা ঃ

আল্লাহ ত’‘আলা কুরআন মাজিদে সূরা নিসায় মীরাস সংক্রান্ত যাবতীয় কথা বলে দিয়েছেন। মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। কোনো সন্তান বা ওয়ারিসকে তার প্রাপ্য মীরাস থেকে বঞ্চিত রাখা মাতা-পিতার জন্যে জায়েয নয়। কোনো আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী থেকে ঐ আত্মীয়কে কৌশল করে বঞ্চিত রাখতে চেষ্টা করাও সম্পূর্ণ হারাম কাজ। কেননা মীরাস আল্লাহ তা’য়ালার জারি করা ইসলামি শরীয়ার বিধান ও ব্যবস্থা। তাতে প্রত্যেক পাওনাদারকেই তার পাওনা অনুযায়ী অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে এবং আল্লাহ মানুষদের সেই বিধানের ওপর অবিচল হয়ে তদনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।’ [১০৯]

আল্লাহ তা’য়ালা ও রাসূল (স.) এর নির্দেশগুলো নিচে তুলে ধরা হলো–

এক. আল্লাহ তা’য়ালা বলেছেন,

اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما

তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রদের মধ্যে ফায়দা ও উপকারের দিক দিয়ে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী কে। এটা স্বয়ং আল্লাহর অংশ বণ্টন ও

[109] . আল কুরআন, ৪ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব নির্ধারণ। আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও সর্বাধিক জ্ঞানী[১১০]। সূরা নিসার এ আলোচনায় মূলত মানুষের ওয়ারিশ বঞ্চিত কর্মপন্থারই প্রতিবাদ করা হয়েছে। মানুষরা তাদের সম্পদে ছেলেদেরকে অংশিদার মনে করলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে এমনটা করতে চায় না। যারা আল্লাহ তা'য়ালার বিধান মেনে চলে তারা ব্যতীত। মা-বাবার ব্যাপক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক মেয়েরা সে সম্পদের অংশ না পাওয়ায় তারা অনেক সময় সম্পদহীন বা ছিন্নমূল হয়ে যায়। আবার অনেক বাবা-মাকে এমমটাও করতে দেখা যায় যে, সকল সম্পদ ছেলেদের নামে ক্রয় করে। যাতে মেয়েরা সম্পদ না পায়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই উক্ত আয়াতে নির্দেশনা দিয়েছেন[১১১]।

দুই. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন,

غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الا نهار خلدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين

কারো ক্ষতি না করা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়ত। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন ও পরম ধৈর্যশীল। এসব আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল (স) কে অমান্য করবে এবং তার

110 . আল কুরআন, ৪ : ১১

111. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (অনু: মাওঃ মোঃ আঃ রহিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭) পৃ. ৩২০

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মনীতি অমান্য করবে তিনি তাকে এমন জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্যে লজ্জা ও অপমানকর আযাব রয়েছে।[১১২]

তিন. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم

আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্যে সবকিছু স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যেন তোমরা গুমরাহ হয়ে না যাও। আর আল্লাহ তো সব বিষয়েই পূর্ণ অবহিত[১১৩]। অতএব মীরাসের যে বিধান আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, যে লোক তার বিরোধিতা করবে, আল্লাহ নির্ধারিত সীমাকেও সে লঙ্ঘন করেছে। তাকে আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

চার. যে আযাবের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে,

يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, চিরদিনই সেখানে সে থাকবে এবং তার জন্যে আরও অপমানকর আযাব রয়েছে।[১১৪]

তাই পিতা-মাতার উচিত আল্লাহর বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। যাতে করে সন্তান আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিন্নমূল না হয়। ইসলামি শরিয়তের উক্ত বিধান বাস্তবায়নে মাধ্যমে ছিন্নমূল বেড়ে যাওয়া রোধ করা যায়।

---

[112]. আল কুরআন, ৪ : ১২-১৪

[113]. আল কুরআন, ৪ : ১৭৬

[114]. আল কুরআন, ৪ : ১৪

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতা ত্যাজ্য ঘোষণা করার মতো কাজ না করা ঃ

সন্তানের ওপর পিতামাতার বহু অধিকার রয়েছে। তাদের আনুগত্য করা, ভালো ব্যবহার, সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রভৃতি সন্তানদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মানব প্রকৃতি তা করার জন্য তাগিদ জানায়, এসব কাজ সুন্দরভাবে করার জন্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। মায়ের ক্ষেত্রে এ কর্তব্য অধিকতর তাগিদপূর্ণ। কেননা মা-ই তাকে গর্ভে স্থান দিয়েছে, ক্রমাগত দশ মাস কাল তাকে গর্ভে বহন করেছে, তাকে প্রসব করার মারাত্মক ও মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাকে নিজের বুকের দুগ্ধ পান করিয়েছে এবং শৈশবে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করেছে[১১৫]। এতে তার যে কষ্ট হয়েছে, তা কোনো ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। এ ষিয়ে আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

''আমি মানুষকে তাগিদ করেছি এজন্য, যেন তারা তাদের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে বহন করেছে, প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আর ত্রিশ মাস কাল পর্যন্ত তাকে বহন ও দুগ্ধ পান করিয়েছে।''[১১৬]

এক ব্যক্তি এসে রাসূলে করিম (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল, আমার সর্বোত্তম সাহায্য ও সেবা-যত্ন পাওয়ার সকলের মধ্যে সবচাইতে বেশি অধিকার কার? জবাবে তিনি বললেন, তোমার মা'র। তারপরে কে, তারপরে কে এবং তারপরে কে বেশি অধিকারী জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূলে করিম (স.) প্রত্যেকবারই বললেন, তোমার মা,

115. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২১

116. আল কুরআন, ৪৬: ১৫

Dhaka University Institutional Repository

তোমার মা, তোমার মা। তার পরের অধিকারী হচ্ছে তোমার পিতা। [১১৭] এ পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের কষ্ট দেওয়া সবচাইতে বড় কবিরা গুণাহ বলে নবি করিম (সা.) ঘোষণা করেছেন। তাঁর ঘোষণায় এ গুণাহটি হচ্ছে শিরকের পর বড় গুণাহ।

নবি করিম (স.) বলেছেন,

الا انبئكم باكبر الكباءر ثلاثا قالوا بلى يارسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور

সবচাইতে বড় কবিরা গুণাহ কোনটি, আমি কি তা তোমাদের জানাবো না ? এ প্রশ্ন নবি করিম (স.) তিনবার করলেন। সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই তা আমাদের বলবেন। তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। [১১৮]

রাসূলে করিম (স.) আরও বলেছেন,

ثلاثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة

---

[117] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস, ৫৯৭১,

[118] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ৫৯৭৭,

Dhaka University Institutional Repository

তিনজন লোক কখনোই জান্নাতে যাবে না। তারা হচ্ছে, পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী, খারাপ ব্যবহারকারী, যে পুরুষ নিজ স্ত্রী দ্বারা খারাপ কাজ করায় এবং পুরুষালি চাল-চলন গ্রহণকারী নারী। [১১৯]

অপর হাদিসে রাসূলে করিম (স.) বলেছেন,

كل الذنوب يؤخر الله منها ماشاء الى يوم القيامة الاعقوق الوالدين فان الله يعجله صاحبه فى الحيات قبل الممات

গুনাহগুলোর মধ্যে আল্লাহ যতটা চান তার শাস্তি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন। কিন্তু তিনি পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, খারাপ ব্যবহার করার পাপকে মৃত্যুর পূর্বে এ জীবনেই তড়িৎ ব্যবস্থায় শাস্তিতে পরিণত করবেন।

বিশেষ করে পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছলে তাদের কল্যাণ কামানার জন্যে অধিক তাগিদ করা হয়েছে। কেননা এ সময় তাদের শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন তাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে অধিক লক্ষ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, বেশি বেশি যত্ন নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ সময় খুব দরদ, সহানুভূতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احد هما اوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا

---

119 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ *আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২৫৬২,৭৬,১৭১৩

Dhaka University Institutional Repository

আর তোমার রব নির্দেশ জারি করেছেন যে, তোমরা কারোরই দাসত্ব করবে না, কেবল তাঁকে ছাড়া। আর পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমার কাছে তাদের একজন বা দুজনই যদি বার্ধক্যে পোঁছে যায়, তাহলে তাদের তিরস্কার করবে না বরং দরদমাখা বাহু বিছিয়ে দেবে এবং বলবে, হে আল্লাহ ! তুমি এ দুজনের প্রতি রহমত কর, যেমন করে তারা আমাকে ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছে। ১২০

এ আয়াতের সমর্থনে হাদিসে বলা হয়েছে,

لو علم الله فى العقوق ادنى من اف لحرمه

পিতামাতাকে ‘উহ’ বলার অপেক্ষাও ছোট কোনো ব্যবহার পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও খারাপ ব্যবহার পর্যায়ের থাকতে পারে বলে যদি আল্লাহ তা’আলা জানতেন, তাহলে তাও তিনি হারাম করে দিতেন। অতএব, পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দুনিয়াতে ছিন্নমূল হওয়া এবং আখেরাতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া কোনো সন্তানেরই কামনা করা উচিত নয়। তাই সকল সন্তানেরই পিতা-মাতার সাথে যথাযথ সম্পর্ক ও হক আদায় করা কর্তব্য।

এছাড়া বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষ বৃদ্ধির আরো কারণ হলো নদীভাঙ্গন। নদীভাঙ্গন রোধ করলেই ছিন্নমূল বৃদ্ধি কমে আসবে, এর ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষকে জমিজমা বা মূল হারিয়ে ছিন্নমূল বা উদ্বাস্তুর মতো জীবনযাপন করতে হবে না। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় কারণে যেরকম উপকার রয়েছে সেভাবে অনেক অপকারও রয়েছে। তার মধ্যে বর্ষা মৌসুমে ভাঙ্গনের কবলে পরে উপকূলীয়

---

120 . আল কুরআন, ১৭: ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি, জমি-জমা হারিয়ে নিঃস্ব ও ছিন্নমূল হওয়া অন্যতম অপকার।

এ ধরনের অপকারিতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। যেমন, পদক্ষ্যেপ হতে পারে স্রোতপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় ব্লক ফেলে, জেগে ওঠা নতুন নতুন চরকে ড্রেজিং করে সে মাটি উপকূলে ফেলে উপকুলের স্রোত কমিয়ে, উপকূলের স্রোতের ধারা পরিবর্তন করে মাঝ পথে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ করা যায়। এভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ছিন্নমূল হতেই থাকবে। বস্তিতে, নদীতে ভাসমান, ভেড়িঢালে, বিভিন্ন খালিস্থানে বসবাসরত ছিন্নমূল মানুষদেরকে পরিকল্পিত ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ছিন্নমূল বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা ঃ

আল্লাহ তায়ালা এই সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা এবং তিনি নিজেই এর পরিচালক। তাই তিনি অতি সুন্দর করে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধন দিয়েছেন। সমাধান দিয়েছেন অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের ব্যাপারেও, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার যত সৃষ্টি রয়েছে মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই মানুষের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ নীতি তথা ইসলামের নীতি। মানুষের জীবনের প্রতিটা দিক ও বিভাগের জন্য রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। পৃথিবীতে দরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষগুলো কোন প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন চালাবে এবং ধনী, স্বচ্ছল ও দায়িত্ববান ব্যক্তিরা ছিন্নমূল মানুষদের ব্যাপারে কোন ধরনের ভূমিকা রাখবে এ সকল বিষয়ে রয়েছে ইসলামের সুন্দর ব্যবস্থাপনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

وما ا فاء الله على رسو له منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القر بى واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و مااتاكم الرسرل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب

‘‘আল্লাহ তা’য়ালা যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন তা এমন সম্পদ নয়, যার জন্য তোমাদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা করতে হয়েছে। বরং আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম। এসব জনপদ দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, তার রাসূল, রাসূলের আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য। যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে। রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [১২১]

নবি (স.) এর মাধ্যমে আল্লাহ সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়গুলো মানুষদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু অতা’য়ালা নবির মাধ্যম বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়ার পর এবার মানুষের বিবেকের স্বাধীনতার কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি মানুষ সেগুলো পালন করে তাহলে তাদের জন্যই ভালো। আর যদি সেগুলো অমান্য করে তাহলে তা তাদের জন্য অকল্যাণ। ইসলামের নির্দেশনায় ছিন্নমূল ও দরিদ্রতা দূর করার অনেক পন্থা রয়েছে, যা কুরআন হাদিস, ফিকাহ, ইসলামি সাহিত্যের মধ্যে বিস্তৃত রয়েছে। নিম্নে সেখান থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো–

121. আল কুরআন : ৫৯ : ৬,৭

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা

হেবা ও দান

ফসলি জমি বর্গাচাষ

ভূমি ইজারা ও বন্দোবস্ত

অনাবাদি জমি আবাদ করা

মুদারাবাভিত্তিক চাষাবাদ

গনিমত বণ্টন

যাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা, হেবা ও দান-ছাদাকা, ফসলি জমি বর্গাচাষ ও চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ, ইজারা দান, অনাবাদি জমি আবাদ করা, ভূমিবন্দোবস্ত, গনিমতের মাল বণ্টন ইত্যাদি ইসলামি ব্যবস্থাপনায় ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করা যায়। বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো–

এক। যাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

যাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে ছিন্নমূল ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের ভূমিকা প্রশংসনীয়, ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থনৈতিক মূল চালিকা শক্তি হলো যাকাত ও ওশর ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের বড় অংশ সংগ্রহ হবে এবং রাষ্ট্রের ব্যয়ের বৃহৎ অংশ মিটানো হবে। রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদুনরা যাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং সোনালি সমাজ গড়ে তুলেছেন। যেখানে ছিল না আজকের পৃথিবীর মতো ধনী-গরিবের এত বিশাল ব্যবধান। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত পরিচিতি ঃ

ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তির মধ্যে যাকাত অন্যতম। যাকাত ইসলামি অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে। সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অমানবিক ও শোষণমূলক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে যাকাত একটি জনকল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা। যাকাতভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষদেরকে সচ্ছলতা ও সম্পদশালী করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা ইসলামে যাকাতের বিধান দিয়েছেন এবং ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে নামাজের সাথে যাকাতের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। কুরআনুল কারিমের যাকাত সম্পর্কিত আয়াতগুলো থেকে কিছু আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হলো,

এক. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون

‘‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্যের প্রতি এবং সালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি সেখান থেকে আমার পথে ব্যয় করে অর্থাৎ যাকাত প্রদান করে” [১২২]। এখানে সালাতের সাথে যাকাতের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সালাত যেভাবে মানুষ ও সমাজের উন্নতি ঘটায় যাকাতও সেভাবে সমাজ , অর্থ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের অসহায় মানুষের উন্নতি ঘটায়। যার কারণে আল্লাহ তায়ালা সালাতের সাথে যাকাতকেও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন।

দুই. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة

‘‘আর মুমিনরা পরস্পর বন্ধু। তারা একে অন্যকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। এবং সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান করতে নির্দেশ করে”[১২৩]।

---

[122]. আল কুরআন, ২ : ৩

[123]. আল কুরআন, ৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

এখানেও সালাতের সাথে যাকাত দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সালাত কায়েম করেই কোনো মুসলমানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। সেই সাথে তাকে যাকাত দিতে হবে যদি সে সম্পদশালী হয়। আর এ যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজে দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা হয়। যাকাত প্রদানকারী ও প্রদানের খাত আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তিন. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

‘‘যাকাত পাবে শুধু ফকিরগণ, মিসকিনগণ, যাকাত উত্তোলনকারীগণ, অন্যধর্মালম্বীদেরকে মনজয় করার জন্য, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, দাস-দাসিগণ, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরগণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই খাতগুলো নির্ধারিত”[১২৪]। যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের সকলেই অসহায়। তাদেরকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সচ্ছল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা এ ব্যবস্থা করেছেন। যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো–

ফকির ঃ

ফকির এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। কোনো শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা কোনো সাময়িক কারণে আপাতত কোনো ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত

124 . আল কুরআন, ৯:৬০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে থাকে । যেমন– এতিম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।[১২৫]

মিসকিন ঃ

মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব ও অসহায়তার অর্থ রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের চাইতে যাদের অবস্থা বেশী খারাফ তারাই মিসকিন । নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে এমন সব লোকদেরকে সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারেনি, ফলে অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে

কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদা ও সচেতনতা কারোর সামনে হাত পাতার অনুমতি দেয় না। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করবে এবং সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিবে। হাদিসে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ পায় না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায় না এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায় না, সে-ই মিসকিন ।” অর্থাৎ সে একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গরিব ।[১২৬]

যাকাত উত্তোলনকারীগণ ঃ

অর্থাৎ যারা সাদকা আদায় করে, আদায় করে ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে, সে সবের হিসাব-নিকাশ করে, খাতাপত্রে লেখে এবং লোকদের মধ্যে বণ্টন করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত থাকে । ফকির বা মিসকিন না হলেও এসব লোকের

---

125 . সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন* (৫ম খণ্ড , আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯) পৃ. ৪৬

126 . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *আল কুরআনের পয়গাম*, অনু. মাওলানা আতিকুর রহমান, (ঢাকা, সৌরভ বর্ণালী প্রকাশনী, আগস্ট, ২০১৮ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

বেতন সর্বাবস্থায় সাদকার খাত থেকে দেয়া হবে । এখানে উচ্চারিত এ শব্দগুলো এবং সূরা তাওবার ১০৩ আয়াতের শব্দাবলি "তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা উসূল করো।" একথাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায় ও বণ্টন ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরর্ভুক্ত [১২৭] ।

মুয়াল্লাফাতুল কুলুব ঃ

ইবনে কাছিরের বর্ণনা মতে "যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি বিনীত হইবে অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তাহাদিগকে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বলে"। [১২৮] মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হুকুম এখানে দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশঙ্কা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরির দিকে ফিরে যাবে,

এ ধরনের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা এমন শত্রুতে পরিণত করা যায়, যে কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না । এ খাতে গনীমতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে এবং

---

127. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

128 . আল্লামা ইবনে কাছীর (র), *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড*, (অনু,অধ্যাপক আখতার ফারুক, প্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩), পৃ. ৬২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন হলে যাকাতের তহবিল থেকেও ব্যয় করা যায়। এধরনের লোকদের জন্য ফকির, মিসকীন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেওয়া যেতে পারে।[১২৯]

দাস-দাসিগণ ঃ

দাসদেরকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ দু'ভাবে ব্যয় করা হতে পারে। এক, যে দাস তার মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে । তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায় । দুই, যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেওয়া । এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত । কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে হযরত আলী (রা), সাঈদ ইবনে জুবায়ের, লাইস, সাওরী, ইবরাহীম নাখায়ী, শা'বী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েয গণ্য করেন । অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রা) হাসানবসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয মনে করেন [১৩০] ।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ঃ

অর্থাৎ এমন ধরনের ঋণগ্রস্ত, যারা নিজেদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলে তাদের কাছে নেসাবের চাইতে কম পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে । তারা অর্থ উপার্জনকারী হোক বা বেকার, আবার সাধারণ্যে তাদের ফকির মনে করা হোক বা ধনী । উভয় অবস্থায় যাকাতের খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে । কিন্তু বেশকিছু সংখ্যক ফকিহ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসৎকাজে ও অমিতব্যয়িতা করে যারা

[129] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

[130] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

নিজেদের উড়িয়ে দিয়ে ঋণের ভারে ডুবে মরছে, তওবা না করা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করা যাবে না [১৩১]।

আল্লাহর পথে ঃ

আল্লাহর পথে শব্দ দুটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যেসব সৎকাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এমন সমস্ত কাজই এর অন্তর্ভুক্ত । এ হুকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যেকোনো সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে । কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য । অর্থাৎ যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরি ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে [১৩২]।

মুসাফিরগণ ঃ

মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলেও সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে । এখানে কোনো কোনো ফকিহ শর্ত আরোপ করেছেন, অসৎকাজ করা যার সফরের উদ্দেশ্য নয়

[131] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

[132] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কেবল সেই ব্যক্তিই এ আয়াতের প্রেক্ষিতে সাহায্যলাভের অধিকারী হবে। কিন্তু কুরআন হাদিসের কোথাও এ ধরনের শর্ত নেই । অন্যদিকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে জানতে পারি, যে ব্যক্তি অভাবী ও সাহায্যলাভের মুখাপেক্ষী তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপাচার বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয় । বরং প্রকৃতপক্ষে গোনাহগার ও অসৎচরিত্রের লোকদের বিপদে সাহায্য করলে এবং ভালো ও উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালালে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারে [১৩৩] ।

দুটি খাত ব্যতীত উপরের সবকয়টি খাতের আলোচনায় দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা দরিদ্র ও ছিন্নমূল পুনর্বাসনের উত্তম ব্যবস্থা। যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পরিচয় আরো সহজে দেওয়া যেতে পারে। গরিব, যাদের কাছে কিছু না কিছু ধন-সম্পদ আছে কিন্তু তা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার পক্ষে যথেষ্টে নয়, খুবই টানাটানির ভেতর দিয়ে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তদুপরি কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না, এরা গরিব । ইমাম জুহুরী, ইমাম আবু হানিফা, ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আবুল হাসান এবং অন্যান্য ফকিহগণ এদেরকেই ফকির বা গরিব বলে অভিহিত করেছেন [১৩৪] ।

মিসকিন, যেসব লোকের অবস্থা আরও খারাপ, পরের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়, নিজের পেটের অন্নও যারা যোগার করতে পারে না তারা মিসকিন । যারা সক্ষম কিন্তু বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে হযরত উমর (রা) তাদেরকেও মিসকিনের মধ্যে

---

133 . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

134. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গণ্য করেছেন [১৩৫]। যাকাত বিভাগের কর্মচারী, ইসলামি রাষ্ট্র যাকাত আদায়ের জন্য যাদেরকে কর্মচারী নিযুক্ত করবে, তাদেরকেও যাকাতের থেকেই বেতন দেওয়া হবে[১৩৬]

যাদের মন রক্ষা করতে হয়, ইসলামের সহায়তার জন্য কিংবা ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করার জন্য যাদেরকে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন তারা এর অন্তর্ভুক্ত। সেই সকল নওমুসলিমও এর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে সমস্যা মুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য। নওমুসলিম অমুসলিম জাতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে বেকার সমস্যা বা আর্থিক অনটনে পড়ে গেলে তাদের সাহায্য করা মুসলমানদের একটি জাতীয় কর্তব্য । এমনকি তারা ধনী হলেও তাদেরকে যাকাত দেওয়া উচিত ।

এতে তারা ইসলামের ওপর অধিকতর আস্থাবান হবে । হোনাইনের যুদ্ধে জয়ের পর হযরত নবি করিম (স.) নওমুসলিমদেরকে গনিমতের বহু সম্পদ দান করেছেন । ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে একশ উট পড়েছিল । আনসারগণ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রাসূলে পাক (স.) বললেন, ‘এরা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে আমি তাদেরকে খুশি করতে চাই।’ এ হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম জুহুরী বলেছেন, যেসব ইয়াহুদি-খ্রিস্টান মুসলমান হবে বা অন্য কোনো ধর্মালম্বী ইসলাম কবুল করবে, তারা ধনী হলেও তাদের যাকাত দেওয়া হবে [১৩৭]।

গোলাম ও কয়েদিদের মুক্তি বিধান, যে ব্যক্তি দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে আছে এবং যে মুক্তি পেতে চায়, তাকেও যাকাতের অর্থ দেওয়া যায় । উক্ত অর্থের বিনিময়ে সে মালিকের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিবে । বর্তমান যুগে দাস প্রথার

137. সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী, যাকাতের হাকীকত , (আধুনিক প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৯), পৃ. ৪৪-৪৬
[136] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত
[137] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলন নেই । যেসব লোক কোনো জরিমানা আদায় করতে অক্ষম বলে ভুগতে বাধ্য, যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের মুক্তির বিধান করা যেতে পারে, করলে তাও এ বিভাগের গণ্য [১৩৮] ।

ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ, যেসব লোক ঋণী অথবা ঋণ আদায় করার সম্বল তাদের নেই, তাদেরকেও যাকাতের টাকা দ্বারা ঋণের ভার থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে । কিন্তু তাই বলে একজনের কাছে হাজার টাকা থাকলেও সে যদি একশ টাকার ঋণ হয় তাহলে তাকে কিছুতেই যাকাত দেওয়া যাবে না । তবে যে ব্যক্তির ঋণ শোধ করার পর যাকাত ফরজ হতে পারে এ পরিমাণ অর্থ যদি তার কাছে না থাকে তবে তাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে ।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এটাও বলেছেন যে, যারা অপচয় এবং বিলাসিতা ও অপরাধ করে ঋণী হয়, তাদেরকে যাকাত দেওয়া মাকরুহ। কারণ এমতাবস্থায় তাদেরকে যাকাত দিলে সে ধন-সম্পদের আরও অপচয় করবে এবং যাকাত নিয়ে ঋণ শোধ করার ভরসায় সে আরও অধিক ঋণ গ্রহণ করবে [১৩৯]। আল্লাহর পথে, আল্লাহর পথে শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক । মুসলমানদের সমস্ত নেক কাজেই যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে, বিশেষ করে এর অর্থ হচ্ছে,আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের সাহায্য করা।

নবি করিম (স.) বলেছেন যে, ধনী ব্যক্তির পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয নয় । কিন্তু ধনী ব্যক্তিই যদি জিহাদের জন্য সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তবে তাকেও যাকাত দিতে হবে, কারণ এই যে এক ব্যক্তি ধনী হতে পারে, কিন্তু জিহাদের জন্য যে বিরাট ব্যয় আবশ্যক, তা শুধু নিজের অর্থ দ্বারা পূরণ করতে পারে না । তার এ

---

[138] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

[139] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কাজের জন্য তাকে যাকাতের টাকা সাহায্য করা যাবে। পথিক-প্রবাসি, পথিক বা প্রবাসীর নিজ বাড়িতে যত ধন-সম্পদ থাকুক না কেন, কিন্তু পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে [১৪০]।

চার,

‘‘আর যারা স্বর্ণ ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা নির্দিষ্ট পরিমাণ আল্লাহর পথে খরচ করে না। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও।”[১৪১] ইসলামি জীবনব্যবস্থায় যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অর্থনৈতিক ইবাদতের মধ্যে এটি অন্যতম। ইসলামের পঞ্চ মৌলিক ভিত্তির মধ্যে এটি তৃতীয়। ঈমান ও নামাযের পর এর স্থান। পবিত্র কুরআনের যত স্থানে নামাযের উল্লেখ রয়েছে প্রায় তত স্থানেই যাকাতের কথাও উল্লিখিত রয়েছে।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের নামাজ যেমন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য তেমনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচ্ছল ও সুন্দর রাখার জন্য যাকাত একটি অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কুরআন দ্বারা যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। যাকাতের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো যদিও অহিয়ে গায়রে মাতলু তথা হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, তবুও যাকাত অস্বীকারকারী মুরদাত বা কাফের। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, শরিয়তে যাকাতের ফরযিয়াতটি একটি অকাট্য বিষয়, এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে।

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তেকালের পর যখন ইয়ামামার কোনো এক গোত্রের লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করল, তখন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র.) তাদের বিরুদ্ধে তেমনি যুদ্ধ করেছেন, যেমন করতে হয় কাফের

---

[140] . মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত

[141] . আল কুরআন, ৯: ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মুশরিকদের বিরুদ্ধে, অথচ তারা নামায আদায় করত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমানও বর্তমান ছিল। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং নামাযও আদায় করে এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা যায় কিনা, এ বিষয়টি কতিপয় সাহাবির মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবু বকর (র.) দৃঢ়তার সাথে যখন এ ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহর শপথ ! রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় যারা যাকাত দিত, আজ যদি কেউ তার একটি উট বাঁধার রশিও দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করব। শেষ পর্যন্ত সকল সাহাবি এর সত্যতা ও যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং ঐকমত্য পোষণা করলেন, যারা যাকাত দেবে না তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অপরিহার্য।

যাকাতের বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্য ঃ

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জীবন চলার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে যত বিধান প্রবর্তন করেছেন যাকাত তার মধ্যে অন্যতম। ইসলামের অন্যতম রোকন যাকাত বিধিবদ্ধ হওয়ার পেছনে বহু রহস্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হলো, যাকাত দানে যাকাত আদায়কারীর মালের পবিত্রতা অর্জন হয়, সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন হয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে, যাকাত প্রদানে দানকারীর আত্মিক পবিত্রতা অর্জন হয়, ধনীদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার নিশ্চিত হয়, যাকাত আদায়ে আদায়কারীর সম্পদ কমে না,

বরং বৃদ্ধি পায় সমাজ ও রাষ্ট্রের অভাব অনটন দূরীভূত হয় এতে ধনীদের পাশাপাশি গরিবরাও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সমাজের ধনী-গরিবের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যাকাত আদায়ের ফলে কারো কাছে সম্পদ কুক্ষিগত থাকে না, যাকাতদাতার সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি হয়, যাকাত মানুষের লোভলালসা নিবারণ করে, অভাবমুক্ত ইসলামি সমাজ গঠন সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হয়, আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়, জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়, অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়ন করে, যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র ঋণমুক্ত হতে পারে; যাকাতের অর্থে গড়ে ওঠা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বেকার সমস্যা দূর করা যায়, সর্বোপরি যাকাত ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মধ্যমণি।

সুসম অর্থনৈতিক বণ্টন, উন্নয়ন, ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য বিধায় উল্লিখিত দিকগুলোকে কেন্দ্র করে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুসলমানাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্যে শেষ নবি মুহাম্মদ (স.) এবং তার প্রিয় সাহাবায়ে কেরামগণের নজিরবিহীন ত্যাগ ও কোরবানির বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তারা আল কুরআনের উক্ত নির্দেশের আলোকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সত্যিকার অর্থে ঈমান এনেছেন। আল্লাহর রাসূলের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ঈমানের দাবি পূরণে যথার্থ ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহর পথে অকাতরে মালের কোরবানি পেশ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, নবি-রাসূলগণের মাধ্যমে পরিচালিত রাষ্ট্রে শরিক লোকেরা রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় উপায় উকরণ সংগ্রহের জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী ছিলেন না।

যারাই ইসলামে শরিক হয়েছেন তারাই ইসলামি রাষ্ট্রের উপায় উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নিজেদের মালের কোরবানির মাধ্যমে। শেষ নবি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নিজের মালের কোরবানির মাধ্যমে। শেষ নবি এবং তার সাথীদের ইতিহাস, ইতিহাসের আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা কেয়ামত পর্যন্ত এ পথের পথিকদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম মাল ও জানের কোরবানির যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন– তার প্রেরণার উৎস ছিল আল্লাহর কুরআন ও এবং রাসূলের সুন্নাহর সার্থক অনুসরণ। এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহর মূল দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্রে ছিন্নমূল বা দারিদ্র্য দূর করার কাজে মালের কোরবানি অপরিহার্য।

ওশর ঃ

যাকাতের আলোচনা শেষ করার পর এবার ওশর নিয়ে আলোচনা করা হলো– ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত আরব ভূখণ্ডে ভূমি রাজস্বের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। রাসুলে করিম (সা.) এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনকরেন । সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্য তিনি একটি নির্দিষ্ট হারে ওশর নির্ধারণ করেছেন। কৃষিকাজের উপযুক্ততার দিক থেকে জমির দুটি শ্রেণি রয়েছে– সেচবিহীন ও সেচযুক্ত। প্রথমোক্ত ভূমি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বৃষ্টির পানিতেই সিক্ত হয়। অন্যটিতে মানুষ কায়িক শ্রম, পশুশ্রম বা যন্ত্রের সাহায্যে জলসেচ করে কৃষিকাজের উপযুক্ত করে নেয় । এই উভয় ধরনের জমির ওশরের ব্যাপারে রাসুলে কারিম (স.) যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তা নিম্নরূপ,

যেভাবে নাগরিকদের নিকট থেকে ওশর আদায় করা হবে তার বর্ণনা। যা বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে সিক্ত হয় ঐসব জমি হতে এক–দশমাংশ পরিমাণ ফসল গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যেসব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে পানিসেচ করতে হয় সেসব হতে এক-বিংশতি অংশ আদায় করতে হবে [১৪২]। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রতিটি মুসলিমের জমিতে বছরে যা কিছু উৎপন্ন হউক না কেন তা থেকে ওশর অর্থাৎ এক-

[142]. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসুলের (স.) দশ দফা (অনু. আইসিএস পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭), পৃ. ৩১-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

দশমাংশ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিংশতি অংশ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা করে দেবে। অবশ্য নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে তবেই ওশর আদায় করতে হবে। ওশরের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে । নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

প্রথমত, ওশর কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই রহিত করা যাবে না । এর হারও চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট। এ থেকে কোনো অবস্থাতেই কাউকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে না। তবে কোনো মৌসুমে কোনো ফসল নিসাব পরিমাণের কম উৎপন্ন হলে তার ওশর আদায় করতে হবে না ।

দ্বিতীয়ত , ওশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল হতেই । অর্থাৎ যেসব জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হবে সেই ফসলের প্রত্যেকটি হতেই ওশর আদায় করতে হবে। এর ফলে বায়তুল মালের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, পরোক্ষভাবে জাতি ও দেশেরই কল্যাণ করা হবে ।

তৃতীয়ত, ওশর আদায় করতে হবে ফসলের দ্বারাই । এ ব্যবস্থা কৃষক বা ভূমি মালিকের জন্যে খুবই অনুকূল । কারণ, ফসল কম হোক আর বেশি হোক, তা থেকে নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধ করতে কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই ।

তাছাড়া নগদ টাকায় যদি ওশর দিতে হয় তাহলে কৃষকের অসুবিধার সম্ভাবনা থাকে। ফসলের মূল্য কখনোই নির্দিষ্ট থাকে না । কোনো বছর যদি বিশেষ কোনো ফসল বেশি উৎপন্ন হয় বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মূল্য হ্রাস পায় তাহলে নির্দিষ্ট ওশর পরিশোধ করার জন্য কৃষক অধিক পরিমাণে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এতে কৃষকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ রায়তের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশি জমিদার ও চার্চের নামে আদায় করা হতো। ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর শিল্প বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে নেয় অথবা শক্তির দ্বারা চাষিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে । ফলে বেকার ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতন্ত্রে ভূমিস্বত্ব নীতিতে জমির ব্যক্তিমালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, বরং ব্যক্তিকে জমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে ।

সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে । এজন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে [১৪৩]। লেবার ক্যাম্প বা বন্দি শিবিরে পাঠানো হয়েছে আরও বহু লক্ষকে । নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। তবেই জমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু কৃষকদের এই রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে কাজ করতে গায়ের জোরে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে অনেক সময় তাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত পারিশ্রমিকও জোটেনি । এই উভয় প্রকার ভূমিব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও জাতি বঞ্চিত; সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়, বরং শোষিত ও নিপীড়িত ।

এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্টি না হয় সেজন্যে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই রাসূলে কারিম (স.) তাঁর অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিলেন । আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ত সে নীতি অনুসারে ভূমির বিলি-বণ্টন ও মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে [১৪৪]। রাসুলুল্লাহ (স.) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, জমিজায়গা সবকিছুই আল্লাহর। মানুষ তাঁরই দাস । অতএব যে ব্যক্তি অনাবাদি জমি চাষ উপযোগী ও

[143] . শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৫

[144] . শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনক্ষম করে তুলবে তার মালিকানা লাভে সেই-ই অগ্রাধিকার পাবে। ইসলামি ভূমিস্বত্ব নীতি অনুযায়ী জমির মালিকানা লাভ ও ভোগদখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় । সেগুলো হচ্ছে,

১. আবাদি ও মালিকানাধীন জমি । মালিকের বৈধ অনুমতি ব্যতীত এই জমি অপর কেউ ব্যবহার বা কোনো অংশ দখল করতে পারবে না।

২. কারো মালিকানাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পতিত আবাদ অযোগ্য জমি । বসবাস নেই, কৃষিকাজ হয় না, ফলমূলের চাষ হয় না । এই শ্রেণির জমিও মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকবে ।

৩. জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি । কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, স্কুল-কলেজ, চারণভূমি ইত্যাদি সর্বসাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি এই শ্রেণির আওতাভুক্ত থাকবে ।

৪. অনাবাদি, (বাংলাদেশে পানি ব্যতীত মোট ভূমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১০ বর্গ কিলোমিটার। এ জমির মধ্যে আবাদ করা যাবে ৭৪ হাজার ১৭৩ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশে আবাদের পরিমাণ ৫৫.৩৯ শতাংশ।[১৪৫]) অনুর্বর, মালিকানাহীন ও উত্তরাধিকারীহীন জমি এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না তা ইসলামি রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের সাধারণ ও নির্বিশেষ অধিকার স্বীকার ও সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনই নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইমলামে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত, রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমি মালিকের সরাসরি সম্পর্ক । জমিদার তালুকদার প্রমুখ

---

145 .বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ জুলাই ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো স্থান ইসলামে নেই [146]। জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি, সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক । জমির মালিক যদি বৃদ্ধ, পঙ্গু, আশক্ত, শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে ।

এ প্রসঙ্গে রাসুলে কারিম (স.) এর নির্দেশ হচ্ছে,যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে । হযরত উমর ফারুক র. হযরত বিলাল ইবনুল হারেস র. এর নিকট হতে রাসুলে কারীম স. প্রদত্ত জমির যে পরিমাণ তাঁর চাষের সাধ্যাতীত ছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং মুসলিম কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনবার জন্যে এক দিকে কিছু দেশ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে । অন্যদিকে ফসলের দাম কমে যাওয়ার ভয়ে কোনো কোনো দেশে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদি রাখা হচ্ছে । তাই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না । ফলে বিশ্বে খাদ্যের অনটন লেগেই রয়েছে ।

সুতরাং, জমি যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদি ও পতিত রাখা যাবে না তেমনি সমস্ত পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে হবে । ইসলামের দাবিই তাই । এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পতিত জমি শুধু ব্যক্তিকে চাষ করতে বলা হয়নি, উৎসাহ দেবার জন্যে ঐ জমিতে তার মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে । রাসুলে কারিম (স.) বলেছেন, যে লোক পোড়ো ও অনাবাদি জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে জমি অনাবাদি রাখার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

---

[146] . শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বরং জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো আবাদি জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিবে । উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মুখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রর্বতন হওয়া দরকার । এজন্যে ইসলামের সেই প্রারম্ভিক যুগে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিধান। মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোনো দিক দিয়ে এর সমকক্ষ ও সমতুল্য কোনো বিধানই আজকের পৃথিবীতে নেই [১৪৭]।

দুই,

হেবা ও দান ঃ

হেবা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোন সম্পদশালী ব্যক্তি যেকোনো ব্যক্তিকে দান করতে বা হেবা দিতে পারে। এতে কোনো বাধা নেই। তবে এখানকার আলোচ্য বিষয় হলো হেবাদানের মাধ্যমে কীভাবে ছিন্নমূল দূর করা যায় বা ইসলাম এ বিষয়ে কী ভূমিকা রাখে। ইসলাম আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দানে উত্তম ব্যবস্থা করেছে। যা অন্য কোনো ধর্মে দেখা যায় না। নদীভাঙ্গ, যুদ্ধ, নির্বাসন, দেশান্তরিত হওয়াসহ নানা কারণে ছিন্নমূল আশ্রয় চাইতে পারে। তাই ইসলাম আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য রেখেছে উত্তম ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

এক عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال الله تعالى انفق يا ابن ادم انفق عليك- متقق عليه

[147]. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

‘‘হযরত আবু হুরাইরা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা’য়ালা মানব সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি খরচ কর, তোমার জন্যে খরচ করা হবে।” [১৪৮]

দুই. وعن اسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق ولا تحصي ولا توعي

فيوعى الله عليك ارضخى مستطت- متفق عليه

‘‘হযরত আসমা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) তাঁকে বলেছেন, খরচ কর, কত খরচ করলে তা বড় করে দেখার জন্যে হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ তোমার বিপক্ষে হিসাব করবেন। সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগী হবে না, হলে আল্লাহ তোমার বিপক্ষের জমা ভালে করে সংরক্ষণ করবেন। তোমার সাধ্যমতো খরচ কর”। [১৪৯]

তিন. وعن

ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن اد م ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه سر لك ولا تلام على كفاف وابدا لمن تعول

رواه مسلم

‘‘আবু উমামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, হে আদম সন্তান, যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ খরচ কর তাহলে তা তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে। আর যদি তা সঞ্চ করে রাখ তাহলে তা হবে তোমার জন্যে অকল্যাণকর। তবে হ্যাঁ,

---

[148] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪৭২, কিতাবুল ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ

[149] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪৭২, দান অধ্যায়

তোমার জীবনধারণের ন্যূনতম সম্পদের জন্যে তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। এ খরচের সূচনা কর তোমার পরিবার থেকেই ।" [১৫০]

চার. وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخى قريب من الله ومقريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار و جاهل سخى احب الى الله من عابد بخيل رواه الترمذى

''হযরত আবু হুরাইরা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল র. বলেছেন, দানকারী আল্লাহর নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষেরও নিটকতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, দোযখের নিকটে। অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়।" [১৫১]

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদিসের আলোচনার মূল কথা, দান-ছাদাকা দারিদ্র্য ও ছিন্নমূল দূর করার উত্তম ব্যবস্থা। ইসলাম কোনো বিধান পালনে কখনো বাধ্যতামূলক করে, আবার কখনো কোনো সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করে। এদিকে যাকাত প্রদান সম্পদশালীদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে, অন্যদিকে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে দরিদ্র মানুষদের সহায়তার জন্য।

---

150 . শায়খ মুসলিম বিন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৫৯৪, দান অধ্যয়

151 . ইমাম আবু ঈসা, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযি (রহ), জামিউত তিরমিযি, (অনু. মাও. মু. মাজহারুল ইসলাম, প্রকাশনী. মীনা বুক হাউজ, ঢাকা, ২০১৪) বাবুল ইনফাক, হাদীস নং, ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository

দান ঃ

হেবা সংক্রান্ত আলোচনা করার পর এবার দান সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো– ইসলামে দান-ছাদাকার মাধ্যমে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাসূল (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মুহাজিরদের ছিন্নমূল অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে আনসারদেরকে আহ্বান করেছিলেন। রাসূল (স.) বলেছিলেন, আনসারদের মধ্যে যাদের দুটি বাড়ি রয়েছে একটি বাড়ি তাঁর মুহাজির ভাইকে দান করবে, যার দুটি বাগান রয়েছে সে একটি বাগান তার মুহাজির ভাইকে দান করবে যাতে তোমার ভাইয়ের অভাব পূরণ হয়ে যায়। আর দানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

এক. وما لكم الا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والارض
لايستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من
الذين انفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد لله الحسنى والله بما تعملون خبير
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله اجركريم

‘‘ আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমনকি কারণ থাকতে পারে? অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। তোমাদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং খরচ করেছে বিজয়ের আগে; বিজয়ের পরে খরচকারী এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সমান হতে পারে না। পরবর্তীদের চেয়ে পূর্ববর্তীগণের মর্যাদা অনেক বড় অবশ্যই আল্লাহ সবার জন্য উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন। আল্লাহকে উত্তম করজ দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? যদি

Dhaka University Institutional Repository

কেউ এভাবে করজ দিতে এগিয়ে আসো তাহলে আল্লাহ তাকে অনেক গুণ বেশি প্রতিদান দেবেন। তার জন্যে রয়েছে আরও সম্মানজনক প্রতিদান। ” [১৫২]

দুই. الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما انفقوا منا ولااذى لهم اجرهم عند ربهم

‘‘যারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোটা দেয় না, এবং কষ্ট দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্যে যথার্থ প্রতিদান রয়েছে।” [১৫৩]

আল্লাহ তা’য়ালা আরো বলেন,

وما تنفقوامن خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون

‘‘তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে। তোমাদের ওপর কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।” [১৫৪]

তিন. وماتنفقوا من شئ فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون

আর আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছুই খরচ কর, তার প্রতিফলন তোমরা অবশ্যই পাবে, তোমাদের ওপর কোনরূপ জুলুম করা হবে না।” [১৫৫]

---

152 . আল কুরআন, ৫৭ : ১০,১১

153 . আল কুরআন, ২ : ২৬২

154 . আল কুরআন, ২ : ২৭২

155 . আল কুরআন, ৮ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

চার. قل لعباد الذين امنوا يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية من قبل ان ياتى يوم لابيع فية ولا خلة

‘‘ঈমানদার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে সেইদিন আসার আগেই যেদিন কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।” [১৫৬]

পাঁচ. مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضعف لمن يشاء و الله واسع عليم

‘‘যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের এই খরচকে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা চলে যা জমিনে বপন বা রোপণ করার পর তা থেকে ৭টি ছড়া জন্মে এবং প্রতিটি ছড়ায় একশতটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ পুরস্কার দিতে পারেন। আল্লাহ সুবিশাল ও মহাজ্ঞানী।” [১৫৭]

ছয়. وانفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياتى احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتنى الى اجل قريب فاصدق واكن من الصا لحي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون

‘‘আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ-অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে আমার রব, আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতে পারতাম। কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময়

156 . আল কুরআন, ১৪ : ৩১
157. আল কুরআন, ২ : ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।”[১৫৮]

সাত. وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين

‘খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তরমরূপে নেক কাজে আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজে উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালোবাসেন।” [১৫৯]

আট. يايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم- يوم يحمى عليها فى نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

‘‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনে রাখ, আহবার ও রোহবানদের (ইহুদি ও নাসারাদের ধর্মগুরুগণ) অধিকাংশই অন্যায় ও অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে থাকে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে, আর তা আল্লাহর রাহে খরচ করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির দুঃসংবাদ দাও। একদিন আসবে যখন সোনা ও রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে।

158 . আল কুরআন, ৬৩ : ১০,১১

159 . আল কুরআন সূরা ২ : ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এ সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।”[১৬০]

নয়. هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل ومن بيخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثلكم

‘‘তোমরাতো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।” [১৬১]

উপরের আলোচনায় দানের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার মূল লক্ষ্যই হলো অসহায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা। দান গ্রহণ করে একজন গরিব ধণী হতে পারে, একজন গৃহহীন মানুষ গৃহের মালিক হতে পারে এবং একজন ছিন্নমূল মানুষ মূলের তথা জমির মালিক হতে পারে। ইসলাম এজন্যই দানকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে।

[160] . আল কুরআন ৯ : ৩৪, ৩৫

[161] . আল কুরআন , ৪৭ : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিন।

ফসলি জমি বর্গাচাষ ঃ

পৃথিবীতে কোনো মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেককেই পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বাঁচতে হয়। আর পারস্পকির সহযোগিতামূলক চুক্তির নাম মুসাকাত ও মুজারাত[১৬২]। মালিক ও শ্রমিকের মাঝে বর্গা চাষের যে চুক্তি হয়, তাতে যেন কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য ইসলামি আইনে মুছাকাত ও মুজারায়াত এর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কীভাবে ভূমিহীন ও ভূমি মালিকদের মাঝে সমতা কায়েম করা যায় ইসলাম তার সুন্দর নীতিমালা দিয়েছেন। নিম্নে সে সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হলো– জমির প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যা সূরা আরাফে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده

''নিশ্চয় সমস্ত জমির অথবা পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তার বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান উহার উত্তরাধিকারী করেন।" [১৬৩]

তবে দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে তা ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন সেই সাথে মালিকানারও। সেজন্য জমির মালিক ইচ্ছামতো জমি ফেলে রাখবে ইসলাম তা পছন্দ করে না। আল্লাহ অনেক সুন্দর নিয়মনীতি দিয়েছেন যাতে করে দারিদ্র্য ও ছিন্নমূল মানুষরাও পুনর্বাসিত হতে পারে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো– দারিদ্র্য ও ছিন্নমূল দূর করতে এবং অনবাদি জমি কাজে লাগাবার লক্ষ্যে নবি করিম (স.) অনেক কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা হাদিস শরিফ থেকে জানা যায়,

---

162 . আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, (অনু. ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৮), পৃ. নং. ২১২

163 . আল কুরআন, ৭ : ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

১।

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر تمرها رواه مسلم فى رواية البخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها

''হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) খায়বারের খেজুরের বাগান ও জমি খায়বারের ইহুদিদেরকে এ শর্তে প্রদান করেন যে, তারা তাদের নিজেদের অর্থে এতে কাজ করবে আর রাসুলুল্লাহ (স.) তার ফলের অর্ধেক পাবেন। এটা ইমাম মুসলিমের বর্ণনা। বুখারি শরিফের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) খায়বারের ইহুদিদেরকে জমি দিয়েছেন এই শর্তে যে, তারা তাতে পরিশ্রম করবে ও শস্য উৎপাদন করবে। আর তারা এ ভূমির উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পাবে।" [১৬৪]

উপরের হাদিস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, জমি অনাবাদি ফেলে রাখা দুপক্ষেরই ক্ষতি। একদিকে জমির মালিক জমি থেকে কোনো আয় পেল না। অন্য দিকে জমি না থাকায় ছিন্নমূল বা দরিদ্র ব্যক্তিও জমির অভাবে চাষাবাদ করতে পারল না। তাই সে অসচ্ছল থেকে গেল। এই জন্য রাসূল (স.) উভয় পক্ষকে লাভবান বানাতে উত্তম ব্যবস্থা চালু করেছেন।

[164] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২৮৪,২২৮৬, ২৩২৮, ২৩২৯, ২৩৩১, ২৩৩৮, ২৪৯৯, ২৭২০, ৩১৫২, ৪২৪৮, ২৩৩২,২৩৪৪, ২৭২২,

Dhaka University Institutional Repository

২।

وعن حنظلة بن قيس عن رافع بن خد يج قال اخبرني عمى انهم كانوا يكرون الارض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شئ يستنيه صاحب الارض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هى بالدراهم والدينار فقال ليس بها باس وكان الذى نهى غن ذلك مالو نظر فيه ذو و الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لمافيه من انمخاطرة

‘‘তাবেয়ি হযরত হানযালা ইবনে কায়েস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত রাফে ইবনে খাদীজকে অবহিত করেছেন, তারা নবি করিম (স.)-এর যামানায় খালের পার্শ্বের ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের শর্তে, কিংবা ভূমিমালিকের ভাগ দেওয়া অংশের শর্তে জমি বর্গা দিতেন, অতঃপর নবি করিম (স.) আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত হানযালা (র.) বলেন, আমি হযরত রাফে (র.) কে জিজ্ঞেস করলাম, দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে কেরায়া (ভাড়া) দেওয়া কেমন হবে? তিনি বললেন, এতে কোনো আপত্তি নেই। আর যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তা এ সুরতেই। হালাল-হারামে অভিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তিরা যদি এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে তারা এটি করার অনুমতি দিবেন না। যেহেতু তাতে প্রতারণার আশঙ্কা রয়েছে।” [১৬৫]

[165] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৩৪৬, ২৩৪৭, ২৩৩৯, ৪০১৩

Dhaka University Institutional Repository

বর্গাচাষের যে বিষয়গুলো হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত দরিদ্র বা ছিন্নমূল মানুষের বিষয় বিবেচনা করেই করা হয়েছে। যাতে ছিন্নমূল মানুষেরা যেকোনো সহজ শর্তে চাষাবাদের জন্য জমি পেতে পারে।

উপরিউক্ত হাদিসের বক্তব্য হলো– শর্ত সাপেক্ষে ভূমিহীনকে ভূমি বর্গা দিয়েছেন রাসূল (স.) কিন্তু এর মাঝে যাতে ধোকা না থাকে সেজন্য শতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলেছেন। ইসলাম একচোখা নীতি অবলম্বন করেন না। ইসলাম উভয় দিকেই নজর রাখেন। রাসূল (স.) আরো বলেন,

وعن رافع بن خد يج قال كنا اكثر اهل المدينة حقا لوكان احد نا يسرى ارضه فيقول هذه القطعة لى وهذه لك فربما اخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم

"হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদিনার সর্বাপেক্ষা অধিক জমির মালিক ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ জমি বর্গা দিতে গিয়ে বলত, ভূমির এ অংশ আমার আর এ অংশ তোমার। অথচ কখনো কখনো এ অংশে ফসল উৎপন্ন হতো আর ঐ অংশে হতো না। অতঃপর নবি করমি (স.) তাদেরকে বর্গাচাষের ব্যাপারে নিষেধ করেন।" [১৬৬] পূর্বের হাদিসের কথাকে আরো স্পষ্ট করা হলো। যাতে করে দরিদ্র ব্যক্তিকে সুযোগ পেয়ে চেপে না ধরে। তাই বর্গার নিয়মনীতিও বলে দিয়েছেন। রাসূল (স.) আরো বলেন,

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعنها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه

[166]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত,হা. নং. ২৮৪৫

Dhaka University Institutional Repository

‘‘হযরত জাবের (র). হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার কোনো ভূমি আছে সে যেন তাকে চাষাবাদ করে অথবা তার ভাইকে দান করে। যদি সে তা দিতে অস্বীকার করে, তবে সে তার ভূমি ধরে রাখুক।” [১৬৭]

এখানে বলা হয়েছে জমি চাষ না করলে অন্যকে দিয়ে দিতে। এটা ছিন্নমূল পুনর্বাসনের অন্যতম একটি ব্যবস্থা। যা পালন করা হলে কোনো জমি অনাবাদি থাকবে না। অন্য দিকে ছিন্নমূল ব্যক্তিরাও চাষাবাদ করার সুযোগ পাবেন। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে নেই। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের দরদ ও ভালোবাসার অন্যতম দিক তুলে ধরেছেন এবং তা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। ইসলামের খলিফা ওমর (র.) তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য ফিকহশাস্ত্রের অনেক কল্যাণকর আলোচনা রয়েছে। তারমধ্য থেকে কিছু আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো– মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অদৃশ্য চাকার অবিরাম ঘূর্ণনের কারণে সব মানুষ অর্থ-সম্পদে সমান নয়।

তাই সমজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দিবালোকের মতো পরিস্ফুটিত হয় যে, অনেক মানুষ অঢেল অর্থ সম্পদ ও প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছে। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে অভাব অনটনে পরে কাতরাচ্ছে এবং বহু মানুষ খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে জীবন অতিবাহিত করছে। এ সূত্রেই দেখা যায় যে, সমাজে অনেকের মাঠ ভরা জমি-জমা ও বাগ-বাগিচা রয়েছে। আবার কারো কুড়েঘর তুলবার জমিটুকু নেই এবং ছায়া নেওয়ার মতো একটি মাত্র গাছও নেই। এ রকম অনেক জমির মালিক রয়েছেন অনেক সময় তার পক্ষে চাষাবাদ করা কিংবা পরিচর্যা করা সম্ভপর হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে যার ভূমি বা গাছ নেই, কিন্তু তার কায়িক শ্রম কিংবা স্বাভাবিক শ্রম দেওয়ার শক্তি আছে, এ উভয় শ্রেণিই

[167] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা.নং ২৩৪০,২৬৩২

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পরের মুখাপেক্ষী। আর এ প্রয়োজনীয়তা নিরসনের জন্যই ভূমির মালিক ও গাছের মালিকের শ্রমিকের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বিধান রয়েছে। শরিয়তভিত্তিক সামাজিকভাবে গৃহীত এ চুক্তিকেই পরিভাষায় মুজারায়া বলে [১৬৮]। মুজারায়া পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তির নাম। মানবতার সার্বিক মঙ্গলামঙ্গল তথা ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের নিমিত্ত ইসলামি শরিয়তের সর্বক্ষেত্রে হালাল-হারামের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্যায় ও গর্হিত পথে অর্থ উপার্জন করে কেউ যেন কারো ওপর যুলুম করতে না পারে, সে ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। মালিক ও শ্রমিকের মাঝে বর্গাচাষের যে চুক্তি হয়, তাতে যেন কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ইসলামি আইনে বর্গাচাষের ব্যাপারে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। এক কৃষি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে-আমাদের দেশে যে পরিমাণ মানুষ কৃষিজীবী, তাদের অধিকাংশই বর্গাচাষি। চাষিদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে বিশ্বে সৃষ্টি হয় নজরকাড়া এক সৌরভময় আবহাওয়া। বর্গাচাষের যে প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো তা মূলত দরিদ্র বা ছিন্নমূল মানুষের বিষয় বিবেচনা করেই করা হয়েছে। যাতে ছিন্নমূল মানুষেরা যেকোনো সহজ শর্তে চাষাবাদের জন্য জমি পেতে পারে।[১৬৯]

বর্গাচুক্তি চাষাবাদ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি, যেসব ইমাম ও আলেম মুজারায়া তথা বর্গাচাষিকে বৈধ বলেছেন তারা মুজারায়া বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো জুড়ে দিয়েছেন, জমির মালিক ও কৃষক উভয়পক্ষ বিবেকবান হওয়া। অর্থাৎ ভালো-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। শিশু কিংবা পাগল এ চুক্তি সম্পাদন করলে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। চাষের জন্য যে ফসল

---

168 . আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

169 .আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা। তবে জমির মালিক যদি যেকোনো ফসল চাষ করার অনুমতি দেন, তাহলে কৃষক তার ইচ্ছেমতো যে কোনো ফসলই উৎপাদন করতে পারবে। উৎপন্ন ফসলের বণ্টন পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। উৎপন্ন ফসলে উভয়ের জন্য অংশ থাকার কথা উল্লেখ থাকতে হবে। উভয়ে উৎপন্ন ফসলের অংশ পাবে। উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা।

যেমন– এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধাংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ সম্পূর্ণ ভূমিতে বিস্তৃত থাকা। জমির কোনো অংশ কারো জন্য খাস করা বৈধ নয়। কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকা। ভূমি চাষাবাদের যোগ্য হওয়া। জমি নির্দিষ্ট করা। নির্দিষ্ট না হলে মুজারায়া বিশুদ্ধ হবে না। ভূমিতে চাষাবাদে বাধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু না থাকা। চাষিকে চাষ করার ক্ষমতা প্রদান করা। মালিক চাষে অংশ নিতে চাইলে মুজারায়া বাতিল বলে গণ্য হবে। সময়কাল নির্দিষ্ট করা। প্রয়োজনমতো সময় প্রদান করা।

এমন দীর্ঘমেয়াদি বর্গাচুক্তি না করা, যাতে উভয়পক্ষের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। তবে যে ফসলের সময়কাল প্রসিদ্ধ, সেটির ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয়। যেমন– ইরি ধান তিন মাসের মধ্যে ফলে। প্রচলিতভাবে জানা আছে বিধায় এর মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয়। বীজ কোন পক্ষ দেবে তা উল্লেখ থাকা। যদি জমির মালিক বীজ দেয় তাহলে চাষি ইজারার অর্থে মুজারায়া নেবে। আর যদি চাষি বীজ দেয়, তাহলে ভূমি ইজারার অর্থে মুজারায়া হবে। চাষির চাষের যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কোনো অংশ নির্দিষ্ট না করা [১৭০]।

---

170 .আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, (অনু. ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৮), পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

বর্গাচুক্তি ফাসেদ হওয়ার শর্তাবলি, এমন কতিপয় শর্ত আছে, যা ভূমির মালিক ও কৃষকের মাঝে সম্পাদিত বর্গাচুক্তিকে বাতিল করে দেয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো, উৎপাদিত ফসল যেকোনো একপক্ষের জন্য শর্ত করা। ভূমির মালিকের জন্য কাজ করার শর্ত থাকা। মালিকের ওপর হালের পশু প্রদানের শর্ত থাকা। যে বীজ সরবরাহ করেনি, তার জন্য ভূমির শর্তারোপ করা। মালিক কর্তৃক চাষির ওপর এমন কোনো কাজ করার শর্তারোপ করা, যা স্থায়ী থাকবে। যেমন– দেয়াল নির্মাণের শর্ত জুড়ে দেওয়া ইত্যাদি। ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর চাষির ওপর পুনরায় জমিচাষ করার শর্তারোপ করা। মালিকের ওপর ভূমি, বীজ ও চাষাবাদের হাতিয়ার সরবরাহের শর্ত জুড়ে দেওয়া। ভূমি ও বীজ কোনো একপক্ষের সরবরাহ করা। একজনের হাল অন্যজনের বীজ ও কাজ করার শর্ত করা। এ প্রকারের বর্গাচাষ অবৈধ হওয়ার পরও আমাদের দেশের কোথাও কোথাও এর প্রচলন রয়েছে। বীজ একপক্ষের জন্য ও ভূমির কাজ এবং চাষাবাদের হাতিয়ার অপরপক্ষের জন্য শর্ত করা [১৭১]। একপক্ষের জন্য বীজ ও হাল আর অপরপক্ষের জন্য শ্রম ও ভূমির শর্ত করা। একপক্ষের ভূমি আর উভয় পক্ষের জন্য বীজের শর্ত করা [১৭২]।

---

[171]. আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

[172]. এ বিষয়ে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, বর্গাচাষকে যারা জায়েয বলেন, তাদের মতে বর্গাচাষের বিশুদ্ধতার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। প্রথত, জমি চাষাবাদ উপযোগী হওয়া। কেননা এছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। দ্বিতীয়ত, ভূমি মালিক ও চাষি উভয়ের আকদ সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অবশ্য এ শর্তটি বর্গাচাষের জন্য খাস নয়। কেননা চুক্তি সম্পদানকারী যোগ্য না হলে কোনো আকদই সহীহ হবে না। তৃতীয়ত, বর্গাচাষের সময়সীমা উল্লেখ থাকতে হবে। কেননা এটি ভূমির মুনাফার ওপর অথবা চাষির মুনাফার ওপর একটি চুক্তি। মুনাফা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। চতুর্থত, বীজ কে দেবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঝগড়া খতম করার জন্য এবং কোনো জিনিসের ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তা কি ভূমির, না চাষীর মুনাফা, এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। পঞ্চমত, যার পক্ষ থেকে বীজ সরবরাহ করা হবে না তার অংশ কী পরিমাণ হবে, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। কারণ সে তো শর্তের কারণেই তার অংশের হকদার হয়ে থাকে। তাই তার অংশটি জানা থাকা আবশ্যক। আর যে জিনিস অজ্ঞাত, সে সম্বন্ধে আকদের মধ্যে শর্ত করলেও এর হকদার হওয়া যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত, চাষির জন্য ভূমি মালিক কর্তৃক ভূমি সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দেওয়া। তার পক্ষ থেকে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকা।

সুতরাং যদি ভূমিতে মালিকের কর্মের শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে ভূমি অবমুক্ত না হওয়ার কারণ আকদ ফাসেদ হয়ে যাবে। ফসল উৎপাদনের পর উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকতে হবে। কেননা পরিণামের দিক থেকে বর্গাচাষ হচ্ছে একটি অংশীদারী চুক্তি। কাজেই যে শর্তের কারণে ঐ অংশীদারিত্ব শেষ হয়ে যায়, তা অবশ্যই চুক্তিকে বিনষ্ট করে দেবে। অষ্টমত, বীজ কী হবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে বিনিময় জানা থাকে।[১৭২] উক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হলো তা হলো বর্গাচাষের শর্ত নিয়ম অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে। এ বিষয়ে হেদায়া গ্রন্থকার আরো বলেন,

وان كانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت لانه استيجار الارض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل من الاخر جازت لانه استاجره للعمل بالة المستاجر فصارما اذابستاجر خماطا ليخيط ثوبه بابرته اوطياناليطين بمره وان كات الارض والبقر الواحد والبذر والعمل لاخر فهى باطلة وهذ الذى ذكره ظاهر الرواية وعن ابى يوسف (رح) انه بجوز فكذا اذا شرط وحده وصار كجانب العامل وجه الظاهر ان منفعة البقر ليست من جنس منفعة الارض لان منفعة الارض قوة فى طبعها يحصل بها لنماء ومنفعة البقر صلاحية يقام يها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم تتجانسا فتعذر ان تجعل تابعة لها

২। যদি জমি একজনের এবং শ্রম, গরু ও বীজ অপরজনের হয়, তবে তাও জায়েয। কেননা এটি হলো উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট কিয়দাংশের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া। কাজেই তা জায়েয হবে। যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের (টাকার) বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া জায়েয।

৩। আর যদি জমি, বীজ এবং গরু একজনের আর শ্রম অপরজনের হয়, তবে তা জায়েয। কেননা এভাবে করে ভূমি মালিক চাষিকে নিজ যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষাবাদ করার জন্য (শ্রমিক) নিয়োগ করেছে। যেমন কেউ প্লাস্টারকারী ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করেছে তারই হাতিয়ার দিয়ে তার বাড়িতে প্লাস্টার করার জন্য।

৪. আর যদি জমি ও গরু একজনের এবং বীজ ও শ্রম অপরজনের হয়, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটি হলো যাহেরী রেওয়াতের কথা। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এভাবে বর্গাচাষ করাও জায়েয। কেননা ভূমি মালিকের ওপর বীজ ও গরু সরবরাহের শর্ত করা যেমনিভাবে জায়েয। যাহেরী রেওয়াতের যুক্তি হলো গরুর উপকারিতা এবং ভূমির উপকারিতা একজাতীয় জিনিস নয়। কেননা ভূমির উপকারিতা ভূমি অভ্যন্তরস্থ এমন একটি শক্তির নাম, যার দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর গরুর উপকারিতা গরুর মধ্যকার এমন যোগ্যতার নাম, যার দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ সবগুলোই আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব গরুর উপকারিতাকে জমির উপকারিতার অনুগামী করা যাবে না। এ বিষয়ে হেদায়া গ্রন্থকার আরো বলেন,

الخارج فى الوجهين لصاحب البذر فى رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة وفى رواية له باتصاله بارضه قال ولاتصح المزارعة الا على مدة معلومة لما بينا وان يكون الخارج شائعا بينهما تحقيقا لمعنى عساها لاتخرج الا هذ ا القدر البتر كه فان شرطا لاحدهما قفزانا مسماة فهى باطلة لان به تنقطع الشر وصار كاشتراط دراهم معدوه

Dhaka University Institutional Repository

বর্গাচাষ করার মাধ্যমে জমিহীনদের ভূমির মালিকানার দীর্ঘ আলোচনা থেকে যা জানা গেল, তাহলো ছিন্নমূল মানুষরা বর্গাচাষের মাধ্যমে জমির মালিকানা অর্জন করে। যদিও চুক্তিভিত্তিক বা সাময়িক কিন্তু যদি ইসলাম এব্যবস্থাও না রাখতেন তাহলে কোথায় পেত ভূমিহীনরা চাষাবাদের জন্য জমি।[১৭৩]

উৎপাদিত ফসল ভূমির মালিক পাবে এবং বীজ তার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর বীজ যেহেতু জমির সাথে মিশে গেছে, তাই এ বীজ সে হস্তগত করে নিয়েছে বলেই ধরতে হবে। ইমাম কুদুরী (র) বলেন, নির্ধারিত মেয়াদের উল্লেখ করা ব্যতিরেকে বর্গাচাষ সহীহ হবে না। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উভয়ের মাঝে বিস্তৃত থাকবে, অংশীদারিত্বের অর্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে । যদি ভূমি মালিক এবং চাষি উভয়ে মিলে কোনো একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যেহেতু এর দ্বারা অংশীদারিত্ব শেষ হয়ে যায়। কেননা হতে পারে, জমিতে এ পরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হয়েছে। এটা কোনো একজনের জন্য মুযারাবা চুক্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্ত করার ন্যায় হয়ে গেল। [১৭২] এ বিষয়ে হেদায়া গ্রন্থকার আরো বলেন,

ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود ثم التبن بكون لصاحب البذر لانه نماء ملكه وفى حقه لا يحتاج الى الشرط

আর যদি জমির মালিক ও বর্গচাষি শস্য আধাআধি করে নেওয়ার শর্ত করে এবং খড় সম্পর্কে কোনো আলোচনাই না করে, তাহলে বর্গাচাষ চুক্তি সহীহ হবে। কেননা তারা মুখ্য বস্তু তথা শস্যের মধ্যে অংশীদারিত্বের শর্ত আরোপ করেছে। এ অবস্থায় বীজদাতা ব্যক্তি খড়ের মালিক হবে। কেননা এটি তার মালিকানাধীন বস্তুরই বর্ধিত অংশ। আর বীজদাতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে খড়ের মালিকানার শর্তারোপ করার প্রয়োজন নেই। ইমাম কুদুরী (রা) বলেন,

قال وهى عندهما على اربعة اوجه ان كات الارض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة لان البقر الة العمل فصار كما اذا استاجر خياطا ليخيط بابرةالخياط

সাহেবাইনের মতে, বর্গাচাষ চার প্রকার। যথা- ১। যদি জমি ও বীজ একজনের এবং গরু (কৃষিযন্ত্র) ও শ্রম অন্যজনের হয়, তবে এভাবে বর্গাচাষ জায়েয। এটি এমন হলো, যেন সে কোনো একজন দরজিকে (কর্মচারী) নিয়োগ করল তার নিজস্ব সুঁই দ্বারা সেলাই কাজ সম্পাদনের জন্য

[173]. আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি ইজারা ও বন্দোবস্ত ঃ

ইজারা শব্দের আভিধানিক অর্থ– কোনো জিনিস ভাড়া দেওয়া, মজুরিতে দেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ইজারা বলা হয়, শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় নিজের কোনো জিনিসের মুনাফাকে কোনো জিনিসের পরিবর্তে অন্য কাওকে মালিক বানিয়ে দেওয়া[১৭৪]। কেউ কেউ বলেন, কিছুর বিনিময়ে কাউকে কোনো বস্তুর লাভ বা উপকারের মালিকানা দেওয়া। যেমন, ঘর দ্বারা যে উপকার লাভ করা যায়, কিছু অর্থের বিনিময়ে কাউকে তার মালিকানা দেওয়া। অর্থাৎ ঘর বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া। বর্তমানে মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ইজারাকে সঠিক ও বৈধ বলা হয়েছে। ইজারা ইসলামের একটি বৈধ ও উত্তম প্রক্রিয়া। এর উপকারিতা নিম্নে আলোচনা করা হলো,

عن عبد الله بن مغفل قال زعم ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة و امر بالمواجرة وقال لاباس بها

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল র. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সাহাবি হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা.) মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বর্গাচাষ হতে নিষেধ করেছেন এবং ইজারা দানের আদেশ দিয়েছেন। হযরত সাবেত র. বলেন, ইজারাতে কোনো আপত্তি নেই।”[১৭৫] অর্থাৎ ইজারার মাধ্যমে কে নো ব্যক্তি সাময়িকভাবে জমির মালিক হয়ে পর্যায়ক্রমে সচ্ছলতা অর্জন করতে ইসলাম এ ব্যবস্থাকে চালু করেছেন।

---

174 . আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

175 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা. নং, ২৩৪৪, ২২৮৬, শায়েখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খাতিব আল আমরি আত তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, এমদাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, হা. নং ২৮৫১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি বন্দোবস্ত দান ঃ

ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার মাধ্যমে ছিন্নমূল দূর করার উত্তম ব্যবস্থা রেখেছে ইসলাম। নবি (স.) এর সময় ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় অনেক ছিন্নমূল মানুষকে স্থায়ী পুনর্বাসন করেছেন, ইসলামি ফিক্‌হে তার রয়েছে অনেক আলোচনা। সে সংক্রান্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো– ভূমি বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মত হল– কৃষকদের কাছে কর আদায়ের জন্য সরকার এক ব্যক্তিকে তাদের উপর ভূস্বামী হিসেবে বসিয়ে দেয় এবং তাকে কার্যত এ ক্ষমতা দান করে যে, সরকারের কর পরিশোধের পর কৃষকদের কাছ থেকে যত খুশি উশুল করা যাবে। এ ধরনের জমিদারিকে ইসলাম হারাম প্রতিপন্ন করে।

তিনি বলেন, এটা প্রজাদের প্রতি জঘন্য অত্যাচার এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ। এহেন পন্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের জন্য কখনো উচিত নয়। অনুরূপ সরকার কোনো ভূমি দখল করে কাউকে দখলদার হিসেবে দান করাকেও তিনি হারাম প্রতিপন্ন করেন। কোনো আইনানুগ বা সুনির্দিষ্ট অধিকার ব্যতিরেকে কোনো মুসলিম বা জিম্মি অধিকার থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কোন ইমাম বা রাষ্ট্রের নেতার অধিকার নেই। জনগণের মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্য কাউকে দেওয়া তার মতে ডাকাতি করে আদায় করা।

তিনি বলেন, ভূমি প্রদানের ক্ষেত্রে একটি মাত্র পন্থাই আইনত সিদ্ধ তা হচ্ছে অনাবাদি বা মালিকানা বিহীন ভূমির বা লাওয়ারিশ পরিত্যক্ত ভূমি চাষাবাদের উদ্দেশ্যে বা সত্যিকার সমাজসেবার জন্য পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা। যে ব্যক্তিকে এ ধরনের দান হিসেবে দেওয়া হবে, সে যদি তিন বছর যাবৎ তা অনাবাদি ফেলে রাখে, তা হলে তাও তার নিকট থেকে ফেরত নিতে হবে। [১৭৬] ভূমি বন্দোবস্ত ইসলামের দৃষ্টিতে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভূমির মালিক ইচ্ছা করলেই অনাবাদি

---

[176] . সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, ১০ম প্রকাশ (আধুনিক প্রকাশনি, ঢাকা-২০১৫,)পৃষ্ঠা. ২৮৪-২৮৫,

Dhaka University Institutional Repository

ফেলে রাখতে পারবে না। ভূমিকে আবাদ করতেই হবে। হয়তো মালিক নিজেই করবে অথবা অন্য কাউকে আবাদ করতে দিতে হবে। যদি নিজে আবাদ না করে অথবা অন্যকে দিয়েও আবাদ না করায় তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার সে অনাবাদি জমিকে আবাদ করার জন্য এমন কাউকে প্রদান করবে যে আবাদ করতে সক্ষম। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لا تصلح الارض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير- ولامعاملة الا ان يزرع الرجل ارضه او يمنحها

'টাকা বা পয়সার বিনিময়ে জমি লাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অন্য কোনো প্রকার চুক্তিতেও জমি দেওয়া যায় না। শুধু একটি উপায় আছে। হয় মালিক নিজে তা চাষাবাদ করবে, না হয় কোনোরূপ বিনিময় ছাড়াই অন্যকে তা দিয়ে দেবে।' [১৭৭] এতেই প্রমাণিত হয় যে, কে নো ব্যক্তি ছিন্নমূল থাকবে, আর কোনো ব্যক্তি জমির মালিক হয়েও অনাবাদি ফেলে রাখবে ইসলাম এমনটা কামনা করে না এবং অনুমতি দেয় না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ছিন্নমূল মানুষরা খুব সহজেই জমির মালিক হতে পারবে।

যেটা পুঁজিবাদি বা স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থাপনায় কামনাই করা যায় না। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে এতো সহজ ব্যবস্থাপনা চালু করার কারণে খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে যেভাবে উপকৃত হয়েছে, সে ব্যবস্থা যদি আজও মেনে নেয় তাহলে সেখানেও ছিন্নমূলের সংখ্যা কমে যাবে এবং ছিন্নমূল পুনর্বাসিত হবে। সমতা আসবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে, সচ্ছলতা আসবে দরিদ্র ও অসচ্ছল মানুষের মাঝে। শান্তিতে থাকবে সকলেই।

[177] . সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, ১০ম প্রকাশ (আধুনিক প্রকাশনি, ঢাকা-২০১৫) পৃষ্ঠা. ২৮৪-২৮৫,

Dhaka University Institutional Repository

অনাবাদি জমি আবাদ করা ঃ

মূলত মাওতু শব্দের অর্থ মৃত কিন্তু ফিক্হের ভাষায় মাওতু শব্দের অর্থ-অনাবাদি ভূমি। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, পানি না থাকা অথবা অধিক পানি থাকা অথবা অন্যান্য কারণে যে ভূমিতে চাষাবাদ করা যায় না, তাকে মাওতু বা অনাবাদি ভূমি বলা হয়। এ জাতীয় ভূমি দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না বিধায় এটিকে মাওতু বলা হয়।

আহইয়া শব্দের অর্থ– জীবিত করা, এখানে আহইয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনুপকারী ভূমিকে আবাদের মাধ্যমে উপকারী হিসেবে পরিণত করা। এছাড়া পরিত্যক্ত ভূমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করাকেও আহইয়া বলা হয়ে থাকে [১৭৮]। বাংলাদেশে পানি ব্যতিত মোট ভূমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১০ বর্গ কিলোমিটার। এ জমির মধ্যে আবাদ করা যাবে ৭৪ হাজার ১৭৩ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশে আবাদের পরিমাণ ৫৫.৩৯ শতাংশ।[১৭৯] এখনো ৫৪.৬১ শতাংশ জমি অনাবাদি থেকে গেছে। যা আবাদ করার মাধ্যমে দেশের অনেক ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করা সম্ভব। এ ব্যাপারে ইসলামে রয়েছে অনেক সুন্দর নিয়ম নীতি। যদি কোনো রাষ্ট্র ইসলামের এ নিয়ম নীতি অনুসরণ করে তাহলে সে রাষ্ট্রের একদিকে অনাবাদি জমি আবাদ হবে এবং অন্যদিকে ভূমিহীনরাও আবাদের জন্য ভূমি পাবে। তাতে ছিন্নমূল ও রাষ্ট্র উভয়ই উপকৃত হবে। অনাবাদি জমির ব্যাপারে রাসূল (স.) এর অনেক সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে সেই সংক্রান্ত কিছু হাদিস তুলে ধরা হলো,

---

178 . আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, আল হেদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

179 .বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি পরিসংখ্যান সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ জুলাই ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

১।

عن عاأشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق قال عروة قضى به عمر فى خلافته

"হযরাত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবি করিম (স.) হতে বর্ণনা করেন। নবি করমি (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায় নয়, সেই তার হকদার। তাবেয়ী ওরওয়া ইবনে যোবায়ের র. বলেন, হযরত ওমর (রা.) ও তাঁর খেলাফতকালে এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।" (এটা মানসুখ নয়) [১৮০]

উক্ত হাদিস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, যে সমস্ত জমির কোনো মালিক নেই সে সমস্ত জমি যে আবাদ করবে অথবা ব্যবহার করবে, সে ব্যক্তি সে জমির মালিক হবে। তবে এখন এমনটা করতে পারবে না যেহেতু যে জমির মালিক না থাকে সেই জমির মালিক সরকার বা রাষ্ট্র হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্র কাউকে না দিলে ভোগ করা বা আবাদ করা যাবে না। তবে ইসলামি রাষ্ট্র কখনোই জমি অনবাদি ফেলে রাখবে না। ছিন্নমূল মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেওয়াই হলো ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতি।

২।

عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من احاط حاأطا على الارض فهو له

''তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত সামুরা ইবনে জুনদুর (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নবি করিম (স.) হতে বর্ণনা করেন। নবি করিম (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মালিকনাবিহীন জমির চারপার্শ্বে দেয়াল দিয়েছে, সে জমি তার।"[১৮১]

---

180 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস, ২৩৩৫

181 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস, ২৮৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৩।

عن اسماء بنت ابى بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع للزبير نخيلا

‘‘হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্রাহ (স.) আসমার স্বামী যোবায়েরকে একখণ্ড খেজুর বাগান দান করেছিলেন।” [১৮২]

৪।

عن ابن عمر ان النبى صلى على الله عليه وسلم اقطع للزبير حضر فرسه فاجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه من حيث بلغ السوط

‘‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবি করিম (স.) হযরত যোবায়ের (রা.) কে তাঁর ঘোড়ার এক দৌঁড়ের পরিমাণ জমি দিতে বললেন, তখন হযরত যোবায়ের আপন ঘোড়া দৌড়ালেন। অবশেষে ঘোড়া থেমে গেল। অতঃপর তিনি আপন বেত নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (স.) বললেন, তাকে তার বেত পৌঁছার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও।” [১৮৩]

৫।

عن علقمة بن واأل عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضر موت قال فارسل معى معاوية قال اعطها اياه

‘‘তাবেয়ী আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন নবি করিম (স.) তাঁকে ইয়েমেনের হাযরামাউতে একখণ্ড জমি দান করেছেন।

[182] .আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২৮৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ায়েল (রা.) বলেন, এজন্য আমার সাথে মুয়াবিয়া ইবনে হাফাফকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, তাকে তা (মেপে) দাও।"[১৮৪]

৬।

عن اسمر بن مضرس قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلمة فبا يعته فقال من سبق الى ماء لسم يسبقه اليه مسلم فهو له

''হযরত আসমার ইবনে মুযাররিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি করিম (স.) এর নিকট এসে বাইয়াত করলাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোনো পানির নিকট প্রথম পৌঁছেছে, যার নিকট তার আগে কোনো মুসলমান পৌঁছেনি, তা তারই হবে।" [১৮৫]

উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, অনাবাদি জমি আবাদ করার মাধ্যমে নবী (স.) তথা ইসলাম ছিন্নমূল বা দরিদ্র ব্যক্তিদের সচ্ছলতার ব্যবস্থা রেখেছেন।

৭।

وعن طاوسي مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيى موتا من الارض فهو له وعادى الارض لله ورسوله ثم هى لكم منى وروى فى شرح السنة ان النبى صلى الله عليه وسلم اقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهى بين ظهرانى عمارة الانصار من المنازل والنخل فقال بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن ام عبد فقال لهم رسول الله فلم انبعثنى الله اذا ان الله لا يقدس امة لايؤاخذ للضعيف فيهم حقه

---

123 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৮৬৭

184 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা নং ২৮৬৮

185 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা. নং ২৮৭২

Dhaka University Institutional Repository

তাবেয়ী তাউস (রা.) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদি জমি আবাদ করবে, তা তার হবে। মালিকানাবিহীন জমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতঃপর আমার পক্ষ হতে তা তোমাদের। নবি করিম (স.) বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে মদিনায় বসতবাড়ির জমিন দান করলেন। আর তা ছিল আনসারদের খেজুর বাগান ও বাড়ির ইমারতের মাঝখানে। তখন বিন আবদে যুহর গোত্র বলে উঠল, উম্মে আবদের পুত্রকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন। তখন রাসূল (স.) তাদেরকে বললেন, তবে কেন আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন? মহান আল্লাহ সেই জাতিকে পবিত্র করেন না, যাদের মধ্যে দুর্বলদের হক দেয়া হওয় না।[১৮৬] ছিন্নমূলকে নবি (স.) জমি দান করলে অন্য এক গোত্র সে বিষয়ে আপত্তি করে। তখন নবি (স.) তাদের আপত্তির প্রতিবাদ করে দান পুনঃবহাল রাখেন।

৮।

وعن سمرة بن جندب انه كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الانصار ومع الرجل اهله فكان سمرة يدخل عليه فيتادى به فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب اليه النبى صلى الله عليه وسلم ليبيعه فابى فطلب ان يناقله فابى قال فهبه له ولك كذا امرا رغبه فيه فابى فقال انت مضار فقال للانصارى اذهب فاقطع نخله رواه ابو داودو ذكر حديث جابر من احيى ارضافى باب الغصب برواية سعيد بن زيد وسنذكر حديت ابى صرمة من ضار اضر الله به فى بابا ينهى عنه من التهاجر

186 . শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, সহীহুল বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২), শায়েখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খাতিব আল আমরি আত তিবরিযী, এমদাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, হা. নং ২৮৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

"হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। এক আনসারীর বাগানের মধ্যে তার কতেক খেজুরগাছ ছিল। আর লোকটির সাথে তার পরিবার বাগানে বসবাস করত। সুতরাং যখন হযরত সামুরা বাগানে প্রবেশ করতেন, তখন আনসারীর তাতে কষ্ট হতো। এ কারণে আনসারী নবি করিম (স.)-এর নিকট এসে তার কাছে বিষয়টি বর্ণনা করলেন। নবি করমি (স.) সামুরা (রা.) কে ডেকে তা বিক্রয় করতে বললেন, কিন্তু হযরত সামুরা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর নবি করমি (স.) বললেন, তার পরিবর্তে অন্য কোথাও তোমার গাছ নিয়ে যাও। কিন্তু হযরত সামুরা তাতেও অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর নবি করিম (স.) বললেন, তুমি তাকে তা দান করে দাও। আর তোমার জন্য বেহেশতে এর প্রতিদান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু এতেও তিনি স্বীকার করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, তুমি প্রতিবেশীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং আনসারীকে বলরেন, যাও তুমি তার গাছ কেটে ফেল।"[১৮৭] অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে ইসলাম সবসময় ছিলেন এবং আছে।

মুদারাবাভিত্তিক চাষাবাদ ঃ

ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক কেহ কৃষি জমির মালিকানা লাভ করলে সে জমি চাষ করে ফসল লাভ করা বা গাছপালা লাগিয়ে ফলফলাদি হাসিল করা তার একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। বিনা চাষে জমি বেকার ফেলে রাখা ইসলামে অপছন্দ। কেননা তা করা হলে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হবে। এটাকে ধন-সম্পত্তির অপচয়ও বলা যায়। কুরআন ও হাদিসে ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা ,

---

[187]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হা. ২৮৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

“নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।”[১৮৮]

জমির মালিক জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে নানাবিধ পন্থা ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারে। জমি কাজে লাগাবার নানা উপায় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

প্রথম পদ্ধতি ঃ

জমির মালিক নিজেই জমি চাষাবাদ করবে। গাছপালা লাগিয়ে তাতে পানিসেচ দেওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার ফলে সে জমিতে ফসল ফলবে বা গাছপালায় ফলন ধরবে। এটা বস্তুতই খুব পছন্দনীয় কাজ। যেসব মানুষ, পাখি ও জীবজন্তু এসব বাগান থেকে উপকৃত হবে, তার সওয়াব সেই মালিকই পাবে। রাসূল করিম (স.) এর সাহাবীগণও কৃষি ও বাগন তৈরির কাজ করেছেন,

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ

জমির মালিক নিজে জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। তখন সে নিজের জমি এমন ব্যক্তিকে ধার হিসেবে দিয়ে দেবে, যে নিজের যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, বীজ ও জন্তু লাগিয়ে চাষাবাদের কাজ সম্পন্ন করবে। কিন্তু জমির মালিক নিজে তা থেকে কিছুই নেবে না। এভাবে ধারে জমিদান ইসলামে জায়েজ ও প্রশংসিত।

এক.

হযরত আবু হুরায়রা র. থেকে বর্ণিত। রাসূলে করিম (স.) বলেছেন,

من كانت له ارض فليزرها او ليمنحها اخاه

---

[188]. আল কুরআন, ১৭ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

যার জমি আছে, সে নিজে তা চাষাবাদ করবে, নতুবা তার ভাইকে তা চাষাবাদের জন্যে দিয়ে দিবে।[১৮৯]

দুই.

হযরত জাবির (রা.) থেকে বির্ণত, তিনি বলেছেন,

كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم من كان له ارض فليزر عنها اوليحرثها اخه الا والا فليدعها

আমরা নবি করিম (স.) এর যুগে 'মুজাবিরাত' নিয়মে জমি চাষাবাদ করতাম। ফলে কাটাই হওয়ার পর শীষের মধ্যে অবশিষ্ট দানাগুলো এখান-ওখান থেকে পেয়ে যেতাম। তখন নবি করিম (স.) বলছেন, যার জমি আছে, সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে কিংবা তার ভাইকে বিনিময় ব্যতিরেকেই চাষ করতে দিয়ে দেয়। আর তা-ও-না করলে তা ছেড়ে দেবে। [১৯০]

কোনো কোনো লোক এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে বলেছেন, জমি দ্বারা উপকার গ্রহণের এ দুটি পন্থাই শরিয়তসম্মত, হয় নিজেই তা চাষ করবে নতুবা কোনরূপ মূল্য বা বিনিময় ছাড়াই কাউকে জমি চাষ করতে দিয়ে দেবে। আর তা হতে পারে এভাবে যে, জমি হবে তার যে তার মালিক, আর ফসল হবে তার যে তার চাষাবাদ করবে।

তিন.

---

189 . আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আশ, *সুনানে আবূ দাউদ*, (প্রকাশনী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা), হাদীস নং ৩৩৯৫, বুখারী, হাদীস নং ২৬৩২

190 . ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলীম*, (প্রকাশনী , হাদীস একাডেমী, ঢাকা), হাদীস নং ৩৮১৬

Dhaka University Institutional Repository

لا تصلح الارض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير- ولامعاملة الا ان يزرع الرجل ارضه اويمنحها

টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি লাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অন্য কোনো প্রকার চুক্তিতেও জমি দেওয়া যায় না। শুধু একটা উপায় আছে। হয় মালিক নিজে তা চাষাবাদ করবে, না হয় কোনোরূপ বিনিময় ছাড়াই অন্যকে তা দিয়ে দেবে। [১৯১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ সব হাদিসে জমি দিয়ে দিতে যে বলা হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। আসলে তা মুস্তাহাব মাত্র। এভাবে দিয়ে দেওয়াটা বেশ পছন্দনীয় কাজ।

আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাসের প্রখ্যাত ছাত্র তায়ুসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি জমি ভাগে চাষ পরিহার করি, তাহলে কেমন হয়? জাবাবে তায়ুস বললেন, সবচেয়ে বড় আলিম হযরত ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বলেছেন যে, নবি করিম (স.) তা নিষেধ করেননি। তিনি কথাটি বলেছেন এভাবে, ان يمنح احدكم اخاه خيرله من ان ياخذ عليها خراجا معلوما
'তোমার নিজের ভাইকে বিনিময় ছাড়াই জমি দিয়ে দেওয়া তার কাছ থেকে 'কর' আদায় করার চেয়ে উত্তম।' [১৯২]

তৃতীয় পন্থা,

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, যে লোক নিজের যন্ত্রপাতি বীজ ও জন্তু দ্বারা চাষের কাজ করবে, জমির মালিক তাকে জমি দিবে এ শর্তে যে, ফসলে উভয়ের সম্মত পরিমাণ অংশ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সে পাবে। জমির মালিক জমি চাষকারীকে বীজ,

---
[191] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৩৪০
[192]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রপাতি ও জন্তু দিলে তাও জায়েয হবে। এ পন্থায় জমি চাষাবাদে ব্যবস্থা করলে তাকে পারস্পরিক জমি চাষ, ভাগে জমি চাষ, মুখাবিরা, মুসাকাত ইত্যাদি বলা হয়। নবি করিম (স.) নিজে খায়বরের জমি অর্ধেক ফসলের শর্তে চাষ করতে দিয়েছিলেন। এ ধরনের পারস্পরিক 'চাষাবাদকে' যেসব ফিকাহবিদ জায়েয মনে করেন, রাসূলে করিম (স.)-এর উপরিউক্তি কাজ তাঁদের দলিল। রাসূলে করিম (স.) জীবনভর এ পন্থায় আমল করেছেন। তার পর খুলাফায়ে রাশেদুনও শেষ পর্যন্ত তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। মদিনার এমন কোনো ঘর ছিল না, যে ঘরের লোকেরাও এ পন্থায় চাষাবাদের কাজ করেনি। এ এমন একটা ব্যাপার যা নাকচ বা প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। কেননা প্রত্যাহার বা নীতি বদল তো কেবল নবি করিম (স.) এর জীবদ্দশাতেই হতে পারত।[১৯৩] নবি করিম (স.)-এর সময়ে আর এক ধরনের চাষাবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাতে ধোঁকা, প্রতারণা, ঠকবাজি ও অজ্ঞতার অবকাশ ছিল, যার দরুন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতো। এজন্যে নবি করিম (স.) চাষাবাদের এ পন্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম সুস্পষ্ট ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিন্তু উক্ত পন্থায় চাষাবাদে সেই ন্যায়পরায়ণতাতা ও ইনসাফের পরিপন্থী কাজ হতো। তাই তিনি তা নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে পন্থা ছিল এই যে, জমি মালিক চাষকারীর উপর এ শর্ত চাপিয়ে দিত যে, নির্দিষ্ট জমির এক-চতুর্থাংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে ও তা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। সমগ্র চাষাবাদের সে সেই নির্দিষ্ট জমিটুকুরই ফসল পাবে, তা যতটাই হোক।

193 . আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অথবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল মাপা বা ওজন করা সে পাবে। আর অবশিষ্ট ফসল থাকবে একা চাষকারীর জন্যে, অথবা তা দুজনের মধ্যে আধা-আধি ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু নবি করিম (স.) দেখলেন যে, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের দাবি হচ্ছে এই যে, সর্বমোট ফসলেই– তা কম হোক বেশি হোক, উভয় পক্ষকে শরিক হতে হবে। তাদের দুজনের একজনের জন্যে একটা পরিমাণ জমি বা ফসল পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া ঠিক কাজ নয়। কেননা অনেক সময় জমির সেই অংশ হয়ত কোনো ফসলই দিল না।

তাহলে তো একজনই যা পাওয়ার পেয়ে যাবে। আর অপর জন প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকবে। কেননা নির্দিষ্ট খণ্ড জমিতে হয়ত কোনো ফসলই ফললো না। তাহলে সে তো কিছুই পেল না অথচ অপর পক্ষ পুরোপুরি পেয় গেল। এরূপ অবস্থায় ইনসাফপূর্ণ পন্থা এই হতে পারে যে, পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত জমির সমস্ত ফসল থেকে প্রত্যেক পক্ষ নিজ অংশ গ্রহণ করবে। যদি জমির ফসল বেশি হলো তাহলে তার ফায়দা উভয় পক্ষ পেলো। আর যদি কম হয় তাহলে উভয় পক্ষ কম কম করে পেয় গেল। আর যদি কে নো ফসলই না হয় সে বঞ্চনায়ও উভয় পক্ষই শরিক থাকবে। পক্ষদ্বয়ের জন্যে এ পন্থাই যে উত্তম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই [১৯৪]

নবি করিম (স.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব থাকতেন। আর যে যে কারণে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করতেন, তিনি মুমিনদের সমাজ থেকে সেই সবকিছু দূর করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অতএব প্রত্যেক জমি মালিকের উচিত তার সঙ্গী ও সাথীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া। জমি মালিক যেন ফসলের

[194] . আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. নং. ৩৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বেশিরভাগই দাবি করে না বসে। পক্ষান্তরে চাষকারীও জমি মালিককে তার জমির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এ প্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم لبعض

পারস্পরিক ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করাকে নবি করিম (স.) হারাম করে দেননি। বরং তিনি তো পক্ষদ্বয়ের প্রত্যককে অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করতে বলেছেন আর বস্তুত এই হচ্ছে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় জমি মালিক জমিকে বেকার ফেলে রাখে। তাতে চাষাবাদও করে না, গাছপালাও লাগায় না। কিন্তু কোনো চাষাবাদকারীকেও স্বল্প বিনিময়ে জমি দিতে প্রস্তুত হয় না। এ কারণে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাঁর খিলাফতের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ফসলের বিনিময়ে লোকদের জমিচাষ করতে দাও, দশমাংশ পর্যন্তও দিতে বলেছিলেন এবং জমিকে অনাবাদি করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। [১৯৫]

চতুর্থ পদ্ধতি,

নগদ টাকায় জমি লাগানো, এই হতে পারে যে, চাষাবাদকারীকে জমি চাষ করতে দেওয়া হবে এ শর্তে যে, সে নগদ টাকায় মূল্য আদায় করবে। বহু প্রখ্যাত ফিকাহবিদই এ পন্থাকে জায়েয বলেছেন।[১৯৬]

গনিমত বণ্টন ঃ

গনিমতের মাল ও তার বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ছিন্নমূল দূর করার উত্তম ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল মাজিদে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে ইসলাম

---

[195]. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং-৩৮৩-৩৮৬

[196] . আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং-৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা পালন করে রাসূল (স.) দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা অনেক কমিয়েছিলেন। ইসলামে এরকম একটি ব্যবস্থা রয়েছে যে, মুসলমানরা বা ইসলামি রাষ্ট্র যখনই কোনোভাবে গনিমত অর্জন করবে তখন গনিমতের সম্পদ থেকে নির্ধারিত অংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য রেখে দিবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য রেখে দেওয়া অংশে ছিন্নমূল ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অংশ রয়েছে। সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা,

এক.

يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين

লোকেরা তোমার কাছে গনিমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে, বলে দাও, এ গনিমতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকে।[১৯৭] গনিমতের মাল বণ্টনের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনের একই সুরায় আরো ঘোষণা করেন,

দুই.

واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتمى والمسكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعن والله على كل شىء قدير

আর তোমরা জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু গনিমতের মাল লাভ করছো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য

[197] . আল কুরআন, ৮:১

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত। যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং ফায়সালার দিন অর্থাৎ উভয় সেনাবাহিনীর সামনা-সামনি মোকাবিলার দিন আমি নিজের বান্দার ওপর যা নাযিল করেছিলাম তার প্রতি, অতএব সানন্দে এ অংশ আদায় করো। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।[১৯৮] আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকায় গনিমতের মাল বণ্টন আরো সহজ এবং স্পষ্ট হয়েছে।

যার দ্বারা গরিব, মিসকিন ও ছিন্নমূল মানুষেরা ব্যাপক উপকৃত হয়েছিল । এ বিষয়ে ফিকহশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য একটি আলোচনা রয়েছে, যার দ্বারা গনিমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে শরয়ী মাসয়ালাসমূহ বিস্তারিত জানা যায়। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

তিন.

والخمس للمسكين واليتيم وابن السبيل وقدم فقراء ذوى القربى عليهم ولاشى لغنيهم وذكر الله تعالى للتبرك وسهم النبى عليه السلام سقط بموته كالصفى هذا عندنا

গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ মিসকিন, এতিম এবং মুসাফির পাবে। নিকটতম আত্মীয় যারা গরিব তাদেরকে নিঃস্ব ও দরিদ্র এবং মুসাফিরদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। তবে নিকটাত্মীয় ধনীদের কিছু দেওয়া হবে না। আল্লাহর জন্য যা বলা হয়েছে তা শুধু বরকতের জন্যই বলা হয়েছে। নবি করিম (স.)-এর অংশ তাঁর ইন্তেকালের সাথেই রহিত হয়েছে। এটা হানাফীগণের মতামত। [১৯৯]

ওাসুলুল্লাহ (স.) যখন খায়বার যুদ্ধের সময় গনিমত বণ্টন করেছেন তখন এক-পঞ্চমাংশ দিয়েছেন নিকটাত্মীয় বনু হাশেম এবং বনি আবদুল মুত্তালিবের মাঝে। আর হযরত ওসমান রা. ছিলেন আবদে শামসের বংশধর এবং হযরত জোবায়ের

198 . আল কুরআন, ৮:৪১

199 . উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র), শরহে বেকায়াহ, বাবুল মুগনামু ওল কিছমাতু, (অনু: মাওঃ মু. মোয়াজ্জেন হোসেন আল আযহারী, আল কাউছার প্রকাশনী, ঢাকা) পৃ: ৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে মুতইম নওফলের বংশধর। তারা দু'জনই রাসূল (স.)-এর নিকট আরয করলেন যে, আমরা বনি হাশেমের মর্যাদাকে অস্বীকার করছি না। আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে আপনাকে স্থান নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু আমরা এবং আমাদের বনু আবুল মুত্তালিবের সাথিরা আপনার নিকট বংশগত দিক দিয়ে সমান।

সতুরাং আপনি কেন তাদেরকে দিলেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন? রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, তারা আমার থেকে জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলামি যুগেও বিছিন্ন হয়নি। রাসূল (স.) এক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে অন্য হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করালেন। নিশ্চয়ই খোলাফায়ে রাশেদিন এভাবেই বণ্টন করেছেন, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে হযরত ওমর (রা.) নিকটাত্মীয় দরিদ্রদের গনিমতের মাল থেকে দিতেন। [২০০]

[200] . উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র), প্রাগুক্ত পৃ: ৩৮২

ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা ঃ

ছিন্নমূল একটি অসহনীয় সমস্যা। তবে কোনো ব্যক্তি নিজের থেকে ছিন্নমূল হওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না। প্রাক্রিতিক দুর্যোগ অথবা ছিন্নমূল পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছিন্নমূল হয়ে থাকে। ছিন্নমূল থেকে মূলের মালিক হওয়ার ইচ্ছা এবং চেষ্টা সকল ছিন্নমূল ব্যক্তিই করে থাকে। তবে সহযোগিতা পেলে সকলে উত্তীর্ণ হতে পারে, সেজন্য সরকার ও এনজিও সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থাই কাজ করে আসছে। সে চেষ্টাকে আরো গতিশীল ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় করার জন্য কিছু সুপারিশমালা রয়েছে। যা নিচে তুলে ধরা হলো–

ক. বাংলাদেশে পানি ব্যতীত মোট ভূমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১০ বর্গ কিলোমিটার। এ জমির মধ্যে আবাদ করা যাবে ৭৪ হাজার ১৭৩ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশে আবাদের পরিমাণ ৫৫.৩৯ শতাংশ।[২০১] নতুন ও পুরাতন চরাঞ্চলের অনাবাদি জমিগুলোর যথাযথ হিসাব দাঁড় করানো এবং প্রকৃত ছিন্নমূলদের তালিকা তৈরি করে তুলনামূলভাবে যারা যত বেশি অসহায় শুরুতে তাদের প্রয়োজনীয় ভূমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা, যাতে করে অনাবাদি জমিও আবাদের আওতায় আসে, সেই সাথে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাও কমে যায়। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে এ যাবৎ অনেক গুচ্ছগ্রাম, ভবন, শরণার্থী সেল তৈরি করা হয়েছে। তবে চর, অনবাদি জমি ও খাস জমি বা ভূমিতে নয়, করা হয়েছে কারো দান করা জমিতে অথবা ক্রয় করা জমিতে। কিন্তু অনাবাদি জমি থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনাবাদি জমিকে বা নতুন চরকে কাজে লাগালে আরো বেশি উপকৃত হওয়া যাবে।

---

201 .বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ জুলাই ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

খ. নতুন চর ভেসে উঠলে বেশি দিন সরকারি দখলে অনাবাদি ফেলে না রেখে দ্রুত আবাদের জন্য ছিন্নমূল মানুষকে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে প্রভাবশালীরা প্রভাব খাটিয়ে অনিয়ম করে অথবা ঘুষ বাণিজ্যের মাধ্যমে নতুন এ ভূমিগুলো দখল করে নিতে না পারে। যখনই কোনো নতুন চর জেগে ওঠে তখনই সে ভূমির দিকে নজর পরে স্থানীয় প্রভাবশালীদের, তখন বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় ও বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জেগে ওঠা চরকে দখলের জন্য সকল প্রকার তদবির চালায় প্রভাবশালীরা।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের অস্বচ্ছতার কারণে তারা সক্ষম হয়ে ওঠে । জেগে ওঠা বিশাল নতুন নতুন চরগুলো দখল হয়ে যায় অল্প কিছু ব্যক্তিদের মাঝে, অথছ তারা সম্পদশালী। কিন্তু যদি ঐ রকম একটি নতুন চরকে ছিন্নমূল মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া যায় তাহলে অনেক ছিন্নমূল মানুষই পুনর্বাসিত হবে। বাংলাদেশের মোট জমির পরিমাণ ১৪৮.৪০ লক্ষ হেক্টর যার মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ৮২.৯০ লক্ষ হেক্টর, পতিত জমি ৭.৩০ লক্ষ হেক্টর এবং বনের পরিমাণ ২৫.৯৭ লক্ষ হেক্টর [২০২]।

২০০৫-০৬ সালে ফসলি বা আবাদের জমির পরিমাণ ছিল ৭৮.০৯ লক্ষ হেক্টর এবং দেশের ভূমির ৫৩ ভাগ আবাদি, ৪ ভাগ পতিত, আবাদযোগ্য অনাবাদি জমির পরিমাণ ২ ভাগ [২০৩]। ২০১৬-১৭ সালের জরিপ মতে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ২৯১.৭৩ লক্ষ একর বা ১১৮.০৬ লক্ষ হেক্টর [২০৪]। দেখা যাচ্ছে পার্যায়ক্রমে আবাদ বাড়ানো হচ্ছে এবং আরো বাড়াতে হবে।

---

202 .বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো, কৃষি পরিসংখ্যান রিপোর্ট, ২০০৭

203 . বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো, কৃষি পরিসংখ্যান রিপোট, ২০০৭

204 .কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

গ. ছিন্নমূল মানুষের যথাযথ তালিকা তৈরি করা। বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা সঠিকভাবে বলা না গেলেও বিবিএসের তথ্য মতে বাংলাদেশে ৪৫% লোক ভূমিহীন বা ছিন্নমূল [২০৫]। বেসরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা ৫০ থেকে ৫৭ লক্ষ। এ সংখ্যা সঠিক করে নির্ণয় করা। সেক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমজোতার ব্যবস্থা করা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তখন সঠিক সংখ্যা পাওয়া সহজ হবে।

ঘ. শহর বা নগরগুলোতে সরকারি খাস জমিগুলোর হিসাব রেকর্ড করা। তারপর সরকারের প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করা, সেখানে ছিন্নমূল মানুষদের স্থায়ী ফ্লাট দান করা বা ভোগ করতে দেওয়া।

ঙ. গ্রাম, লোকাল বা চর অঞ্চলের খাস জমিগুলোর হিসাব রেকর্ড করা। তারপর সরকারের প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি জমিগুলোতে গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা অথবা ঘর নির্মাণ করতে পারবে এরকম ছিন্নমূলদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া।

চ. রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ফান্ড তৈরি করা এবং মুসলিম সম্পদশালীদের থেকে বাৎসরিক যাকাত আদায় করা। সে যাকাত থেকে ছিন্নমূলদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের ঘর তৈরি করে দেওয়া।

ছ. যাদের অনেক বেশি জমি রয়েছে এরকম জমিগুলোকে ছিন্নমূল মানুষের মাঝে দান করতে পরামর্শ, আদেশ ও অবস্থা ভেদে নির্দেশ দেওয়া।

---

205 . বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

জ. ছিন্নমূল লোকদের মধ্যে যারা শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা।

ঝ. ছিন্নমূল লোকদের মধ্যে যারা যুবক শ্রেণির অথচ অশিক্ষিত বা বেকার তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে নিশ্চিত কর্মের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

ঞ. ছিন্নমূল লোকদের মধ্যে মহিলাদেরকে সেলাই মেশিনের কাজ, বাড়ির আঙ্গিনায় ফুল-ফল উৎপন্ন করার কাজ, মাছের খামার, হাঁস-মুরগির খামার ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত করে নিয়োজিত করা এবং যোগাযোগ রেখে উন্নত করার চেষ্টা করা।

ট. তুলনামূলক কম প্রয়োজনীয় ফান্ডের খরচ কমিয়ে ছিন্নমূল পূনর্বাসনের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সে ফান্ডে ব্যয় করা ।

ঠ. সম্ভব হলে ছিন্নমূল পুনর্বাসনের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা।

ড. কী কারণে ছিন্নমূল হয় তা খুঁজে বের করা এবং সম্ভব হলে সে কারণগুলো যাতে আর না ঘটে সে ব্যবস্থা করা।

ঢ. ছিন্নমূল লোকদের আত্মীয়-স্বজন যদি ধনী থাকে তাদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যেন তাদের ছিন্নমূল আত্মীয়দেরকে বসবাসের পরিমাণ জমি দান করে অথবা সহজ কিস্তিতে তাদের নিকট কমপক্ষে বসবাসের পরিমাণ জমি বিক্রয় করে। যে প্রস্তাবনা বা সুপারিশ মালাগুলো পেশ করা হল তা যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যেই কমে যাবে এবং শেষ হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

আল্লাহর মেহেরবানিতে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা শিরোনামে নির্ধারিত গবেষণাটি শেষ করতে পেরেছি। তবে বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে তা আমৃত্যু কাঁদাবে। যে মানুষগুলো থাকে পথে-ঘাটে, ছাদে, নদীতে, ভেড়িবাঁধে, রেল, বাস, লঞ্চ টার্মিনালে, আল্লাহর দেয়া এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে তাদের জন্য ঘর বাঁধার মতো এক খণ্ড জমি মিলেনি। যা অতি দুঃখের বিষয়।

তাদের থাকার স্থানটা এমন যে কোনো রুচিসম্পন্ন মানুষ সেখানে এক ঘণ্টাও থাকতে পারবে না। অথচ, তারা সেখানে থাকেন বছরের পর বছর। সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো সরকার ও এনজি-এর পাশাপাশি এসকল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়া। তাহলে একদিকে সুন্দর হবে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অন্য দিকে সম্পদশালী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান গ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা শিরনামে যে দীর্ঘ গবেষণা হয়েছে পরিশেষে সারসংক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বলা যায়–বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষ রয়েছে পর্যাপ্ত যার সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ, পুনর্বাসনে উদ্যোগ রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর। উভয়ের মাঝে সমন্বিত প্রচেষ্টা না থাকায় যথাযথ পুর্নবাসন

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে না। এক্ষেত্রে উক্ত গবেষণার শেষে যে সুপারিশমালা দেওয়া হয়েছে সে সকল সুপারিশমালা গ্রহণ করা হলে যথাযথ ফল আসবে।

ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা কমানো না গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রে এর প্রভাব কী হবে তা উক্ত গবেষণায় দেখানো হয়েছে। ঐ সমস্ত প্রভাবগুলো থেকে বাঁচার জন্য ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা কমানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। তা নাহলে সমস্যা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ইসলামের আলোকে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে তাতে ইসলামের সোনালি যুগে যেরকম সুফল পাওয়া গিয়েছে যদি এখনো তা অনুসরণ করা হয় তাহলে ছিন্নমূল সমস্যা সমাধান হবেই।

এটা একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা বা জাতীয় সমস্যা যা নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়ভাবে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আর এ অবস্থাটা রেখে দিয়ে দেশ, রাষ্ট্র বা নাগরীকের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাস্তবতার আলোকে সেটাই দেখা যায়, ছিন্নমূল মানুষগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র নানাদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রোগ-জীবাণু বৃদ্ধি, পরিবেশ অসুন্দর, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি সকল ধরনের সমস্যা ছিন্নমূল মানুষের মাধ্যমে বেশি হয়। অন্যদিকে তাদেরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

তারাও অন্য সচ্ছল মানুষের মতো পড়তে, খেতে, ঘুমাতে, সকল মৌলিক অধিকারগুলো এবং সেই সাথে অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেতে চায়। সেজন্য রাষ্ট্র ও ছিন্নমূল মানুষ উভয়ের সুবিধার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন। এ গবেষাণার সফলতা তখনই হবে যখন বাংলাদেশের ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা শূন্যতে পৌঁছবে। সে আশায়ই শেষ করা হলো ‘বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা’।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. আল কুরআন

২. আল্লামা ইবনে কাছীর (র), *তাফসীরে ইবনে কাছীর* (অনু, অধ্যাপক আখতার ফারূক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) মে- ২০১৩ খ্রি.

৩. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *আল কুরআনের পয়গাম*, অনু. মাওলানা আতিকুর রহমান, (ঢাকা, সৌরভ বর্ণালী প্রকাশনী, আগস্ট-২০১৮ খ্রি.)

৪. তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন, মাও. মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৫. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআন,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমাদ, (ঢাকা, আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ১৯৯৬ খ্রি.)

৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী , *তাফহীমুল কুরআন* , (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯ খ্রি.)

৭. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* (বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৯৮৭ খ্রি.)

৮. আবূ বকর আল-জাসসাস *আহকামূল কুরআন,* (লাহর, সুহাইল একাডেমী)

৯. মাহমূদ আল আলূসী, *রুহূল মা'আনী,* (বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮০ খ্রি.)

১০. মুহাম্মদ ইবন আশ শাকওয়ানী, *ফাতহুল কাদীর,* (বৈরুত, দারুল মা'আরিফা, ১৪০৩ হি.)

১১. শায়খ মুহাম্মদ রশিদ রেদা, *তাফসীরুল মানার*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফা, ১৪০৭ হি.)

১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২ খ্রি.)

১৩. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকাঃ হাদীস একাডেমী, ২০০৫ খ্রি.)

১৪. ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন্-নাসাঈ, *সুনানে আন নাসাঈ*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

১৫. ইমাম আবু ঈসা, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (রহ), *জামিউত তিরমিযী*, (হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.)

১৬. শায়েখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল্ খাতীব আত্ তিব্রীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (প্রকাশনী, হাদীস একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪ খ্রি.)

১৭. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স,

১৮. ইমাম ইবনে মাজাহ, *সুনান ইবনে মাযাহ*, ঢাকাঃ হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী

১৯. মুহিউদ্দীনআবু যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া বিন শারফ আন্-নাবাবী, *রিয়াদুস স্বা-লেহীন*, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা,)

২০. মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম প্রকাশ, জুন ১৯৯২, খ্রি.)

২১. আল্লামা আবুল হাসান আলী বোরহানউদ্দিন আল মুরগীনানী, *আল হেদায়া*, (অনু. ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৮ খ্রি.)

২২. শায়খ উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র), *শরহে বেকায়াহ*, (অনুঃ মাওঃ মু. মোয়াজ্জেন হোসেন আল আযহারী, আল কাউছার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ড. মুস্তফা আস-সুবাই, *ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

২৪. লেখকবৃন্দ, *ফিক্‌হ গ্রনন্থাদির ইতিহাস ও দর্শন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

২৫. আ.ন.ম আব্দুল্লাহ, *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

২৬. ড.এফ.মুল্লা, *মুসলিম আইনের মূলনীতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২৭. ড.মুস্তাফা হুস্‌নী আস্‌-সুবায়ী,*ইসলামী শরীয়াহ্‌ ও সুন্নাহ*,(অনু. এ. এম. এম.সিরাজুল ইসলাম) ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

২৮. সাহিদা বেগম, *মুসলিম আইন ও পারিবারিক আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২৯. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৩০. আলিমুজ্জান চৌধুরী, *বাংলাদেশে মুসলিম আইন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

৩১. গাজি শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৩২. আমিনুল ইসলাম,*মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

৩৩. নুরুল মোমেন,*মুসলিম আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৩৪. শহীদ সাইয়েদ আবদুল কাদের অওদা, *ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

৩৫. আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী, *কানযূল উম্মাহ* (ভারত, ৯৭৫ হি:)

৩৬. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*,(অনু: মাওঃ মোঃ আঃ রহিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা), ২০১২ খ্রি.

৩৭. মোঃ শহিদুল্লাহ , , *অপরাধ ও সমাজ* (গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.)

৩৮. মোঃ শহীদুল্লাহ, *নারী ও পরিবার কল্যাণ* (গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.)

৩৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *যাকাতের হাকীকত* (আধুনিক প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৯ খ্রি.)

৪০. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *অর্থনীতিতে রাসুলের (স.) দশ দফা*, (আইসিএস পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.)

৪১. ড. মাহবুবা নাসরিন, *বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়*, এনসিটিবি, ঢাকা,২০১৮ খ্রি.

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

৪৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ*, (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, জুলাই-২০১২ খ্রি.)

৪৪. *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৪৫. সায়্যিদ আবুল হাসানআলী নদভী,(অনু.আ.সা. মুহাম্মদ ওমরআলী) *ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

৪৬. ড. এ. এস. এম. হাসান, *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী.

৪৭. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, কলকাতা: সুহৃদ পাবলিকেশন

৪৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *আল-কুরঅনে রাষ্ট্র ও সরকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা

৪৯. আব্দুর রাজ্জাক, *ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ*, আধুনিক প্রকাশনি, ঢাকা

৫০. মুহাম্মদ আযাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি*

Dhaka University Institutional Repository

৫১. মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলাম ও খেলাফত*, ঢাকা: অহসান পাবলিকেশন

৫২. মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা

৫৩. গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, ঢাকা, খাইরুন প্রকশনী

৫৪. শেখ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৫৫. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* ,শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা

৫৬. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি*, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা

৫৭. ড. এম. এ. মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ* , শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা

৫৮. আবুল হাসান আল মাওয়াবাদী, *আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, (মিশর, শারিকাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৩৯৩ হিজরী, ১৯৭৩ খ্রি.)

৫৯. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা , বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

৬০. ইমাম আবু ফিদা ইসমাঈল ইব্‌নু কাছীর, *আস-সীরাতুন-নববিয়্যাহ*, কায়রো, ১৯৬৪-১৯৬৬ খ্রি.)

৬১. আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (ঢাকা, নকিব পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ খ্রি.)

৬২. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, প্রথম খণ্ড*, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯ খ্রি.)

৬৩. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, দ্বিতীয় খণ্ড*, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯ খ্রি.)

৬৪. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, তৃতীয় খণ্ড*, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, চতুর্থ খণ্ড,* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯ খ্রি.)

৬৬. আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মূলক,* ২য় খণ্ড, (মিশর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৩ খ্রি.)

৬৭. আমীর আলী, *দি স্প্রিট অব ইসলাম,* অনু. অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি,)

৬৮. আলী ফাউর, *সীরাতু উমার ইবনে আবদিল আযীয,* (বৈরুত, দারুল হাদীস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.)

৬৯. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবদিল হাকাম, *সীরাতু উমর ইবনে আবদিল আযীয,* (মিশর, আল-মাতবা'আতুর রহমানিয়্যা, ১৯১৭ খ্রি.)

৭০. মোহাম্মদ আবু সালেহ পাটোয়ারী, *হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী রহ. ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান,* (সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফ, ২০০৪ খ্রি.)

৭১. ড. মোহাম্মদ আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য,* (ঢাকা , বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.)

৭২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ,* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.)

৭৩. মো. শহীদুল্লাহ, *স্বেচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিওসমূহ,* গ্রন্থ কুটির, ঢাকা

৭৪. Muhammad Ali, *The Religion of Islam*

৭৫. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ, রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০,* নিউএজ পাবলিকেশন্স,ঢাকা

৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*

৭৭. এম.এম আকাশ, *বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,* ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা

৭৯. হক রহমান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ

৮০. বিশ্বব্যাংক, *বাংলাদেশ: অভিন্ন লক্ষ্যের অন্বেষণে সরকার ও উন্নয়নমুখী এনজিওগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা,

৮১. Talukdar Moniruzzaman, The Bangladesh Revoloution and Its Aftermanth, Books Int.Ltd. 1998, Dhaka: Bangladesh.

৮২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী)

৮৩.মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী)

৮৪. মুহাম্মদ আযাদ,*ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী)

৮৫. আব্দুর রাজ্জাক, *ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী)

৮৬. Muzaffar Hussain, Motivation for Economic Achievement in Islam.

৮৭. M. Raihan Sharif, Guidelines of Islamic Economics (Nature, Concepts and priciples.)

৮৮. Mohammad Taher, Studies in Islamic Economics, New Delhi-1997.

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. Allama Yousuf al-Qardawi, Economic Security in Islam.

৯০. আতিউর রহমান, *বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম*, প্রবর্তন প্রকাশনী, ঢাকা

৯১. রেডক্রিসেন্ট প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকা

৯২. মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*

৯৩. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ ও এনজিও*, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা

৯৪. শেখ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী)

৯৫. আস্‌কার ইবনে শায়খ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*

৯৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকি, *বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*

৯৭. ড. এস. এম. হাসান, *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব*, ঢাকা, শতাব্দী প্রকাশনী

৯৮. আব্দুল মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা,

৯৯. রশীদ আখতার নদভী (র.), *ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ,*

১০০. ড. জামিল আল বাদাভী, *ইসলামে সামাজিক বিধান*, ঢাকা, আহসান প্রকাশনী,

১০১. সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি*, ঢাকা, সত্য প্রকাশনী,

১০২. মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা, শতাব্দী প্রকাশনী

১০৩. সোহরাব হোসেন, *মুসলিম জাহান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩, খ্রি,)

১০৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *বাংলাদেশে ইলমে হদীসের চর্চা : আল্লামা নিযাম মাখদুম রহ.* (মাসিক মদিনা, ঢাকা, , জানুয়ারী, ২০০৩ খ্রি.)

১০৬. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, (ঢাকা , আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খ্রি.)

১০৭. আব্দুর রহিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.)

১০৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর-২০০২, খ্রি.)

১০৯. ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, অনুবাদ, আকরাম ফারুক, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৩তম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.)

১১০. ইবন কাছীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (মিশর, দারুদ দিয়ান লিত তুরাছ, ১৯৯৮ খ্রি.)

১১১. মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ, *হাদীসে নববী সা. চর্চা ও তার ক্রমবিকাশ*, মাসিক মদিনা, (ঢাকা, জুন-২০০০ খ্রি.)

১১২. আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনুবাদ ও প্রকাশনা : খাদিজা আখতার বেজায়ী, (ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *মেশকাত শরীফের ভূমিকা, হাদীসের তত্ত্ব ও ভূমিকা,* (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২)

১১৪. নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ স.,* অনুবাদ ও সম্পাদনা : আকরাম ফারুক, আব্দুস শহীদ নাসিম, (ঢাকা, শতাব্দি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.)

১১৫. নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আব্দুর রহীম একটি বিপ্লবী জীবন,* (ঢাকা, মাম্মী প্রকাশনী, বই মেলা, ২০০৩ খ্রি.)

১১৬. এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন,* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারী-১৯৯৯ খ্রি.)

১১৭. ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম, *ইসলামী দা'ওয়ার মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য,* (ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২ খ্রি.)

১১৮. ড. তারেক মহাম্মদ তাওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজ : ভূমিকা ও প্রভাব* ১৯৭২-২০০১, (ঢাকা, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.)

১১৯. তালিবুল হাশেমী, *বিশ্ব নবীর সাহাবী,* অনুবাদঃ আব্দুল কাদের, (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.)

১২০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান,* (ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.)

১২১. আল্লামা বালাযুরী, *ফাতহুল বুলদান,* (বৈরুত, মাকতাবায়ে হেলাল, ১৯৮৮ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

১২২. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ফেরদৌস আলম ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঃ ধারা ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণা পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০৫ খ্রি.)

১২৩. ড. এম এ রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রি.)

১২৪. রশীদ আখতার নদবী, *উমার ইবনে আবদিল আযীয*, (লাহোর, আহসান ব্রাদার্স, ১৯৫৮ খ্রি.)

১২৫. রাগেব আল ইসফাহানী, *আয-যারি‘য়াতু ইসলামা কারিমিশ শরী‘য়াহ*, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮০ খ্রি.)

১২৬. সাইয়্যেদ আবুল আ‘লা মওদূদী, *খেলাফত ও রাজতন্ত্র*, (আধুনিক প্রকাশনি, ১০ম প্রকাশ, ঢাকা-২০১৫ খ্রি.)

১২৭. *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, At a glance

১২৮. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর প্রতিবেদন ২৯ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.

১২৯. জাতীয় বাজেট, ২০১৯-২০, দৈনিক শীর্ষনিউজ, ১৪/৬/২০১৯ খ্রি.

১৩০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, সর্বশেষ হালনাগাদ ০৩/০২/২০১৯ খ্রি.

১৩১. সমাজসেবা অধিদপ্তর, সর্বশেষ হালনাগাদ ০২/০২/২০১৯ খ্রি.

১৩২. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*, সমাজ কল্যাণ মন্তনালয়

১৩৩. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*, সমজা কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩৪. কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর (কাপ), প্রতিবেদন ২০১৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫. ইন্টার্নাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার ও নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিলের প্রতিবেদন-২০১৭ খ্রি.

১৩৬. সালমা আউয়াল শফি, পরিচালক, সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, সেমিনার - ২০১৬ খ্রি.

১৩৭. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ২০১৬ খ্রি.

১৩৮. সাজিদা ফাউন্ডেশন, *আমরাও মানুষ কর্মসূচীর প্রতিবেদন* ৩ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.

১৩৯. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪০. উইকিপিডিয়া ২০ই নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. সর্বশেষ সম্পাদিত

১৪১. সমাজ সেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন। ১০ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.

১৪২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-২০১৪ খ্রি.

১৪৩. বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, *ভাসমান লোক গণনা*, ২০১৪ খ্রি.

১৪৪. Cualiation For the Arban Poor (CAP) (জরিপ প্রতিবেদন, ২০১৭ খ্রি.)

১৪৫. Annual riport, Internal Displasment Monitoring Center & Norway Xihan Rifiozi Councial

১৪৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (*শরনার্থী বিষয়ক সেল*) ২৯/১১/২০১৮ খ্রি.-এর জরিপ/বার্ষিক প্রতিবেদন)

১৪৭. Bangladesh Bureau of Statistics , *বস্তিশুমার্ী ও ভাসমান লোকগণনা-২০১৪* Page No: 15

১৪৮. wwwashrayanpmo.gov.bd-15-022021

১৪৯. www.egatha.org

Dhaka University Institutional Repository

১৫০. *দৈনিক ইনকিলাব , প্রথম আলো , সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, যুগান্তর, দি ডেইলিষ্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল , হাজারিকা প্রতিদিন, বাংলা ট্রিবিউন, দৈনিক ইনকিলাব, Independent 24.com , দৈনিক সংগ্রাম,*